Recommended for Higher Secondary and Multipurpose Schools as Bengali Text Book: Paper II for Class XI (Vide Board of Secondary Education, West Bengal, Circular HS/1/58, Dated 7-3-58)

সীতার বনবাস

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

প্রণীত

*

ডক্টর হরিপদ চক্রবর্তী কর্তৃক

ভূমিকা ও টীকা-টিপ্পনী

সংবলিত

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রকাশক
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

Vidyasagar's
SITAR BANABAS
Edited by
DR. HARIPADA CHAKRAVARTI
Price
Rs. 2·00 (Rupees Two) Only.

প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ, ১৩৬৬

মূল্য টা. ২·০০ (দুই টাকা) মাত্র

মুদ্রাকর
শ্রীসত্যচরণ ঘোষ
মিহির প্রেস
৯এ, সরকার বাই লেন
কলিকাতা—৭

ভূমিকা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শকাব্দ ১৭৪২, ১২ই আশ্বিন, ইংরাজী ১৮২০ সাল, ২৬শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার। মেদিনীপুর জিলার বীরসিংহ গ্রামের ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হাটে গিয়াছিলেন, দুপুরের পর ফিরিয়া আসিলেন। ঠাকুরদাসের পিতা বৃদ্ধ রামজয় তর্কভূষণ বসিয়া ছিলেন দাওয়ায়। ঠাকুরদাস আসিতেই রামজয় কহিলেন "আমাদের একটা এঁড়ে বাছুর হয়েছে।"

গাভীটি আসন্নপ্রসবা ছিল। ঠাকুরদাস তাড়াতাড়ি গোহালের দিকে রওনা হইতেই রামজয় হাসিয়া কহিলেন—"না, না, ওদিকে নয়, এদিকে এস।" অন্তঃপুরে সূতিকাগারের নিকটে গিয়া বৃদ্ধ পিতা পুত্রকে নবজাতকের মুখ দেখাইলেন। বলিলেন, "দেখ এঁড়ে বাছুর, ভারি একগুঁয়ে হবে এই ছেলে তোমার।"

এই এঁড়ে বাছুরটি-ই--"বাংলাদেশের দেশী মানুষ, বিদ্যাসাগর বীর।" পিতামহ রামজয়ের ভবিষ্যৎবাণী পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রে অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল। যে বস্তুটিকে ঈশ্বরচন্দ্র সত্য বলিয়া ধরিতেন কোন লোভে ও ভয়ে-ই তিনি তাহা কদাচ পরিত্যাগ করেন নাই। অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বিষয়ে, শিক্ষা-বিস্তারে, সমাজসংস্কারে জীবনের বিচিত্র কর্মের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অননুকরণীয় শক্তি, সাহস, নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা দেখাইয়াছেন। কর্মবহুল জীবন যাপন করিয়া এই "বীরসিংহের সিংহশিশু" ৭১ বৎসর বয়সে ১৮৯১ খ্রীঃ ২৯শে জুলাই কলিকাতাতেই দেহরক্ষা করেন।

পিতা ঠাকুরদাসের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, কাজেই দারিদ্র্য ও অভাব অনটনের মধ্যেই ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে নয় বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হইয়াছিলেন। এই সময়ে নিজের হাতে তাঁহাকে রান্নাবান্না করিতে হইত। সর্বদা তেল কিনিবার মত পয়সার জোগাড় থাকিত না বলিয়া ঘরে বাতি জ্বালান সম্ভব হইত না। সেই জন্য অনেক সময় রাত্রিকালে রাস্তার আলোতে তিনি পড়াশুনা করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের অসাধারণ মেধা সম্বন্ধে একটি চমৎকার কাহিনী আছে। যখন তিনি পিতার সঙ্গে প্রথম কলিকাতা আসেন, তখন হাঁটা-পথে চলিবার সময় রাস্তায় মাইলপোষ্ট দেখিয়া ইংরাজী সংখ্যা শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে মোট বার বৎসর নয় মাস পাঠ করিয়া 'বিদ্যাসাগর' এই উপাধি লাভ করেন। ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, বেদান্ত, ন্যায়, জ্যোতিষ, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন ছাড়াও ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে তিনি বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন।

ছাত্রজীবনের মত কর্মজীবনে-ও ঈশ্বরচন্দ্র মহতী কীর্তি অর্জন করিয়াছিলেন। একুশ বৎসর বয়সে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙ্গালা বিভাগে প্রধান পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন। তারপর সংস্কৃত কলেজের সহকারী-কর্মসচিব, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান কেরাণী ও কোষাধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজের কর্মসচিব, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক প্রভৃতি নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে দীর্ঘকাল যোগ্যতার সহিত কার্য করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু কেবল যোগ্যতাই বিদ্যাসাগরের চাকুরী ও কর্মজীবনের একমাত্র গুণ নহে। তিনি যে আন্তরিকতা, উদ্যম ও দায়িত্বের সহিত শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে বিপুল উদ্দীপনা দেখাইয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর। তিনি সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন করেন। পূর্বে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাত্র-ই

সংস্কৃত কলেজে পড়িতে পারিত, বিদ্যাসাগর এই প্রথা রহিত করিয়া সকল হিন্দুর নিকট সংস্কৃত কলেজের দ্বার অবারিত করিয়াছিলেন। প্রতি অষ্টমী ও প্রতিপদে কলেজের ছুটি হইত, বিদ্যাসাগর এই প্রথা রহিত করিয়া রবিবারে কলেজ ছুটির প্রথা চালু করেন। বঙ্গদেশের নানা জিলাতে তিনি অনেক পাঠশালা ও মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। নিজের গ্রামের স্কুলের যাবতীয় ব্যয়ভার তিনি নিজেই বহন করিতেন। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে তাঁহার দান অসামান্য। বেথুন নারী বিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন অবৈতনিক সম্পাদক। বঙ্গদেশের জিলায় জিলায় তিনি বহু নারী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। কলিকাতার মেট্রপলিটান স্কুল ও কলেজ তিনি প্রতিষ্ঠা করেন এবং যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন তিনি-ই পরিচালনা করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মেট্রপলিটান কলেজের নাম হইয়াছে বিদ্যাসাগর কলেজ।

বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার-আন্দোলন তাঁহার অন্যান্য প্রচেষ্টাকে অতিক্রম করিয়াছিল। তিনি নিজে শাস্ত্রজ্ঞ ও পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তথাপি ইংরাজী শিক্ষার ভাল দিকগুলির প্রতি অন্যান্য সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত তাঁহার কোন বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষ ছিল না। সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন, নারী-শিক্ষা বিস্তার, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কর্মের মধ্যে তাঁহার উদার মনোভাবের পরিচয় সুস্পষ্ট রহিয়াছে। তাঁহার অমর কীর্তি বিধবা বিবাহ আন্দোলন। তখনকার সকল প্রকার প্রতিবাদ-প্রতিরোধ অতিক্রম করিয়াও তিনি বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করান এবং বিধবা বিবাহ প্রচলন করেন। ইহার জন্য তাঁহাকে বহু নির্যাতন সহ্য ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নারায়ণের সহিত ও তিনি এক বিধবার বিবাহ দিয়াছিলেন। বহুবিবাহের বিরুদ্ধেও তিনি আন্দোলন করেন। হিন্দু ফ্যামিলি এ্যানুয়িটি ফাণ্ড তাঁহারই সৃষ্টি।

বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি ও প্রসারের দিকেও তাঁহার দান অসামান্য। সাময়িক পত্রিকা ও উন্নতি বিধায়ক নানা প্রতিষ্ঠানের সহিত বিদ্যাসাগরের যোগ ছিল। তিনি তত্ত্ববোধিনীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। ইহা ছাড়া সর্বশুভকরী পত্রিকা এবং সোমপ্রকাশ পত্রিকা তাঁহার প্রতিভার স্বাক্ষর। তিনি একাধারে ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, ঋজুপাঠ, উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ কৌমুদী, প্রমুখ গ্রন্থাবলী—বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষার্থীর কাছে এখনও ভাষা মন্দিরের সুদৃঢ় ও নির্ভুল সোপান হইয়া আছে। ইহা ছাড়া বাঙ্গলার ইতিহাস, ভূগোল খগোল বর্ণনা, সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, শব্দমঞ্জরী (অভিধান) প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে তাঁহার রচনা আছে। বিদ্যাসাগরের রচিত বিখ্যাত সাহিত্য পুস্তক—শকুন্তলা, সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস, কথামালা, আখ্যান মঞ্জরী, মহাভারত প্রভৃতি শুধু ভাষা ও রীতিতে নহে, বিষয় গৌরবে এবং সাহিত্য হিসাবে এখনও রসিকজনের মনোহরণ করিতে পারে।

বিদ্যাসাগর পিতামাতাকে সাক্ষাৎ দেবতার মত পূজা করিতেন। মাতৃভক্তি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের বহু কাহিনী প্রচলিত আছে; তিনি সরকারী চাকুরী তুচ্ছ করিয়া দারুণ বর্ষায় দামোদর সাঁতার দিয়া পার হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের অপর নাম দয়ার সাগর। সাগরের মতই তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্য ছিল অফুরন্ত ও অসীম। ছোটবড় নির্বিশেষে মাইকেল মধুসূদন, কবিবর নবীনচন্দ্র সেন হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ নগণ্য ছাত্র, পথের গণিকা পর্যন্ত কত মানুষ যে তাঁহার করুণার দান গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছে তাহার সংখ্যা নির্ধারণ করা অসম্ভব। গুণমুগ্ধ মাইকেল মধুসূদন বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"The man to whom I have appealed has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an English-

man and the heart of a Bengali mother"—জ্ঞানে প্রাচীন ঋষি, কর্মে ইংরেজ, হৃদয়ে বাঙ্গালী মা—মস্তিষ্ক, হৃদয় ও বাহুর অর্থাৎ জ্ঞান প্রেম ও কর্মের এই ত্রিমুখী সমন্বয় ঘটিয়াছিল ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে। মাইকেল মধুসূদন তাই প্রশস্তি গাহিয়াছেন—

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত জগতে
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে দীনের বন্ধু।"

তাঁহার অসাধারণ তেজস্বিতা ও দৃঢ় আদর্শনিষ্ঠা অনেক সময় অনেকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে এবং আমাদের জাতীয় ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকিবে।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন "আজ আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি, এই বৃহৎ পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, ততই আমরা পুরুষের মত দুর্গম বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব। বিচিত্র বীর্য ও মহত্ত্বের সহিত যতই আমাদের প্রত্যহ সন্নিহিতভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব, যে দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।"

বাংলা গদ্য ও বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের জনক বলিয়া অভিহিত করা হয়। কারণ তাঁহার পূর্ববর্তী গদ্য-লেখকদিগের মধ্যে একমাত্র অক্ষয় কুমার ছাড়া আর কাহারও রচনাই সুষম ও সহজপাঠ্য নহে। কিন্তু অক্ষয়কুমারের রচনার মধ্যে লালিত্য ও শ্রুতিমাধুর্য ততখানি পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগরের গদ্যে এই মাধুর্য ও কাব্যছন্দ পরিস্ফুট হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের ও অক্ষয়কুমারের রীতি তুলনা করিতে গিয়া মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত বিদ্যাসাগরের রীতিকে আকাশ প্রতিবিম্বিত নিস্তরঙ্গ সরোবরের প্রশান্ত সৌন্দর্যের সহিত এবং অক্ষয়কুমারের রীতিকে বেগবতী পার্বত্য নির্ঝরিণীর সহিত তুলিত করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছেন "Vidyasagar is the more accomplished master of style, Akshay Kumar is the more forcible preacher." [Literature of Bengal] বিদ্যাসাগরের এই রচনা-রীতির সুষমা সম্বন্ধে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যাহা বলিয়াছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য —"বিভিন্ন বাংলা শব্দের পরপর সমাবেশে অভিধানগত অর্থব্যতিরেকেও যে আর একটি অবর্ণনীয় রসের সৃষ্টি হইতে পারে, এই অপূর্ব সত্য তিনিই সর্বপ্রথম মনে মনে অনুভব করিয়া, লেখনীমুখে তাহার সম্ভাবনাও তাঁহার স্বদেশবাসীকে দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং তাহার ফলেই শতাব্দীপাদের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র এবং অর্ধশতাব্দীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে।" [বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলীর ভূমিকা—সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ]

সীতার বনবাস :

সীতার বনবাস প্রকাশিত হয় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বয়স ৪০ বৎসর। ইহার পূর্বে তিনি বেতাল পঞ্চবিংশতি,

শকুন্তলা, কথামালা, চরিতাবলী, মহাভারত প্রভৃতি লিখিয়াছিলেন। তাঁহার জীবিত কালেই সীতার বনবাস বইখানির ২৫টি সংস্করণ হইয়াছিল ; ইহা দ্বারা পুস্তকখানির জনপ্রিয়তা স্পষ্টই বুঝা যায়।

সীতার বনবাসের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন, "এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অধিকাংশ ভবভূতি প্রণীত উত্তরচরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে পরিগৃহীত ; অবশিষ্ট পরিচ্ছেদ সকল পুস্তকবিশেষ হইতে পরিগৃহীত নহে। রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বন পূর্বক সংকলিত হইয়াছে।"

ভবভূতি ভারতবিখ্যাত কবি। মহাবীর চরিত ও উত্তরচরিত এই দুইটি নাটকে তিনি রামচরিত্র বর্ণনা করেন। উত্তরচরিত উত্তরকাণ্ড হইতে গৃহীত। কিন্তু ভবভূতি সকল ঘটনা বাল্মীকির অনুগত হইয়া বর্ণনা করেন নাই। তাঁহার উত্তরচরিত করুণ-রসাত্মক এবং রচনা-লালিত্যে, পদ-মাধুর্যে, বিষয়-গাম্ভীর্যে প্রগাঢ় ও হৃদয়গ্রাহী।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাসের ভাষা অবশ্যই বিদ্যাসাগরী অর্থাৎ সংস্কৃতানুসারী কিন্তু সরস ও সাবলীল। সংস্কৃত শব্দরাজি ও সমাস-বাহুল্য থাকিলেও তাহা কর্কশ ও শ্রুতিকটু হয় নাই। স্থান বিশেষে বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্যের সহিত ভাষার গুরুধ্বনি এমন ভাবে মিলিয়া গিয়াছে যে একই সঙ্গে উহার চিত্ররূপ ও সঙ্গীতধ্বনি সমন্বিত হইয়া চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করিয়াছে। একটি উদাহরণ উল্লেখ করিতেছি, "এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি। এই গিরির শিখর দেশ আকাশ পথে সতত সঞ্চরমাণ জলধর মণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত ; অধিত্যকা প্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয় ; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে।"

[প্রথম পরিচ্ছেদ]

সীতার বনবাসে মোট পরিচ্ছেদ আটটি। প্রথম পরিচ্ছেদে অষ্টাবক্র সমাগম, আলেখ্য দর্শন ও সীতার বনগমনাকাঙ্ক্ষা; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দুর্মুখ সমাচার; তৃতীয় পরিচ্ছেদে ভ্রাতৃগণের সহিত রামচন্দ্রের পরামর্শ ও সীতা বিসর্জনের আদেশ দান; চতুর্থ পরিচ্ছেদে সীতার বনবাস ও বাল্মীকির আশ্রয় দান; পঞ্চম পরিচ্ছেদে লক্ষ্মণের প্রত্যাবর্তন, রামের শোক, রাজ্যপালন এবং সীতার যমজ কুমার প্রসব ও তপশ্চর্যা; ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অশ্বমেধ যজ্ঞ, স্বর্ণসীতা নির্মাণ, বাল্মীকির নিমন্ত্রণ গ্রহণ, সীতার হর্ষ; সপ্তম পরিচ্ছেদে লবকুশের রামায়ণ গান; রামের হৃদয় সংঘাত; অষ্টম পরিচ্ছেদে রাজসভায় রামায়ণ গান; কৌশল্যার আকুলতা; লবকুশের পরিচয়; সীতাকে আনয়ন, রাজসভায় সীতা, সীতার মৃত্যু।

সীতার বনবাসে প্রধান চরিত্র দুইটি। রাম ও সীতার পবিত্র প্রেমই এই গ্রন্থের মূল কথা। কর্তব্যনিষ্ঠায় কি ভাবে ব্যক্তিগত সুখসুবিধা-আনন্দকে দূরে সরাইয়া রাখা যায় অথচ প্রিয় জনকে তথা প্রেমকেও উজ্জ্বল করিয়া ধরা যায় সীতার বিসর্জন, রাজ্যপালন, স্বর্ণসীতা নির্মাণ ও রামের মন বিশ্লেষণ দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র সেই প্রাচীন কথাটিকেই সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। সীতা ত্যাগ করায় রামের উপর আমাদের যে স্বাভাবিক বিরূপতা ও বিতৃষ্ণা আসে পরবর্তী অবস্থায় তাহা গলিয়া সহানুভূতি ও করুণার অশ্রুতে রূপান্তরিত হয়। সীতা চরিত্রের অপূর্বতা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর নিজেই গ্রন্থশেষে মন্তব্য করিয়াছেন, "সীতা নিতান্ত সুশীলা ও একান্ত সরলহৃদয়া ছিলেন, তাঁহার তুল্য পতিপরায়ণা রমণী কখনও কাহারও দৃষ্টিবিষয়ে বা শ্রুতিগোচরে পতিত হয় নাই।"

Shyama Charan Chatterjee. Class-XI 1969.

ছাত্রদের উপযোগিতা

আলোচ্য সংস্করণটি উচ্চতর মাধ্যমিক একাদশ শ্রেণীর জন্য পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হইয়াছে। ছাত্রছাত্রীদিগের পরীক্ষার উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ইহার সম্পাদনা করা হইল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি সম্বন্ধে ভূমিকাতে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া সীতার বনবাস গ্রন্থটির সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কয়েকটি মাত্র কথা বলা হইয়াছে।

শেষের দিকে সমগ্র গ্রন্থখানির বিষয়বস্তুসংক্ষেপ দেওয়া হইয়াছে। এই বস্তুসংক্ষেপের মধ্যে বিষয়ানুযায়ী শিরোনামা দেওয়া হইল দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া—প্রথমতঃ আলোচ্য বিষয়গুলির ক্রম ও পারম্পর্য বুঝিবার সুবিধা, দ্বিতীয়তঃ বিষয়বস্তু সংক্ষেপণ (Pre´cis) রচনার সুবিধা।

সরকারী শিক্ষা বিভাগের পরীক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশে দেখা যায় যে এই গ্রন্থগুলি হইতে কেবলমাত্র ভাবসম্প্রসারণ, ভাবার্থ, বিষয়বস্তু সংক্ষেপণ এই জাতীয় প্রশ্ন করা হইবে। এই কারণে আলোচ্য পুস্তকের শেষের দিকে এই জাতীয় প্রশ্নোত্তর ও অনুশীলন দেওয়া হইয়াছে। শেষে একটি শব্দার্থ সংকলন দেওয়া হইল। সীতার বনবাসে তৎসম শব্দ, দীর্ঘসমাস-বদ্ধ শব্দপ্রাচুর্য আছে। সব শব্দের অর্থ ও ভাষ্য দিলে গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধি হয় এবং তাহার প্রয়োজনও নাই। কঠিন শব্দ প্রায় সবগুলির অর্থই দিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। শেষ কথা এই যে পরীক্ষার্থীদের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ইহার সম্পাদনা করা হইয়াছে বটে কিন্তু সাধারণ পাঠক পাঠিকার সরল প্রবেশ-পথকে কোথাও কুটিল ও কণ্টকিত করা হয় নাই।

সীতার বনবাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এবং অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন, ও অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন, করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনগুণে, স্বল্প সময়েই, সমস্ত কোশলরাজ্য সর্বত্র সর্বপ্রকার সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ফলতঃ, তদীয় অধিকারকালে, প্রজালোকের সর্বাংশে যাদৃশ সৌভাগ্যসঞ্চার ঘটিয়াছিল, ভূমণ্ডলে, কোনও কালে, কোনও রাজার শাসনসময়ে, সেরূপ লক্ষিত হয় নাই। তিনি, প্রতিদিন, যথাকালে, অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া, অবহিত চিত্তে রাজকার্যের পর্যালোচনা করিতেন; অবশিষ্ট সময়, ভ্রাতৃত্রয়ের ও জনকতনয়ার সহবাসসুখে, অতিবাহিত হইত।

কালক্রমে, জানকীর গর্ভলক্ষণ আবির্ভূত হইল। তদ্দর্শনে, রামের ও রামজননী কৌশল্যার আহ্লাদের সীমা রহিল না; সমস্ত রাজভবন উৎসবে পূর্ণ হইল; পুরবাসিগণ, অচিরে রাজকুমার দেখিব, এই মনের উল্লাসে, স্ব স্ব আবাসে, অশেষবিধ উৎসবক্রিয়া করিতে লাগিল।

কিয়ৎ দিন পরে, মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠান করিলেন। রাজা রামচন্দ্র, পরিবারবর্গের সহিত তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, নিমন্ত্রিত হইলেন। এই সময়ে জানকীর গর্ভ প্রায় পূর্ণ অবস্থায় উপস্থিত, এজন্য তিনি, এবং তদনুরোধে রাম ও লক্ষ্মণ, নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে পারিলেন না; কেবল বৃদ্ধ মহিষীরা, বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী সমভিব্যাহারে, জামাতৃযজ্ঞে গমন করিলেন। তাঁহারাও, পূর্ণগর্ভা জানকীরে গৃহে রাখিয়া, তথায় যাইতে, কোনও মতে, সম্মত ছিলেন না;

কেবল, জামাতৃকৃত নিমন্ত্রণের উল্লঙ্ঘন সর্বথা অবিধেয়, এই বিবেচনায়, নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্বক, যজ্ঞদর্শনে গমন করেন।

কতিপয় দিবস পূর্বে, রাজা জনক, তনয়া ও জামাতাকে দেখিবার নিমিত্ত, অযোধ্যায় আসিয়াছিলেন। তিনি, কৌশল্যাপ্রভৃতির নিমন্ত্রণ-গমনের অব্যবহিত পরেই, মিথিলায় প্রতিগমন করিলেন। প্রথমতঃ শ্বশ্রূজনবিরহ, তৎপরেই পিতৃবিরহ, উভয় বিরহে জানকী একান্ত শোকাকুলা হইলেন। পূর্ণগর্ভ অবস্থায় শোকমোহাদি দ্বারা অভিভূত হইলে, অনিষ্টপাতের বিলক্ষণ সম্ভাবনা; এজন্য রামচন্দ্র, সর্বকর্ম পরিত্যাগ পূর্বক, সীতার সান্ত্বনার নিমিত্ত, সতত তৎসন্নিধানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এক দিবস, রামচন্দ্র জানকীসমীপে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে, প্রতীহারী আসিয়া বিনয়নম্র বচনে নিবেদন করিল, মহারাজ! মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে সংবাদ লইয়া, অষ্টাবক্র মুনি আসিয়াছেন। রাম ও জানকী, শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, তাঁহাকে ত্বরায় এই স্থানে আন। প্রতীহারী, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান পূর্বক, পুনর্বার অষ্টাবক্র সমভিব্যাহারে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। অষ্টাবক্র, দীর্ঘায়ুরস্তু বলিয়া, হস্ত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। রাম ও জানকী প্রণাম করিয়া বসিতে আসনপ্রদান করিলেন। তিনি উপবিষ্ট হইলে, রাম জিজ্ঞাসিলেন, ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের কুশল? তাঁহার যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে? সীতাও জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, আমার গুরুজন ও আর্যা শান্তা সকলে কুশলে আছেন? তাঁহারা আমাদিগকে মনে করেন, না একবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন?

অষ্টাবক্র, সকলের কুশলবার্তা বিজ্ঞাপন করিয়া, সমুচিত সম্ভাষণ পূর্বক, জানকীকে বলিলেন, দেবি! ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব আপনারে বলিয়াছেন, ভগবতী বিশ্বম্ভরা দেবী তোমায় প্রসব করিয়াছেন; সাক্ষাৎ প্রজাপতি রাজা জনক তোমার পিতা; তুমি সর্বপ্রধান রাজকুলের বধূ

হইয়াছ; তোমার বিষয়ে আর কোনও প্রার্থয়িতব্য দেখিতেছি না; অহোরাত্র এইমাত্র প্রার্থনা করিতেছি, তুমি বীরপ্রসবিনী হও। সীতা শুনিয়া লজ্জায় কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিতা হইলেন। রাম যার পর নাই হর্ষিত হইয়া বলিলেন, ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব যখন এরূপ আশীর্বাদ করিতেছেন, তখন অবশ্যই আমাদের মনোরথ সম্পন্ন হইবেক। অনন্তর, অষ্টাবক্র রামচন্দ্রকে বলিলেন, মহারাজ! ভগবতী অরুন্ধতী দেবী, বৃদ্ধ মহিষীগণ ও কল্যাণী শান্তা ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন, সীতা দেবী যখন যে অভিলাষ করিবেন, যেন তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদিত হয়। রাম বলিলেন, আপনি তাঁহাদিগকে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিবেন, ইনি যখন যে অভিলাষ করিতেছেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদিত হইতেছে; সে বিষয়ে আমার, এক মুহূর্তের জন্যেও, আলস্য বা ঔদাস্য নাই।

অনন্তর, অষ্টাবক্র বলিলেন, দেবি জানকি! ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গ সাদর ও সস্নেহ সম্ভাষণ পূর্বক বলিয়াছেন, বৎসে! তুমি পূর্ণগর্ভা, এজন্য তোমায় আনিতে পারি নাই, তন্নিমিত্ত আমি যেন তোমার বিরাগভাজন না হই; আর, রাম ও লক্ষ্মণকে তোমার চিত্তবিনোদনার্থে রাখিতে হইয়াছে; আরব্ধ যজ্ঞ সমাপিত হইলেই, আমরা সকলে, অযোধ্যায় গিয়া, তোমার ক্রোড়দেশ একবারে নব কুমারে সুশোভিত দেখিব। রাম শুনিয়া, স্মিতমুখ ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া, অষ্টাবক্রকে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব আমার প্রতি কোনও আদেশ করিয়াছেন? অষ্টাবক্র বলিলেন, মহারাজ! বশিষ্ঠ দেব আপনারে বলিয়াছেন, বৎস! জামাতৃযজ্ঞে রুদ্ধ হইয়া, আমাদিগকে, কিছু দিন, এই স্থানে অবস্থিতি করিতে হইবেক। তুমি বালক, অল্প দিন মাত্র, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ; প্রজারঞ্জনকার্যে সর্বদা অবহিত থাকিবে; প্রজারঞ্জনসম্ভূত নির্মল কীর্তিই রঘুবংশীয়দিগের পরম ধন। রাম বলিলেন, আমি ভগবানের এই আদেশে সবিশেষ অনুগৃহীত হইলাম; তাঁহার আদেশ ও

উপদেশ সর্বদাই আমার শিরোধার্য। আপনি তাঁহার চরণারবিন্দে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাইয়া বলিবেন, যদি প্রজালোকের সর্বাঙ্গীন অনুরঞ্জনের জন্য, আমায় স্নেহ, দয়া, বা সুখভোগে বিসর্জন দিতে হয়, অথবা প্রাণপ্রিয়া জানকীর মায়া পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও আমি কিছুমাত্র কাতর হইব না। তিনি যেন সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ থাকেন; আমি প্রজারঞ্জনকার্যে, ক্ষণকালের জন্যেও, অলস ও অনবহিত নহি। সীতা শুনিয়া সাতিশয় হর্ষিত হইয়া বলিলেন, এরূপ না হইলেই বা, আর্যপুত্র রঘুকুলধুরন্ধর হইবেন কেন?

অনন্তর, রামচন্দ্র সন্নিহিত পরিচারকের প্রতি অষ্টাবক্রকে বিশ্রাম করাইবার আদেশ প্রদান করিলেন অষ্টাবক্র, সমুচিত সম্ভাষণ ও আশীর্বাদপ্রয়োগ পূর্বক বিদায় লইয়া, বিশ্রামার্থ প্রস্থান করিলে, রাম ও জানকী পুনরায় কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময়ে লক্ষ্মণ আসিয়া বলিলেন, আর্য! আমি এক চিত্রকরকে আপনকার চরিত্র চিত্রিত করিতে বলিয়াছিলাম; সে এই আলেখ্য প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছে, অবলোকন করুন। রাম বলিলেন, বৎস! দেবী দুর্মনায়মানা হইলে, কিরূপে তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতে হয়, তাহা তুমিই বিলক্ষণ জান; তা জিজ্ঞাসা করি, এই চিত্রপটে কি পর্যন্ত চিত্রিত হইয়াছে। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্যা জানকীর অগ্নিপরিশুদ্ধিকাণ্ড পর্যন্ত।

রাম শুনিয়া সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, বৎস! তুমি আমার সমক্ষে আর ও কথা মুখে আনিও না; ও কথা শুনিলে, অথবা মনে হইলে, আমি সাতিশয় কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হই। কি আক্ষেপের বিষয়! যিনি জন্মপরিগ্রহ করাতে জগৎ পবিত্র হইয়াছে, তাঁহাকেও আবার অন্য পাবন দ্বারা পূত করিতে হইয়াছিল। হায়, লোকরঞ্জন কি দুরূহ ব্রত! সীতা বলিলেন, নাথ! সে সকল কথা মনে করিয়া, আপনি অকারণে ক্ষুব্ধ হইতেছেন কেন? আপনি তৎকালে সদ্বিবেচনার কর্মই করিয়াছিলেন;

সেরূপ না করিলে, চিরনির্মল রঘুকুলে কলঙ্কস্পর্শ হইত, এবং আমারও অপবাদবিমোচন হইত না। সীতার বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, রামচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক বলিলেন, প্রিয়ে! আর ও কথায় কাজ নাই; এস, আলেখ্য দেখি।

সকলে আলেখ্যদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। সীতা, কিয়ৎ ক্ষণ, ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, নাথ! আলেখ্যের উপরিভাগে ঐ সমস্ত কি চিত্রিত রহিয়াছে? রাম বলিলেন, প্রিয়ে! ও সকল সমন্ত্রক জৃম্ভক অস্ত্র। ব্রহ্মাদি প্রাচীন গুরুগণ, বেদরক্ষার নিমিত্ত, দীর্ঘ কাল তপস্যা করিয়া, ঐ সকল তপোময় তেজঃপুঞ্জ পরম অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গুরুপরম্পরায় ভগবান্ কৃশাশ্বের নিকট সমাগত হইলে, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার নিকট হইতে ঐ সমস্ত মহাস্ত্র পাইয়াছিলেন। পরম কৃপালু রাজর্ষি, সবিশেষ কৃপাপ্রদর্শন পূর্বক, তাড়কানিধনকালে আমায় তৎসমুদয় দিয়াছিলেন। তদবধি, উহারা আমার অধিকারে আছে, তোমার পুত্র হইলে তাহাদের আশ্রয়গ্রহণ করিবেক।

লক্ষ্মণ বলিলেন, দেবি! এ দিকে মিথিলাবৃত্তান্তে দৃষ্টিপাত করুন। সীতা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, তাই ত, ঠিক যেন আর্যপুত্র হরধনু উত্তোলিত করিয়া ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছেন, আর পিতা আমার, বিস্ময়াপন্ন হইয়া, অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন। আ মরি মরি, কি চমৎকার চিত্র করিয়াছে। আবার, এ দিকে বিবাহ-কালীন সভা; সেই সভায় তোমরা চারি ভাই, তৎকালোচিত বেশ ভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া, কেমন শোভা পাইতেছ। চিত্র দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন সেই প্রদেশে ও সেই সময়ে বিদ্যমান রহিয়াছি। শুনিয়া, পূর্ববৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, রাম বলিলেন, প্রিয়ে! যথার্থ বলিয়াছ, যখন মহর্ষি শতানন্দ তোমার কমনীয় কোমল করপল্লব আমার করে সমর্পিত করিয়াছিলেন, যেন সেই সময় বর্তমান রহিয়াছে।

চিত্রপটের স্থলান্তরে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া, লক্ষ্মণ বলিলেন, এই আর্যা, এই আর্যা মাণ্ডবী, এই বধূ শ্রুতকীর্তি; কিন্তু তিনি, লজ্জাবশতঃ, ঊর্মিলার উল্লেখ করিলেন না। সীতা বুঝিতে পারিয়া, কৌতুক করিবার নিমিত্ত, হাস্যমুখে ঊর্মিলার দিকে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিয়া, লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! এ দিকে এ কে চিত্রিত রহিয়াছে? লক্ষ্মণ, কোনও উত্তর না দিয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, দেবি! দেখুন দেখুন, হরশরাসনের ভঙ্গবার্তাশ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া, ক্ষত্রিয়কুলান্তকারী ভগবান্ ভৃগুনন্দন, আমাদের অযোধ্যাগমনপথ রুদ্ধ করিয়া, দণ্ডায়মান আছেন; আর, এ দিকে দেখুন, ভুবনবিজয়ী আর্য, তাঁহার দর্পসংহার করিবার নিমিত্ত, শরাসনে শরসন্ধান করিয়াছেন। রাম আত্মপ্রশংসাবাদ-শ্রবণে অতিশয় লজ্জিত হইতেন, এজন্য বলিলেন, লক্ষ্মণ! এই চিত্রে আর আর নানা দর্শনীয় আছে, ঐ অংশ লইয়া আন্দোলন করিতেছ কেন? সীতা রামবাক্যশ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, নাথ! এমন না হইলে, সংসারের লোকে, একবাক্য হইয়া, আপনার এত প্রশংসা করিবেক কেন?

তৎপরেই অযোধ্যাপ্রবেশকালীন চিত্র নেত্রপথে পতিত হওয়াতে, রাম অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ্গদ বচনে বলিতে লাগিলেন, আমরা বিবাহ করিয়া আসিলে, কত উৎসবে দিনপাত হইয়াছিল; পিতৃদেবের কতই আমোদ, কতই আহ্লাদ; মাতৃদেবীরা, অভিনব বধূদিগকে পাইয়া, কেমন আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন; সতত, তাহাদের প্রতি কতই যত্ন, কতই বা মমতাপ্রদর্শন, করিতেন; রাজভবন নিরন্তর আহ্লাদময় ও উৎসব পূর্ণ হইয়াছিল। হায়! সে সকল কি আহ্লাদের, কি উৎসবের, দিনই গিয়াছে। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য! এই মন্থরা। রাম, মন্থরার নামশ্রবণে অন্তঃকরণে বিরক্ত হইয়া, কোনও উত্তর না দিয়া, অন্য দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ পূর্বক বলিলেন, প্রিয়ে! দেখ দেখ, শৃঙ্গবের নগরে, যে

তাপসতরুর তলে, পরম বন্ধু নিষাদপতির সহিত সমাগম হইয়াছিল, উহা কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে।

সীতা দেখিয়া হর্ষপ্রদর্শন করিয়া বলিলেন, নাথ! এ দিকে জটাবন্ধন ও বল্কলধারণ কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে, দেখুন। লক্ষ্মণ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরা, বৃদ্ধবয়সে, পুত্রহস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া, অরণ্যে বাস করেন; কিন্তু আর্যকে, বাল্যকালেই, কঠোর অরণ্যব্রত অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। অনন্তর, তিনি রামকে বলিলেন, আর্য! মহর্ষি ভরদ্বাজ, আমাদিগকে চিত্রকূটে যাইবার পথ দেখাইয়া দিয়া, যাহার কথা বলিয়াছিলেন, এই সেই কালিন্দীতটবর্তী বটবৃক্ষ। তখন সীতা বলিলেন, কেমন নাথ! এই প্রদেশের কথা মনে হয়? রাম বলিলেন, প্রিয়ে! কেমন করিয়া বিস্মৃত হইব? এই স্থলে তুমি, পথশ্রমে ক্লান্ত ও কাতর হইয়া, আমার বক্ষঃস্থলে মস্তক দিয়া, নিদ্রা গিয়াছিলে।

সীতা অন্য দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিলেন, নাথ! দেখুন দেখুন, এ দিকে আমাদের দক্ষিণারণ্যপ্রবেশ কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। আমার স্মরণ হইতেছে, এই স্থানে আমি সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে নিতান্ত ক্লান্ত হইলে, আপনি, হস্তস্থিত তালবৃন্ত আমার মস্তকের উপর ধরিয়া, আতপনিবারণ করিয়াছিলেন। রাম বলিলেন, প্রিয়ে! এই সেই সকল গিরিতরঙ্গিণীতীরবর্তী তপোবন; গৃহস্থগণ, বানপ্রস্থধর্ম অবলম্বন পূর্বক, সেই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রামসুখসেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য! এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ, আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরমণ্ডলীর যোগে, নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল, ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী, তরঙ্গবিস্তার করিয়া, প্রবল বেগে গমন করিতেছে। রাম বলিলেন, প্রিয়ে! তোমার

স্মরণ হয়, এই স্থানে কেমন মনের সুখে ছিলাম। আমরা কুটীরে থাকিতাম ; লক্ষ্মণ, ইতস্ততঃ পর্যটন করিয়া, আহারোপযোগী ফল মূল প্রভৃতির আহরণ করিতেন ; গোদাবরীতীরে মৃদু মন্দ গমনে ভ্রমণ করিয়া, আমরা, প্রাহ্ণে ও অপরাহ্ণে, শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের সেবন করিতাম। হায়! তেমন অবস্থায় থাকিয়াও, কেমন সুখে সময় অতিবাহিত হইয়াছিল।

লক্ষ্মণ আলেখ্যের অপর অংশে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিয়া বলিলেন, আর্যে! এই পঞ্চবটী, এই শূর্পণখা। মুগ্ধস্বভাবা সীতা, যেন যথার্থই পূর্ব অবস্থা উপস্থিত হইল, এইরূপ ভাবিয়া, ম্লান বদনে বলিলেন, হা নাথ! এই পর্যন্তই দেখা শুনা শেষ হইল। রাম হাস্যমুখে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, অয়ি বিয়োগকাতরে! এ চিত্রপট, বাস্তবিক পঞ্চবটী অথবা পাপীয়সী শূর্পণখা নহে। লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া বলিলেন, কি আশ্চর্য! চিত্রদর্শনে চিরাতীত জনস্থানবৃত্তান্ত বর্তমানবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। দুরাচার মারীচ, হিরণ্ময় মৃগের আকৃতি ধারণ করিয়া, যে অতি বিষম অনর্থ ঘটাইয়াছিল, যদিও সম্পূর্ণ বৈরনির্যাতন দ্বারা তাহার যথোচিত প্রতিবিধান হইয়াছে, তথাপি স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলে মর্মবেদনা প্রদান করে। এই ঘটনার পর, আর্য, মানবসমাগমশূন্য জনস্থান ভূভাগে, বিকলচিত্ত হইয়া, যেরূপ কাতরভাবাপন্ন হইয়াছিলেন ; তাহা অবলোকিত হইলে, পাষাণও দ্রবীভূত হয়, বজ্রেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

সীতা, লক্ষ্মণের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে, মনে মনে বলিতে লাগিলেন, হায়! এ অভাগিনীর জন্যে, আর্যপুত্রকে কতই ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে, রামেরও নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য! চিত্র দেখিয়া, আপনি এত শোকাভিভূত হইতেছেন কেন? রাম বলিলেন,

বৎস! তৎকালে আমার যে বিষম অবস্থা ঘটিয়াছিল, যদি বৈরনির্যাতন-সঙ্কল্প অনুক্ষণ অন্তঃকরণে জাগরূক না থাকিত, তাহা হইলে, আমি, কখনই প্রাণধারণ করিতে পারিতাম না। চিত্রদর্শনে সেই অবস্থার স্মরণ হওয়াতে, বোধ হইল, যেন আমার হৃদয়ের গ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া গেল। তুমি সকলই স্বচক্ষে দেখিয়াছ; এখন অনভিজ্ঞের মত কথা বলিতেছ কেন।

লক্ষ্মণ শুনিয়া কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইলেন; এবং, বিষয়ান্তরের সংঘটন দ্বারা, রামের চিত্তবৃত্তির ভাবান্তরসম্পাদন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া বলিলেন, আর্য! এ দিকে দণ্ডকারণ্যভূভাগ দৃষ্টিগোচর করুন; এই স্থানে দুর্ধর্ষ কবন্ধ রাক্ষসের বাস ছিল; এ দিকে ঋষ্যমূক পর্বতে মতঙ্গ মুনির আশ্রম, এই সেই সিদ্ধ শবরী শ্রমণা; এই এ দিকে পম্পা সরোবর। রাম, পম্পাশব্দ শ্রবণগোচর করিয়া, সীতাকে বলিলেন, প্রিয়ে! পম্পা পরম রমণীয় সরোবর; আমি, তোমার অন্বেষণ করিতে করিতে, পম্পাতীরে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, প্রফুল্ল কমল সকল, মন্দ মারুত দ্বারা ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া, সরোবরের নিরতিশয় শোভাসম্পাদন করিতেছে; উহাদের সৌরভে চতুর্দিক্ আমোদিত হইয়া রহিয়াছে; মধুকরেরা, মধুপানে মত্ত হইয়া, গুন্ গুন্ স্বরে গান করিয়া, উড়িয়া বেড়াইতেছে; হংস, সারস প্রভৃতি বহুবিধ বারিবিহঙ্গগণ, মনের আনন্দে, নির্মল সলিলে কেলি করিতেছে। তৎকালে, আমার নয়নযুগল হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বিনির্গত হইতেছিল; সুতরাং সরোবরের শোভার সম্যক্ অনুভব করিতে পারি নাই; এক ধারা নির্গত ও অপর ধারা উদ্গত হইবার মধ্যে, মুহূর্ত মাত্র নয়নের যে অবকাশ পাইয়াছিলাম, তাহাতেই কেবল এক এক বার অস্পষ্ট অবলোকন করিয়াছিলাম।

সীতা, চিত্রপটের আর এক অংশে দৃষ্টিযোজনা করিয়া, লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! ঐ যে পর্বতে কুসুমিত কদম্বতরুর শাখায়

ময়ূরময়ূরীগণ নৃত্য করিতেছে, আর শীর্ণকলেবর আর্যপুত্র তরুতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, তুমি গলদশ্রু নয়নে উঁহারে ধরিয়া রহিয়াছ, উহার নাম কি ? লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্যে ! ঐ পর্বতের নাম মাল্যবান্ ; মাল্যবান্ বর্ষাকালে অতি রমণীয় স্থান ; দেখুন, নবজলধরমণ্ডলের সহযোগে, শিখরদেশে কি অনির্বচনীয় শোভা সম্পন্ন হইয়াছে। এই স্থানে আর্য একান্ত বিকলচিত্ত হইয়াছিলেন। শুনিয়া, পূর্ব অবস্থা স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, রাম একান্ত আকুলহৃদয় হইয়া বলিলেন, বৎস ! বিরত হও, বিরত হও ; আর তুমি মাল্যবানের উল্লেখ করিও না ; শুনিয়া, আমার শোকসাগর, অনিবার্য বেগে, উথলিয়া উঠিতেছে ; জানকীর বিরহ পুনরায় নবীভাব অবলম্বন করিতেছে। এই সময়ে, সীতার আলস্যলক্ষণ আবির্ভূত হইল। তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য ! আর চিত্রদর্শনের প্রয়োজন নাই ; আর্যা জানকীর ক্লান্তিবোধ হইয়াছে। এক্ষণে উঁহার বিশ্রামসুখসেবা আবশ্যক ; আমি প্রস্থান করি, আপনারা বিশ্রামভবনে গমন করুন।

এই বলিয়া বিদায় লইয়া, লক্ষ্মণ প্রস্থানোন্মুখ হইলে, সীতা রামকে বলিলেন, নাথ ! চিত্র দেখিতে দেখিতে, আমার এক অভিলাষ জন্মিয়াছে, আপনাকে তাহা পূর্ণ করিতে হইবেক। রাম বলিলেন, প্রিয়ে ! কি অভিলাষ বল, অবিলম্বেই সম্পাদিত হইবেক। তখন সীতা বলিলেন, আমার অভিলাষ এই, পুনর্বার মুনিপত্নীদিগের সহিত সমাগত হইয়া, তপোবনে বিহার ও নির্মল ভাগীরথীসলিলে অবগাহন করিব। সীতার অভিলাষ শ্রবণগোচর করিয়া, রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস ! এই মাত্র গুরুজন আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন, জানকী যখন যে অভিলাষ করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিতে হইবেক। অতএব, গমনের উপযোগী আয়োজন কর ; কল্য প্রভাতেই, ইনি অভিলষিত প্রদেশে প্রেরিত হইবেন। সীতা সাতিশয় হর্ষিত হইয়া বলিলেন, নাথ ! আপনিও সঙ্গে

যাবেন। রাম বলিলেন, অয়ি মুগ্ধে! তাহাও কি আবার তোমারে বলিতে হইবেক। আমি কি, তোমায় নয়নের অন্তরাল করিয়া, এক মুহূর্তও সুস্থ হৃদয়ে থাকিতে পারিব? তৎপরে সীতা, সস্মিত মুখে, লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, বৎস! তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবেক। তিনি, যে আজ্ঞা বলিয়া, গমনের উপযোগী আয়োজন করিবার নিমিত্ত, প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লক্ষ্মণ নিষ্ক্রান্ত হইলে পর, রাম ও সীতা, বিশ্রামভবনে প্রবেশ করিয়া, অসঙ্কুচিত ভাবে, অশেষবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, সীতার নিদ্রাকর্ষণের উপক্রম হইল। তখন রাম বলিলেন, প্রিয়ে! যদি ক্লান্তিবোধ হইয়া থাকে, আমার গলদেশে ভুজলতা অর্পিত করিয়া, ক্ষণকাল বিশ্রাম কর। সীতা, কোমল বাহুবল্লী দ্বারা, রামের গলদেশ অবলম্বন করিলে, তিনি অনির্বচনীয় স্পর্শসুখের অনুভব করিয়া বলিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! তোমার বাহুলতার স্পর্শে, আমার সর্ব শরীরে যেন অমৃতধারার বর্ষণ হইতেছে, ইন্দ্রিয় সকল অভূতপূর্ব রসাবেশে অবশ হইয়া আসিতেছে, চেতনা বিলুপ্তপ্রায় হইতেছে; অকস্মাৎ আমার নিদ্রাবেশ, কি মোহাবেশ, উপস্থিত হইল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সীতা, রামমুখবিনিঃসৃত অমৃতায়মান বচনপরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া, হাস্যমুখে বলিলেন, নাথ! আপনি চিরানুকূল ও স্থিরপ্রসাদ। যাহা শুনিলাম, ইহা অপেক্ষা, স্ত্রীলোকের পক্ষে, আর কি সৌভাগ্যের বিষয় হইতে পারে প্রার্থনা এই, যেন চির দিন এইরূপ স্নেহ ও অনুগ্রহ থাকে।

সীতার মৃদু মধুর মোহন বাক্য কর্ণগোচর করিয়া, রাম বলিলেন, প্রিয়ে! তোমার কথা শুনিলে, শরীর শীতল হয়, কর্ণকুহর অমৃতরসে অভিষিক্ত হয়, ইন্দ্রিয় সকল বিমোহিত হয়, অন্তঃকরণের সজীবতা সম্পাদিত হয়। সীতা লজ্জিত হইয়া বলিলেন, নাথ! এই নিমিত্তই সকলে আপনাকে প্রিয়ংবদ বলে। যাহা হউক, অবশেষে এ অভাগিনীর যে এত সৌভাগ্য ঘটিবেক, ইহা স্বপ্নের অগোচর। এই বলিয়া, সীতা শয়নের নিমিত্ত উৎসুক হইলে, রাম বলিলেন, প্রিয়ে! এখানে অন্যবিধ শয্যার সঙ্গতি নাই; অতএব, যে অনন্যসাধারণ রামবাহু, বিবাহসময় অবধি, কি গৃহে, কি বনে, কি শৈশবে, কি যৌবনে, উপাধানস্থানীয় হইয়া আসিয়াছে, আজও সেই তোমার উপাধানকার্য সম্পন্ন করুক। এই বলিয়া, রাম বাহু প্রসারিত করিলেন; সীতা, তদুপরি মস্তক বিন্যস্ত করিয়া, তৎক্ষণাৎ নিদ্রাগত হইলেন।

রাম, স্নেহভরে কিয়ৎ ক্ষণ সীতার মুখনিরীক্ষণ করিয়া, প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে বলিতে লাগিলেন, কি চমৎকার! যখনই প্রিয়ার বদনসুধাকরে দৃষ্টিপাত করি, তখনই আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ ও অন্তরাত্মা অনির্বচনীয় আনন্দরসে আপ্লুত হয়। ফলতঃ, ইনি গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা, নয়নের রসাঞ্জনরূপিণী; ইঁহার স্পর্শ চন্দনরসে অভিষেকস্বরূপ; বাহুলতা, কণ্ঠদেশে বিনিবেশিত হইলে, শীতল মসৃণ মৌক্তিক হারের কার্য করে। কি আশ্চর্য! প্রিয়ার সকলই অলৌকিক প্রীতিপ্রদ। রাম মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে সীতা, নিদ্রাবেশে বলিয়া উঠিলেন, হা নাথ! কোথায় রহিলে।

সীতার স্বপ্নভাষিত শ্রবণগোচর করিয়া, রাম বলিতে লাগিলেন, কি চমৎকার! চিত্রদর্শনে, প্রিয়ার অন্তঃকরণে যে অতীত বিরহভাবনার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাই, স্বপ্নে অস্তিত্ব পরিগ্রহ করিয়া, যাতনা প্রদান করিতেছে। এই বলিয়া, সীতার গাত্রে হস্তাবর্তন করিতে করিতে, রাম;

প্রেমভরে প্রফুল্লকলেবর হইয়া, বলিতে লাগিলেন, আহা! অকৃত্রিম প্রেম কি পরম পদার্থ! কি সুখ, কি দুঃখ, কি সম্পত্তি, কি বিপত্তি, কি যৌবন, কি বার্ধক্য, সকল অবস্থাতেই একরূপ ও অবিকৃত। ঈদৃশ প্রণয়সুখের অধিকারী হওয়া অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, এরূপ প্রণয় জগতে নিতান্ত বিরল ও একান্ত দুর্লভ; যদি এত বিরল ও এত দুর্লভ না হইত, সংসারে সুখের সীমা থাকিত না।

রামের বাক্য সমাপ্ত না হইতেই, প্রতীহারী, সম্মুখে আসিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! দুর্মুখ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, কি আজ্ঞা হয়। দুর্মুখ অন্তঃপুরচারী অতি বিশ্বস্ত ভৃত্য। রাম, নূতন রাজ্যশাসন বিষয়ে প্রজাগণের অভিপ্রায় অবগত হইবার নিমিত্ত, তাহাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সে, প্রতি দিন, প্রচ্ছন্ন ভাবে, ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করিত, এবং যে দিন যাহা জানিতে পারিত, রামের গোচর করিয়া যাইত। এক্ষণে উহাকে সমাগত শুনিয়া, রাম প্রতীহারীকে বলিলেন, ত্বরায় উহারে আমার নিকটে আসিতে বল। দুর্মুখ আসিয়া, প্রণাম করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। রাম, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হে দুর্মুখ! আজ কি জানিতে পারিয়াছ, বল? দুর্মুখ বলিল, মহারাজ! কি পৌরগণ, কি জানপদগণ, সকলেই বলে, আমরা রামরাজ্যে পরম সুখে আছি।

এই কথা শুনিয়া, রাম বলিলেন, তুমি প্রতি দিনই প্রশংসাবাদের সংবাদ দিয়া থাক; যদি কেহ কোনও দোষকীর্তন করিয়া থাকে, বল, তাহা হইলে প্রতিবিধানে যত্নবান্ হই; আমি, স্তুতিবাদশ্রবণবাসনায় তোমায় অনুসন্ধান করিতে পাঠাই নাই। দুর্মুখ, অন্য অন্য দিন, স্তুতিবাদ মাত্র শুনিয়া আসিত, সুতরাং, যাহা শুনিত, তাহাই অকপটে রামের নিকট জানাইত। সে দিবস, সীতাসংক্রান্ত দোষকীর্তন শুনিয়া, অপ্রিয়সংবাদ-প্রদান অনুচিত, এই বিবেচনায়, গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে,

রাম দোষকীর্তনকথার উল্লেখ করিবামাত্র, সে চকিত ও হতবুদ্ধি হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল ; পরে, কথঞ্চিৎ বুদ্ধি স্থির করিয়া, শুষ্ক মুখে বিকৃত স্বরে বলিল, না মহারাজ! আমি কোনও দোষকীর্তন শুনিতে পাই নাই। সে এইরূপে অপলাপ করিল বটে ; কিন্তু, তাহার আকারপ্রকার দর্শনে, রামের অন্তঃকরণে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল। তখন তিনি, সাতিশয় চলচিত্ত হইয়া, আকুল বচনে বলিতে লাগিলেন, তুমি অবশ্যই দোষকীর্তন শুনিয়াছ, অপলাপ করিতেছ কেন ? কি শুনিয়াছ বল, বিলম্ব করিও না ; না বলিলে, আমি যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইব, এবং, এ জন্মে, আর তোমার মুখাবলোকন করিব না।

রামের নির্বন্ধাতিশয় দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, দুর্মুখ মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, আমি কি বিষম সঙ্কটে পড়িলাম! কি রূপে রাজমহিষীসংক্রান্ত জনাপবাদ মহারাজের গোচর করিব ? আমি অতি হতভাগ্য, নতুবা এরূপ কার্যের ভারগ্রহণ করিব কেন ? কিন্তু যখন, অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া, ভারগ্রহণ করিয়াছি, তখন প্রভুর নিকটে, অকপটে, প্রকৃত কথাই বলা উচিত। এই স্থির করিয়া, সে কম্পিতকলেবর হইয়া বলিল, মহারাজ! যদি আমায় সকল কথা যথার্থ বলিতে হয়, আপনি গাত্রোত্থান করিয়া গৃহান্তরে চলুন ; আমি সে সকল কথা, প্রাণান্তেও, এখানে বলিতে পারিব না। রাম শুনিবার নিমিত্ত, এত উৎসুক হইয়াছিলেন যে, সীতার জাগরণ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলেন না ; আস্তে আস্তে, আপন হস্ত হইতে তাঁহার মস্তক নামাইলেন, এবং, দুর্মুখকে সমভিব্যাহারে লইয়া, সত্বর সন্নিহিত গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন।

এইরূপে গৃহান্তরে উপস্থিত হইয়া, রাম, সাতিশয় ব্যগ্রতাপ্রদর্শন পূর্বক, দুর্মুখকে বলিলেন, বিলম্ব করিও না, কি শুনিয়াছ, বিশেষ করিয়া বল ; তোমার আকার প্রকার দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণে নানা সংশয় উপস্থিত হইতেছে। সে বলিল, মহারাজ! যে সর্বনাশের কথা শুনিয়াছি, তাহা

মহারাজের নিকট বলিতে হইবেক এই মনে করিয়া, আমার সর্ব শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। কিন্তু যখন, পূর্বাপর পর্যালোচনা না করিয়া ওরূপ কার্যের ভার লইয়াছি, তখন অবশ্যই বলিতে হইবেক। আমি যেরূপ শুনিয়াছি, নিবেদন করিতেছি, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। মহারাজ! প্রায় সকলেই, একবাক্য হইয়া, অশেষ প্রকারে, সুখ্যাতি করিয়া বলে, আমরা রামরাজ্যে পরম সুখে বাস করিতেছি; কোনও রাজা, কোশল দেশে, শাসনের এরূপ সুপ্রণালী প্রবর্তিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু, কেহ কেহ, রাজমহিষীর উল্লেখ করিয়া, কুৎসা করিয়া থাকে। তাহারা বলে, আমাদের রাজার চিত্ত বড় নির্বিকার; একাকিনী সীতা এত কাল রাবণগৃহে রহিলেন; তিনি, তাহাতে কোনও দ্বৈধ বা দোষবোধ না করিয়া, অনায়াসে তাঁহারে গৃহে আনিলেন। অতঃপর, আমাদের গৃহে স্ত্রীলোকদিগের চরিত্রে দোষ ঘটিলে, তাহাদের শাসন করা সহজ হইবেক না; শাসন করিতে গেলে, তাহারা, রাজমহিষীর উল্লেখ করিয়া, আমাদিগকে নিরুত্তর করিবেক। অথবা, রাজা ধর্মাধর্মের কর্তা; তিনি যে ধর্ম অনুসারে চলিবেন, আমরা প্রজা, আমাদিগকেও, সেই ধর্ম অবলম্বন করিয়া, চলিতে হইবেক। মহারাজ! যাহা শুনিয়াছিলাম, অবিকল নিবেদন করিলাম, আমার অপরাধ মার্জনা করিবেন। হা বিধাতঃ! এত দিনের পর, তুমি আমার দুর্মুখনাম অন্বর্থ করিয়া দিলে। এই বলিয়া, বিদায় লইয়া, রোদন করিতে করিতে, দুর্মুখ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

দুর্মুখমুখে সীতাসংক্রান্ত অপবাদবৃত্তান্ত শ্রবণগোচর করিয়া, রাম, হা হতোহস্মি বলিয়া, ছিন্ন তরুর ন্যায়, ভূতলে পতিত হইলেন, এবং গলদশ্রু লোচনে, আকুল বচনে, বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হায়, কি সর্বনাশের কথা শুনিলাম! ইহা অপেক্ষা, আমার বক্ষঃস্থলে বজ্রাঘাত হওয়া ভাল ছিল। কি জন্যে এখনও জীবিত রহিয়াছি? আমি

নিতান্ত হতভাগ্য ; নতুবা, কি নিমিত্তে, উপস্থিত রাজ্যাধিকারে বিসর্জন দিয়া, আমায় বনবাস আশ্রয় করিতে হইয়াছিল ? কি নিমিত্তেই দুর্বৃত্ত দশানন, পঞ্চবটীতে প্রবেশ পূর্বক, প্রাণপ্রিয়া জানকীরে লইয়া গিয়া, নির্মল রঘুকুল অভূতপূর্ব অপবাদে দূষিত করিয়াছিল ! কি নিমিত্তেই বা, সেই অপবাদ, অদ্ভুত উপায় দ্বারা নিঃসংশয়িতরূপে অপসারিত হইয়াও, দৈব-দুর্বিপাক বশতঃ পুনর্বার নবীভূত হইয়া, সর্বতঃ সঞ্চারিত হইবেক ! সর্বথা, আমার জন্মগ্রহণ ও শরীরধারণ দুঃখভোগের নিমিত্তেই নিরূপিত হইয়াছিল। এখন কি করি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এই লোকাপবাদ দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে, অমূলক বলিয়া, এই অপবাদে উপেক্ষা প্রদর্শন করি ; অথবা, এ জন্মের মত নিরপরাধা জানকীরে বিসর্জন দিয়া, কুলের কলঙ্কবিমোচন করি ; কি করি, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। কেহ কখনও আমার মত উভয় সঙ্কটে পড়ে না।

এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, রাম, কিয়ৎ ক্ষণ, অধোদৃষ্টিতে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন ; অনন্তর দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ পূর্বক বলিলেন, অথবা এ বিষয়ে আর কর্তব্যাকর্তব্যবিবেচনার প্রয়োজন নাই। যখন রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি, সর্বোপায়ে লোকরঞ্জন করাই আমার কর্তব্য কর্ম ও প্রধান ধর্ম ; সুতরাং, জানকীরেই বিসর্জন দিতে হইল। হা হত বিধে ! তোমার মনে এই ছিল। এই বলিয়া, রাম মূর্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে চেতনাসঞ্চার হইলে, রাম নিতান্ত করুণ স্বরে বলিতে লাগিলেন, যদি আর আমার চেতনা না হইত, আমার পক্ষে সর্বাংশে শ্রেয়স্কর হইত ; নিরপরাধা জানকীরে বিসর্জন দিয়া, দুরপনেয় পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইত না। এই মাত্র, অষ্টাবক্রের সমক্ষে, প্রতিজ্ঞা করিলাম, যদি লোকরঞ্জনের অনুরোধে, জানকীরেও বিসর্জন দিতে হয়, তাহাও করিব। এরূপ ঘটিবেক বলিয়াই কি, আমার মুখ হইতে তাদৃশ বিষম

প্রতিজ্ঞাবাক্য নিঃসৃত হইয়াছিল! হা প্রিয়ে জানকি! হা প্রিয়বাদিনি! হা রামময়জীবিতে! হা অরণ্যবাসসহচরি! পরিণামে তোমার যে এরূপ অবস্থা ঘটিবেক, তাহা স্বপ্নের অগোচর। তুমি এমন দুরাচারের, এমন নরাধমের, এমন হতভাগ্যের হস্তে পড়িয়াছিলে, যে, কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তেও, তোমার ভাগ্যে সুখভোগ ঘটিয়া উঠিল না। তুমি, চন্দনতরুবোধে, দুর্বিপাক বিষবৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলে। আমি পরম পবিত্র রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে; কিন্তু আচরণে চণ্ডাল অপেক্ষা সহস্র গুণে অধম; নতুবা, বিনা অপরাধে, তোমায় বিসর্জন দিতে উদ্যত হইব কেন? হায়! যদি এই মু হূর্তে আমার প্রাণবিয়োগ ঘটে, তাহা হইলে, আমি পরিত্রাণ পাই। আর বাঁচিয়া ফল কি; আমার জীবিতপ্রয়োজন পর্যবসিত হইয়াছে; জগৎ শূন্য ও জীর্ণ অরণ্যপ্রায় প্রতীয়মান হইতেছে।

এইরূপ বলিতে বলিতে, একান্ত আকুলহৃদয় ও কম্পমানকলেবর হইয়া, রাম কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; অনন্তর, দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে, হায়! কি হইল বলিয়া, নিরতিশয় কাতর বাক্যে বলিতে লাগিলেন,—হা মাতঃ! হা তাত জনক! হা দেবি বসুন্ধরে! হা ভগবতি অরুন্ধতি! হা কুলগুরো বশিষ্ঠ! হা ভগবন্ বিশ্বামিত্র! হা প্রিয়বন্ধো বিভীষণ! হা পরমোপকারিন্ সখে সুগ্রীব! হা বৎস অঞ্জনাহৃদয়নন্দন! তোমরা কোথায় রহিয়াছ, কিছুই জানিতে পারিতেছ না; এখানে দুরাত্মা রাম তোমাদের সর্বনাশে উদ্যত হইয়াছে। অথবা, আর আমি তাদৃশ মহাত্মাদিগের নামগ্রহণে অধিকারী নহি; আমার ন্যায় মহাপাতকী নামগ্রহণ করিলে, নিঃসন্দেহ তাঁহাদের পাপস্পর্শ হইবেক। আমি যখন সরলহৃদয়া, শুদ্ধচারিণী, পতিপ্রাণা কামিনীরে, নিতান্ত নিরপরাধা জানিয়াও অনায়াসে বিসর্জন দিতে উদ্যত হইয়াছি, তখন আমা অপেক্ষা মহাপাতকী আর কে আছে? হা রামময়জীবিতে! পাষাণময় নৃশংস রাম হইতে, পরিণামে তোমার যে এরূপ দুর্গতি ঘটিবেক, তাহা তুমি স্বপ্নেও

ভাব নাই। নিঃসন্দেহ, রামের হৃদয় বজ্রলেপময়, নতুবা এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না কেন? অথবা, বিধাতা, জানিয়া শুনিয়াই, আমায় ঈদৃশ কঠিনহৃদয় করিয়াছেন; তাহা না হইলে, অনায়াসে এরূপ নৃশংস কর্ম সম্পন্ন করিতে পারিব কেন?

এই বলিয়া, গলদশ্রু নয়নে, বিশ্রামভবনে প্রতিগমন পূর্বক, রাম, নিদ্রাভিভূতা সীতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন; এবং, অঞ্জলিবন্ধন পূর্বক, সাতিশয় করুণ স্বরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে! হতভাগ্য রাম, এ জন্মের মত, বিদায় লইতেছে। এই বলিয়া, দুর্বিষহ শোকদহনে দগ্ধহৃদয় হইয়া, রাম গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং, অনুজগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্তব্যনিরূপণের নিমিত্তে, মন্ত্রভবন অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাম, মন্ত্রভবনে প্রবিষ্ট হইয়া, রাজাসনে উপবিষ্ট হইলেন, এবং সন্নিহিত পরিচারক দ্বারা, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, তিন জনকে, সত্বর উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, ডাকিয়া পাঠাইলেন। দিবাবসানসময়ে, আর্য জনকতনয়া-সহবাসে কালযাপন করেন, ঈদৃশ সময়ে, মন্ত্রভবনে গমন করিয়া, অকস্মাৎ আমাদিগের আহ্বান করিলেন কেন, ইহার কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, ভরতপ্রভৃতি সাতিশয় সন্দিহান ও আকুলহৃদয় হইলেন, এবং, মনে মনে নানা বিতর্ক করিতে করিতে, সত্বরগমনে মন্ত্রভবনে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, রাম, করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া, একাকী উপবিষ্ট আছেন, মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন; নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল নির্গত হইতেছে। অগ্রজের তাদৃশী দশা দৃষ্টিগোচর করিয়া, অনুজেরা বিষাদসাগরে মগ্ন হইলেন, এবং, কি কারণে

তিনি এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছেন, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া, সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। অতি বিষম অনিষ্টসজ্ঘটনের আশঙ্কা করিয়া, তিন জনের মধ্যে, কাহারও এরূপ সাহস হইল না যে, কারণ জিজ্ঞাসা করেন। অবশেষে, তাঁহারাও তিন জনে, ঘোরতর বিপৎপাত স্থির করিয়া, এবং রামের তাদৃশী দশা দর্শনে নিতান্ত কাতর-ভাবাপন্ন হইয়া, অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, রাম, উচ্ছলিত শোকাবেগের কথঞ্চিৎ সংবরণ ও নয়নের অশ্রুধারা মার্জন করিয়া, সস্নেহ সম্ভাষণ পূর্বক, অনুজদিগকে সম্মুখদেশে বসিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা, আসনে উপবেশন করিয়া, কাতর ভাবে, রামচন্দ্রের নিতান্ত নিষ্প্রভ মুখচন্দ্রে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিলেন। রামের নয়নযুগল হইতে, প্রবলবেগে, বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে তাঁহারাও, যৎপরোনাস্তি শোকাভিভূত হইয়া, প্রভূত বাষ্পবারি বিমোচিত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, লক্ষ্মণ, আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, বিনয়পূর্ণ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, আর্য! আপনকার এই অবস্থা দেখিয়া, আমরা ম্রিয়মাণ হইয়াছি। ভবদীয় ভাব দর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, অবশ্যই কোনও অপ্রতিবিধেয় অনিষ্টসজ্ঘটন হইয়াছে। গভীর জলধি, কখনও, অল্প কারণে আকুলিত হয় না; সামান্য বায়ুবেগের প্রভাবে, হিমাচল কদাচ বিচলিত হইতে পারে না। অতএব, কি কারণে, আপনি এরূপ কাতরভাবাপন্ন হইয়াছেন, তাহার সবিশেষ নির্দেশ করিয়া, আমাদের প্রাণরক্ষা করুন। আপনকার মুখারবিন্দ সায়ংকালের কমল অপেক্ষাও ম্লান, ও প্রভাতসময়ের শশধর অপেক্ষাও নিষ্প্রভ লক্ষিত হইতেছে। ত্বরায় বলুন, আর বিলম্ব করিবেন না; আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

লক্ষ্মণ, এইরূপ আগ্রহাতিশয় সহকারে, কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, রামচন্দ্র অতি দীর্ঘনিশ্বাসভার পরিত্যাগ পর্বক, দুর্বহ শোকভরে অভিভূত হইয়া,

নিতান্ত কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন, বৎস ভরত! বৎস লক্ষ্মণ! বৎস শত্রুঘ্ন! তোমরা আমার জীবন, তোমরা আমার সর্বস্ব ধন, তোমাদের নিমিত্তই আমি দুর্বহ রাজ্যভারের দুঃসহ বহনক্লেশ সহ্য করিতেছি। হিতসাধনে বা অহিতনিবারণে তোমরাই আমার প্রধান সহায়। আমি বিষম বিপদে পড়িয়াছি, এবং সেই বিপদ্ হইতে উদ্ধারলাভের অভিপ্রায়ে, তোমাদিগকে অসময়ে সমবেত করিয়াছি। আপতিত অনিষ্টের নিবারণোপায় একমাত্র আছে। আমি, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে, সেই উপায় অবলম্বন করাই সর্বতোভাবে বিধেয় বোধ করিয়াছি। তোমরা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর; সকল বিষয়ের সবিশেষ সমস্ত তোমাদের গোচর করিয়া, সমুচিত অনুষ্ঠান দ্বারা, উপস্থিত বিপৎপাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব।

এই বলিয়া, রাম বিরত হইলেন, এবং পুনর্বার, প্রবল বেগে, অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। অনুজেরা, তদ্দর্শনে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর কাতর হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, আর্যের ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, অবশ্যই অতি বিষম অনর্থপাত ঘটিয়াছে; না জানি কি সর্বনাশের কথাই বলিবেন। কিন্তু, অনুভবশক্তি দ্বারা কিছুরই অনুধাবন করিতে না পারিয়া, শ্রবণের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া, তাঁহারা, একান্ত আকুল হৃদয়ে, তদীয় বদনে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিলেন।

রাম, কিয়ৎ ক্ষণ, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, অনন্তর, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, ভ্রাতৃগণ! শ্রবণ কর; আমাদের পূর্বে ইক্ষ্বাকুবংশে যে মহানুভব নরপতিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অপ্রতিহত প্রভাবে প্রজাপালন, ও অশেষবিধ অলৌকিক কর্মসমুদয়ের অনুষ্ঠান দ্বারা, এই পরম পবিত্র রাজবংশকে ত্রিলোকবিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। আমার মত হতভাগ্য আর নাই; আমি জন্মগ্রহণ করিয়া সেই চিরপবিত্র ত্রিলোকবিখ্যাত বংশকে দুষ্পরিহর কলঙ্কপঙ্কে লিপ্ত

করিয়াছি। লক্ষ্মণ! তোমার কিছুই অবিদিত নাই। যৎকালে, আমরা তিন জনে পঞ্চবটীতে অবস্থিতি করি, দুর্বৃত্ত দশানন, আমাদের অনুপস্থিতিকালে, বলপূর্বক, সীতারে আপন আলয়ে লইয়া যায়। সীতা একাকিনী, সেই দুর্বৃত্তের আলয়ে, দীর্ঘকাল অবস্থিতি করেন। অবশেষে আমরা, সুগ্রীবের সহায়তায়, দুরাচারের সমুচিত শাস্তিবিধান করিয়া, সীতার উদ্ধারসাধন করি। অমি সেই একাকিনী পরগৃহবাসিনী সীতারে লইয়া গৃহে রাখিয়াছি ; ইহাতে পৌরগণ ও জানপদবর্গ অসন্তোষ-প্রদর্শন ও কলঙ্ককীর্তন করিতেছে। এজন্য, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, জানকীরে আর গৃহে রাখিব না। সর্ব প্রযত্নে প্রজারঞ্জন রাজার পরম ধর্ম। যদি তাহাতে কৃতকার্য হইতে না পারি, নিতান্ত অনার্যের ন্যায়, বৃথা জীবনধারণের ফল কি বল। এক্ষণে, তোমরা, প্রশস্ত মনে, অনুমোদন কর ; তাহা হইলে আমি উপস্থিত সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাই।

অগ্রজের এই কথা শ্রবণগোচর করিয়া, অনুজেরা যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইলেন ; এবং, ভয়ে ও বিস্ময়ে একান্ত অভিভূত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ, অধোমুখে মৌনভাবে অবস্থিতি করিলেন। পরিশেষে, লক্ষ্মণ, অতি কাতর স্বরে, বিনীত ভাবে, নিবেদন করিলেন, আর্য! আপনি যখন যে আজ্ঞা করিয়াছেন, আমরা কখনও তাহাতে দ্বিরুক্তি বা আপত্তি করি নাই ; এক্ষণেও, আমরা আপনকার আজ্ঞা-প্রতিরোধে প্রবৃত্ত নহি। কিন্তু, আপনকার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া, আমাদের প্রাণপ্রয়াণের উপক্রম হইয়াছে। আমরা যে, আপনকার নিকটে আসিয়া, এরূপ সর্বনাশের কথা শুনিব, এক মুহূর্তের নিমিত্তে, আমাদের অন্তঃকরণে সে আশঙ্কার উদয় হয় নাই। যাহা হউক, এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে, যদি অনুমতি প্রদান করেন, নিবেদন করি।

লক্ষ্মণের এই বিনয়পূর্ণ কাতর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, রাম বলিলেন, বৎস! যা বলিতে ইচ্ছা হয়, স্বচ্ছন্দে বল। তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য!

জানকী একাকিনী রাবণগৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, যথার্থ বটে ; এবং রাবণও অতি দুর্বৃত্ত, তাহার কোনও সংশয় নাই। কিন্তু, দুরাচারের সমুচিত শাস্তি-বিধানের পর, আর্যা আপনকার সম্মুখে আনীত হইলে, আপনি, লোকাপবাদভয়ে, প্রথমতঃ, গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন ; পরে, অলৌকিক পরীক্ষা দ্বারা, তিনি শুদ্ধাচারিণী বলিয়া নিঃসংশয়িতরূপে স্থিরীকৃত হইলে, তাঁহারে গৃহে আনিয়াছেন। সে পরীক্ষাও সর্বজনসমক্ষে সমাহিত হইয়াছিল। আমরা উভয়ে, আমাদের সমস্ত সেনা ও সেনাপতিগণ, এবং যাবতীয় দেবগণ, দেবর্ষিগণ, ও মহর্ষিগণ পরীক্ষাকালে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই, সাধুবাদ প্রদানপূর্বক, আর্যা একান্ত শুদ্ধচারিণী বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। সুতরাং, তাঁহারে আর পরগৃহবাসনিবন্ধন অপবাদে দূষিত করিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব, আপনি কি কারণে এক্ষণে এরূপ বিষম প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না। অমূলক লোকাপবাদ শুনিয়া, ভবাদৃশ মহানুভাবদিগের বিচলিত হওয়া উচিত নহে। সামান্য লোকের ন্যায় অন্যায় বিবেচনা নাই। তাহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা অতি সামান্য ; যাহা তাহাদের মনে উদিত হয়, তাহাই বলে ; এবং যাহা শুনে, সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা না করিয়া, প্রকৃত ঘটনা বলিয়া তাহাতেই বিশ্বাস করে। তাহাদের কথায় আস্থা করিতে গেলে, সংসারযাত্রা সম্পন্ন হয় না। আর্যা যে সম্পূর্ণ শুদ্ধচারিণী, সে বিষয়ে, অন্ততঃ আমি যত দূর জানি, আপনকার অন্তঃকরণে অণুমাত্র সংশয় নাই ; এবং, অলৌকিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি আপন শুদ্ধচারিতার যে অসংশয়িত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে কাহারও অন্তঃকরণে অণুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। এমন স্থলে, আর্যাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিলে, লোকে আমাদিগকে নিতান্ত অপদার্থ স্থির করিবেক ; এবং ধর্মতঃ বিবেচনা করিতে গেলে, আমাদিগকে দুরপনেয় পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইবেক। অতএব, আপনি সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া কার্যাবধারণ করুন।

আমরা আপনকার একান্ত আজ্ঞাবহ; যে আজ্ঞা করিবেন, তাহাই, অসন্দিহান চিত্তে শিরোধার্য করিব।

এই বলিয়া, লক্ষ্মণ বিরত হইলেন। রাম, কিয়ৎ ক্ষণ, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, বৎস! সীতা যে একান্ত শুদ্ধচারিণী, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই; সামান্য লোকে যে, কোনও বিষয়ের সবিশেষ অনুধাবন না করিয়া, যাহা শুনে, বা যাহা তাহাদের মনে উদিত হয়, তাহাতেই বিশ্বাস করে ও তাহারই আন্দোলন করে, তাহাও বিলক্ষণ জানি। কিন্তু, এ বিষয়ে প্রজাদিগের কিছুমাত্র দোষ নাই; আমাদের অপরিণামদর্শিতা ও অবিমৃশ্যকারিতা দোষেই, এই বিষম সর্বনাশ ঘটিতেছে। যদি আমরা, অযোধ্যায় আসিয়া, সমবেত পৌরগণ ও জানপদবর্গ সমক্ষে, জানকীর পরীক্ষা করিতাম, তাহা হইলে তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে তৎসংক্রান্ত সকল সংশয় অপসারিত হইত। সীতা, অলৌকিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, স্বীয় শুদ্ধচারিতার অসংশয়িত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন বটে; কিন্তু, সেই পরীক্ষার যথার্থতা বিষয়ে প্রজালোকের সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই। বোধ করি, অনেকে পরীক্ষাব্যাপারের বিন্দু বিসর্গ অবগত নহে। সুতরাং, সীতার চরিত্র বিষয়ে তাহাদের সংশয় দূর হয় নাই। বিশেষতঃ, রাবণের চরিত্র, ও বহু কাল একাকিনী সীতার তদীয় আলয়ে অবস্থান, এই দুই বিষয়ের বিবেচনা করিলে, সীতার চরিত্র বিষয়ে সন্দিহান হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে। অতএব, আমি প্রজাদিগকে কোনও অংশে দোষ দিতে পারি না! আমারই অদৃষ্টবৈগুণ্যবশতঃ, এই উপদ্রব উপস্থিত হইতেছে। আমি যদি রাজ্যের ভারগ্রহণ না করিতাম; এবং, ধর্ম সাক্ষী করিয়া, প্রজারঞ্জন-প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ না হইতাম, তাহা হইলে, অমূলক লোকাপবাদে অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিয়া, নিরুদ্বেগে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতাম। যদি রাজা হইয়া প্রজারঞ্জন করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে জীবনধারণের ফল কি? দেখ, প্রজালোকে, সীতা অসতী

বলিয়া, সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে; তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে সেই সিদ্ধান্ত অপসারিত করা কোনও মতে সম্ভাবিত নহে। সুতরাং, সীতাকে গৃহে রাখিলে, তাহারা আমারে অসতীসংসর্গী বলিয়া ঘৃণা করিবেক। যাবজ্জীবন ঘৃণাস্পদ হওয়া অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল। আমি, প্রজারঞ্জনের অনুরোধে, প্রাণত্যাগে পরাঙ্মুখ নহি; তোমরা আমার প্রাণাধিক; যদি ঐ অনুরোধে তোমাদিগেরও সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও কাতর নহি; সে বিবেচনায়, সীতাপরিত্যাগ তাদৃশ দুরূহ ব্যাপার নহে। অতএব, তোমরা যত বল না কেন, ও যত অন্যায় হউক না কেন, আমি, সীতাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া, কুলের, কলঙ্কবিমোচন করিব, নিশ্চয় করিয়াছি। যদি তোমাদের আমার উপর দয়া ও স্নেহ থাকে, এ বিষয়ে আর আপত্তি উত্থাপিত করিও না। হয় সীতাপরিত্যাগ, নয় প্রাণপরিত্যাগ করিব, ইহার একতর পক্ষ স্থির সিদ্ধান্ত জানিবে।

এই বলিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, রাম কিয়ৎ ক্ষণ, অশ্রুপূর্ণ নয়নে, অবনত বদনে, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! অন্তঃকরণ হইতে সকল ক্ষোভ দূর করিয়া, আমার আদেশ প্রতিপালন কর। ইতঃপূর্বেই, সীতা তপোবনদর্শনের অভিলাষ করিয়াছেন; সেই ব্যপদেশে, তুমি তাঁহারে লইয়া গিয়া মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া আইস; তাহা হইলে আমার প্রীতিসম্পাদন করা হয়। এ বিষয়ে আপত্তি করিলে, আমি যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইব। তুমি কখনও আমার আজ্ঞালঙ্ঘন কর নাই। অতএব বৎস! কল্য প্রভাতেই, মদীয় আদেশের অনুযায়ী কার্য করিবে, কোনও মতে অন্যথা করিবে না। আর, আমার সবিশেষ অনুরোধ এই, আমি যে তাঁহারে, এ জন্মের মত, বিসর্জন দিলাম, ভাগীরথী পার হইবার পূর্বে, জানকী যেন, কোনও অংশে, এ বিষয়ের কিছুমাত্র জানিতে না পারেন। তোমার হৃদয় কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ, এই নিমিত্ত তোমায় সাবধান করিয়া দিলাম।

এই বলিয়া, রামচন্দ্র, অবনত বদনে, অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও তিন জনে, জানকীর পরিত্যাগ বিষয়ে তাঁহাকে তদ্রূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া, আপত্তিকরণে বিরত হইয়া, মৌনাবলম্বন পূর্বক, বাষ্পবারিবিসর্জন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, রাম, সকলকে বিদায় দিয়া, বিশ্রাম-ভবনে গমন করিলেন। চারি জনেরই, যার পর নাই, অসুখে রজনী-যাপন হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পর দিন, প্রভাত হইবামাত্র, লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে বলিলেন, সারথে! অবিলম্বে রথ প্রস্তুত করিয়া আন; আর্যা জানকী তপোবনদর্শনে গমন করিবেন। সুমন্ত্র, আদেশপ্রাপ্তিমাত্র, রথ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, প্রস্থান করিলেন। অনন্তর, লক্ষ্মণ জানকীর বাসভবনে গমন করিয়া দেখিলেন, তিনি, তপোবনগমনের উপযোগী সমস্ত আয়োজন করিয়া, প্রস্তুত হইয়া, রথের প্রতীক্ষা করিতেছেন। লক্ষ্মণ, সন্নিহিত হইয়া, আর্যে! অভিবাদন করি, এই বলিয়া প্রণাম করিলেন। সীতা, বৎস! চিরজীবী ও চিরসুখী হও; এই বলিয়া, অকৃত্রিম স্নেহ সহকারে, আশীর্বাদ করিলেন। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্যে! রথ প্রস্তুতপ্রায়, প্রস্থানের অধিক বিলম্ব নাই। সীতা, পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া, প্রফুল্ল বদনে বলিলেন, বৎস! অদ্য প্রভাতে তপোবনদর্শনে যাইব, এই আনন্দে আমি রাত্রিতে নিদ্রা যাই নাই; সমস্ত আয়োজন করিয়া, প্রস্তুত হইয়া আছি; রথ উপস্থিত হইলেই আরোহণ করি। আমি মনে করিয়াছিলাম, আর্যপুত্র, এমন সময়ে, আমার তপোবন-গমনে আপত্তি করিবেন; তাহা না করিয়া, প্রসন্নমনে অনুমোদন করাতে, আমি কত প্রীতিলাভ করিয়াছি, বলিতে পারি না। বোধ হয়, আমি

জন্মান্তরে অনেক তপস্যা করিয়াছিলাম ; সেই তপস্যার বলে, এমন অনুকূল পতি পাইয়াছি ; আর্যপুত্রের মত অনুকূল পতি কখনও কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। আর্যপুত্রের স্নেহ, দয়া, ও মমতার কথা মনে হইলে, আমার সৌভাগ্যগর্ব হইয়া থাকে। আমি দেবতাদের নিকট কায়মনোবাক্যে, নিয়ত এই প্রার্থনা করিয়া থাকি, যদি পুনরায় নারীজন্ম হয়, যেন আর্যপুত্রকে পতি পাই। এই বলিয়া, সীতা প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে বলিলেন, বৎস! বনবাসকালে, মুনিপত্নীদের সহিত আমার নিরতিশয় প্রণয় হইয়াছিল ; তাঁহাদিগের দিবার নিমিত্ত, এই সমস্ত বিচিত্র বসন ও মহামূল্য আভরণ লইয়াছি।

এই বলিয়া, সীতা সেই সমুদায় লক্ষ্মণকে দেখাইতেছেন ; এমন সময়ে, প্রতিহারী আসিয়া সংবাদ দিল, সুমন্ত্র রথ প্রস্তুত করিয়া দ্বারদেশে আনিয়াছেন। সীতা, তপোবনদর্শনে যাইবার নিমিত্ত, এত উৎসুক হইয়াছিলেন যে, শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া, সমুদয় দ্রব্যসামগ্রী লইয়া, লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে, রথে আরোহণ করিলেন। অনধিক সময়েই, রথ, অযোধ্যা হইতে বিনির্গত হইয়া, জনপদে প্রবিষ্ট হইল। সীতা, নয়নের ও মনের প্রীতিপ্রদ প্রদেশ সকল প্রত্যক্ষ করিয়া, প্রীত মনে বলিতে লাগিলেন, বৎস লক্ষ্মণ! আমি যে এই সকল মনোহর প্রদেশ দেখিতেছি, ইহা কেবল আর্যপুত্রের প্রসাদের ফল ; তিনি প্রসন্ন মনে অনুমোদন না করিলে, আমার ভাগ্যে এ প্রীতিলাভ ঘটিয়া উঠিত না। আমি যেমন আহ্লাদ করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তিনিও তেমনই অনুকূলতাপ্রদর্শন করিয়াছেন। লক্ষ্মণ, মুগ্ধস্বভাবা সীতার এইরূপ হর্ষাতিশয় দেখিয়া, এবং অবশেষে রামচন্দ্র কিরূপ অনুকূলতাপ্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া, মনে মনে ম্রিয়মাণ হইলেন ; অতি কষ্টে উচ্ছলিত শোকাবেগের সংবরণ করিলেন ; এবং, অনেক যত্নে, ভাবগোপন করিয়া, সীতার ন্যায় হর্ষপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে কিয়ৎ দূর গমন করিলে পর, সীতা সহসা ম্লানবদনা হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! এত ক্ষণ আমি মনের আনন্দে আসিতেছিলাম; কিন্তু সহসা আমার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। দক্ষিণ নয়ন অনবরত স্পন্দিত হইতেছে; সর্ব শরীর কম্পিত হইতেছে; অন্তঃকরণ যার পর নাই ব্যাকুল হইতেছে; পৃথিবী শূন্যময় দেখিতেছি। অকস্মাৎ এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য ও অসুখের আবির্ভাব হইল কেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। না জানি আর্যপুত্র কেমন আছেন; হয় তাঁহার কোনও অশুভ ঘটনা হইয়াছে, নয় প্রাণাধিক ভরত ও শত্রুঘ্নের কোনও অনিষ্ট ঘটিয়াছে; কিংবা ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতেই কোনও অশুভ সংবাদ আসিয়াছে; তথায় গুরুজন কে কেমন আছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, কোনও প্রকার সর্বনাশ ঘটিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই; নতুবা, এমন আনন্দের সময়, এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য ও অসুখসঞ্চার উপস্থিত হইবেক কেন? বৎস! কি নিমিত্ত এরূপ হইতেছে বল; আমার প্রাণ কেমন করিতেছে, আর আমার তপোবনদর্শনে অভিলাষ হইতেছে না; আমার ইচ্ছা হইতেছে, এখনই অযোধ্যায় ফিরিয়া যাই। ভাল, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, আর্যপুত্র সঙ্গে আসিবেন বলিয়াছিলেন; তাঁহার আসা হইল না কেন? রথে উঠিবার সময়, আহ্লাদে তোমায় সে কথা জিজ্ঞাসিতে ভুলিয়াছিলাম। তাঁহার না আসাতে, আমার মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। বৎস! কি করি বল; আমার চিত্তচাঞ্চল্য ক্রমেই প্রবল হইতেছে। রাবণ হরণ করিয়া লইয়া যাইবার পূর্ব ক্ষণে, ঠিক এইরূপ চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল; আবার কি সেইরূপ কোনও উৎপাত উপস্থিত হইবেক? না জানি, কি সর্বনাশই ঘটিবেক। এক বার মনে হইতেছে, তপোবনদর্শনে না আসিলে ভাল হইত; আর্যপুত্রের নিকটে থাকিলে, কখনও এরূপ অসুখ উপস্থিত হইত না। এক এক বার মনে হইতেছে, আর আমি এ জন্মে আর্যপুত্রকে দেখিতে পাইব না।

সীতার এইরূপ চিত্তচাঞ্চল্য দেখিয়া ও কাতরোক্তি শুনিয়া, লক্ষ্মণ যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ ও শোকাকুল হইলেন; কিন্তু, অতি কষ্টে ভাবগোপন করিয়া, শুষ্ক মুখে, বিকৃত স্বরে বলিলেন, আর্যে! আপনি কাতর হইবেন না; রঘুকুলদেবতারা আমাদের মঙ্গল করিবেন। বোধ হয়, সকলকে ছাড়িয়া আসিয়াছেন, কেহ নিকটে নাই; এজন্যই, আপনকার এই চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছে। আপনি অস্থির হইবেন না; কিয়ৎ ক্ষণ পরেই, উহার নিবৃত্তি হইবেক। মধ্যে মধ্যে, সকলেরই চিত্তবৈকল্য ঘটিয়া থাকে। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, সকল সময়ে এক ভাবে থাকে না। আপনি অত উৎকণ্ঠিত হইবেন না।

সীতা, লক্ষ্মণের মুখশোষ ও স্বরবৈলক্ষণ্য দর্শনে, অধিকতর কাতর হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তোমার ভাব দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। আমি, কখনও, তোমার মুখ এরূপ ম্লান দেখি নাই। যদি কোনও অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, স্পষ্ট করিয়া বল। বলি, আর্যপুত্র ভাল আছেন ত? কল্য অপরাহ্ণের পর, আর তাঁহার সঙ্গে দেখা হয় নাই। বোধ হয়, তাঁহাকে দেখিতে পাইলে, এত ক্ষণ এত অসুখ থাকিত না। তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্যে! আপনি ব্যাকুল হইবেন না; আপনার উৎকণ্ঠা ও অসুখ দেখিয়া, আমিও উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম ও অসুখবোধ করিয়াছিলাম; তাহাতেই আপনি আমার মুখশোষ ও স্বরবৈলক্ষণ্য লক্ষিত করিয়াছেন; নতুবা বাস্তবিক তাহা নহে; উহা মনে করিয়া, আপনি বিরুদ্ধ ভাবনা উপস্থিত করিবেন না। যত ভাবিবেন, যত আন্দোলন করিবেন, ততই উৎকণ্ঠা ও অসুখ বাড়িবেক।

কিয়ৎ ক্ষণ পরেই, তাঁহাদের রথ গোমতীতীরে উপস্থিত হইল। সেই সময়ে, সকলভুবনপ্রকাশক ভগবান্ কমলিনীনায়ক অস্তগিরিশিখরে অধিরোহণ করিলেন। সায়ংসময়ে, গোমতীতীর পরম রমণীয় হইয়া উঠে।

তৎকালে, তথায়, অতি অসুস্থচিত্ত ব্যক্তিও অনির্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হয়। সৌভাগ্যক্রমে, সীতারও উপস্থিত আন্তরিক অসুখের সম্পূর্ণ অপসারণ হইল। লক্ষ্মণ দেখিয়া সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তাঁহারা, সে রাত্রি, সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন। জানকী পথশ্রমে, বিশেষতঃ মনের উৎকণ্ঠায়, সাতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং, ত্বরায় তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। তিনি যত ক্ষণ জাগরিত ছিলেন, লক্ষ্মণ, সতর্ক হইয়া, তাঁহাকে নানা মনোহর কথায় এরূপ ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন যে, তিনি অন্য কোনও দিকে মনঃসংযোগ করিবার অবকাশ পান নাই। ফলতঃ, দিবাভাগে জানকীর যেরূপ অসুখসঞ্চার হইয়াছিল, রজনীতে তাহার আর কোনও লক্ষণ ছিল না।

প্রভাত হইবামাত্র, তাঁহারা গোমতীতীর হইতে প্রস্থান করিলেন। সীতা, বামে ও দক্ষিণে, পরম রমণীয় প্রদেশ সকল নয়নগোচর করিয়া, যার পর নাই প্রীতিলাভ করিতে লাগিলেন। পূর্ব দিন, তাঁহার যেরূপ উৎকণ্ঠা ও অসুখসঞ্চার হইয়াছিল, তাহার কোনও লক্ষণ লক্ষিত হইল না।

অবশেষে, রথ ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইল। ভাগীরথীর অপর পারে লইয়া গিয়া, সীতাকে, এ জন্মের মত, বিসর্জন দিয়া আসিতে হইবেক, এই ভাবিয়া, লক্ষ্মণের শোকসাগর অনিবার্য বেগে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। আর তিনি ভাবগোপন বা অশ্রুবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। সীতা, দেখিয়া, সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া, জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! কি কারণে তোমার এরূপ ভাব উপস্থিত হইল, বল। তখন লক্ষ্মণ নয়নের অশ্রুমার্জন করিয়া বলিলেন, আর্যে! আপনি ব্যাকুল হইবেন না; বহু কালের পর, ভাগীরথীর দর্শনলাভ করিয়া, আমার অন্তঃকরণে কেমন এক অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়াছে; তাহাতেই অকস্মাৎ আমার নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইল। আমাদের পূর্বপুরুষেরা কপিলশাপে ভস্মাবশেষ

হইয়াছিলেন ; ভগীরথ কত কষ্টে, গঙ্গা দেবীকে ভূমণ্ডলে আনিয়া. তাঁহাদের উদ্ধারসাধন করেন। বোধ হয়, তাহাই ভাগীরথীদর্শনে স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, এরূপ চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হইয়াছিল। সীতা একান্ত মুগ্ধস্বভাবা ও নিতান্ত সরলহৃদয়া ; লক্ষ্মণের এই তাৎপর্যব্যাখ্যাতেই সন্তুষ্ট হইলেন ; এবং, গঙ্গা পার হইবার নিমিত্ত, নিতান্ত উৎসুক হই য়া, লক্ষ্মণকে বারংবার তাহার উদ্‌যোগ করিতে বলিতে লাগিলেন ; কিন্তু, গঙ্গা পার হইলেই যে, দুস্তর শোকসাগরে পরিক্ষিপ্ত হইবেন, তখন পর্যন্ত কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেন না।

কিয়ৎ ক্ষণ পরেই, তরণীর সংযোগ হইল। লক্ষ্মণ, সুমন্ত্রকে সেই স্থানে রথ রাখিতে বলিয়া, সীতাকে তরণীতে আরোহণ করাইলেন, এবং, কিয়ৎ ক্ষণ মধ্যেই, তাঁহারে ভাগীরথীর অপর পারে উত্তীর্ণ করিলেন। সীতা. তপোবন দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া, তদভিমুখে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলেন। তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্যে! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন ; আমার কিছু বক্তব্য আছে, এই স্থানে নিবেদন করিব। এই বলিয়া, তিনি অধোবদনে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। সীতা চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! কিছু বলিবে বলিয়া, এত ব্যাকুল হইলে কেন? কি বলিবে ত্বরায় বল ; তোমার ভাবান্তর দেখিয়া, আমার প্রাণ নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছে। তুমি কি, আসিবার সময়, আর্যপুত্রের কোনও অশুভ ঘটনা শুনিয়াছ, না অন্য কোনও সর্বনাশ ঘটিয়াছে ; কি হইয়াছে, শীঘ্র বল। তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, দেবি! বলিব কি, আমার বাক্যনিঃসরণ হইতেছে না ; আর্যের আজ্ঞাবহ হইয়া, আমার অদৃষ্টে যে এরূপ ঘটিবেক, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা মনে করিয়া, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ইতঃপূর্বে আমার মৃত্যু হইলে, আমি সৌভাগ্য জ্ঞান করিতাম। যদি মৃত্যু অপেক্ষা কোনও অধিকতর দুর্ঘটনা থাকে, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিল ;

তাহা হইলে, আজ আমায় এরূপ নিষ্ঠুর কাণ্ডের ভারগ্রহণ করিতে হইত না। হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল! এই বলিয়া, উন্মূলিত তরুর ন্যায়, ভূতলে পতিত হইয়া, লক্ষ্মণ হাহাকার করিতে লাগিলেন।

সীতা লক্ষ্মণের ঈদৃশ অভাবিত ভাবান্তর উপস্থিত দেখিয়া, কিয়ৎ ক্ষণ, স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া, দণ্ডায়মান রহিলেন; অনন্তর, হস্তধারণ পূর্বক, তাঁহাকে ভূতল হইতে উঠাইয়া, অঞ্চল দ্বারা তদীয় নয়নের অশ্রুমার্জন করিয়া দিলেন; এবং, তিনি কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে, কাতর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! কি কারণে, তুমি এত ব্যাকুল হইলে? কি জন্যেই বা, তুমি মৃত্যুকামনা করিলে? তোমায় একান্ত বিকলচিত্ত দেখিতেছি; অল্প কারণে, তুমি কখনই এত আকুল ও এত অস্থির হও নাই। বলি, আর্যপুত্রের ত কোনও অমঙ্গল ঘটে নাই? তুমি তদ্গতপ্রাণ; তোমার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাঁহারই অমঙ্গল ঘটিয়াছে। আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি, এই জন্যেই, কল্য অপরাহ্নে আমার তাদৃশ চিত্তবৈকল্য ঘটিয়াছিল। যাহা হয়, ত্বরায় বলিয়া, আমায় জীবনদান কর; আমার যাতনার একশেষ হইতেছে। ত্বরায় বল, আর বিলম্ব করিও না। আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি, আমারই সর্বনাশ ঘটিয়াছে; না হইলে, এমন সময়ে, তুমি এত ব্যাকুল হইতে না।

সীতার এইরূপ ব্যাকুলতা ও কাতরতা দর্শনে, লক্ষ্মণের শোকানল শতগুণ প্রবল হইয়া উঠিল; নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল নির্গত হইতে লাগিল; কণ্ঠরোধ হইয়া, বাক্যনিঃসরণ রহিত হইয়া গেল। যত নিষ্ঠুর হউক না কেন, অবশেষে অবশ্যই বলিতে হইবেক, এই ভাবিয়া, লক্ষ্মণ বলিবার নিমিত্ত বারংবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনও ক্রমে, তাঁহার মুখ হইতে তাদৃশ নিষ্ঠুর বাক্য নির্গত হইল না। তাঁহাকে এতাদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া, সীতা তাঁহার হস্তে ধরিয়া, ব্যাকুল চিত্তে, কাতর বচনে, বারংবার এই অনুরোধ করিতে লাগিলেন, বৎস! আর

বিলম্ব করিও না; আর্যপুত্র যে আদেশ করিয়াছেন, তাহা, যত নিষ্ঠুর হউক না কেন, ত্বরায় বল; তুমি কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইও না; আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে বল। তোমার কথা শুনিয়া ও ভাব দেখিয়া, স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আমারই কপাল ভাঙিয়াছে। কি হইয়াছে, ত্বরায় বল, আর বিলম্ব করিও না; আমি, আর এক মুহূর্ত, এরূপ সংশয়িত অবস্থায় থাকিতে পারিব না; যাহা হয় বলিয়া আমার প্রাণরক্ষা কর। বলি, আর্যপুত্রের ত কোনও অমঙ্গল ঘটে নাই। যদি তিনি কুশলে থাকেন, আমার আর যে সর্বনাশ ঘটুক না কেন, আমি তাহাতে তত কাতর হইব না। আমার মাথা খাও, তোমায় আর্যপুত্রের দোহাই, শীঘ্র বল; আর বিলম্ব করিলে, তুমি অধিক ক্ষণ আমায় জীবিত দেখিতে পাইবে না। যদি, যাতনা দিয়া, আমার প্রাণবধ করা তোমার অভিপ্রেত না হয়, তবে ত্বরায় বল, আর বিলম্ব করিও না।

সীতার এইরূপ অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া, লক্ষ্মণ ভাবিলেন, আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। তখন, অনেক যত্নে, চিত্তের অপেক্ষাকৃত স্থৈর্যসম্পাদন করিয়া, অতি কষ্টে বাক্যনিঃসরণ করিলেন; বলিলেন, আর্যে! বলিব কি, বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আপনি একাকিনী রাবণগৃহে ছিলেন; সেই কারণে, পৌরগণ ও জানপদবর্গ, আপনকার চরিত্র বিষয়ে সন্দিহান হইয়া, অপবাদকীর্তন করিয়া থাকে। আর্য ইহা অবগত হইয়া, একবারে স্নেহ, দয়া, ও মমতায় বিসর্জন দিয়া, অপবাদবিমোচনের নিমিত্ত, আপনকার মায়া পরিত্যাগ করিয়াছেন; আমায় এই আদেশ দিয়াছেন, তুমি, তপোবনদর্শনের ছলে লইয়া গিয়া, বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া আসিবে। এই সেই বাল্মীকির আশ্রম।

এই বলিয়া, লক্ষ্মণ ভূতলে পতিত ও মূর্ছিত হইলেন। সীতাও, শ্রবণমাত্র গতচেতনা হইয়া, বাতাভিহতা কদলীর ন্যায়, ভূতলশায়িনী হইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, লক্ষ্মণের সংজ্ঞালাভ হইলে, তিনি, অনেক

যত্নে, জানকীর চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। জানকী চেতনালাভ করিয়া, উন্মত্তের ন্যায়, স্থির নয়নে লক্ষ্মণের মুখনিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; লক্ষ্মণ, হতবুদ্ধির ন্যায়, চিত্রার্পিতের প্রায়, অধোবদনে, গলদশ্রু নয়নে, দণ্ডায়মান রহিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, সীতার নয়নযুগল হইতে, প্রবল বেগে, বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল; ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। সর্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ, যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া, সীতাকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু, কি বলিয়া প্রবোধ দিবেন, তাহার কিছু দেখিতে না পাইয়া, হতবুদ্ধি হইয়া, কেবল অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে কিয়ৎ ক্ষণ অতীত হইলে পর, সীতা চিত্তের অপেক্ষাকৃত স্থৈর্যসম্পাদন করিয়া বলিলেন, লক্ষ্মণ! কার দোষ দিব, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ; নতুবা, রাজার কন্যা, রাজার বধূ, রাজার মহিষী হইয়া, কে কখন আমার মত চিরদুঃখিনী হইয়াছে, বল? বুঝিলাম, যাবজ্জীবন দুঃখভোগের নিমিত্তই, আমার নারীজন্ম হইয়াছিল। বৎস! অবশেষে আমার যে এ অবস্থা ঘটিবেক, তাহা কাহার মনে ছিল। বহু কালের পর আর্যপুত্রের সহিত সমাগম হইলে, ভাবিয়াছিলাম, বুঝি এই অবধি দুঃখের অবসান হইল। কিন্তু, বিধাতা যে আমার কপালে সহস্রগুণ অধিক দুঃখ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। হায় রে বিধাতা! তোমার মনে কি এতই ছিল।

এই বলিতে বলিতে, জানকীর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তিনি কিয়ৎ ক্ষণ বাক্যনিঃসরণ করিতে পারিলেন না; অনন্তর, দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ পূর্বক বলিলেন, লক্ষ্মণ! নিষ্ঠুর বিধাতা আমার কপালে এত দুঃখভোগ লিখিলেন কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। অথবা, বিধাতার অপরাধ কি; সকলেই আপন আপন কর্মের ফলভোগ করে। আমি জন্মান্তরে যেরূপ কর্ম করিয়াছিলাম, এ জন্মে সেইরূপ ফলভোগ করিতেছি। বোধ

করি, পূর্ব জন্মে, কোনও পতিপ্রাণা কামিনীকে পতিবিয়োজিতা করিয়াছিলাম ; সেই মহাপাপেই আজ আমার এই দুরবস্থা ঘটিল ; নতুবা আর্যপুত্রের হৃদয় স্নেহ, দয়া, ও মমতায় পরিপূর্ণ ; আমিও যে একান্ত পতিপ্রাণা ও শুদ্ধচারিণী, তাহাও তিনি বিলক্ষণ জানেন ; তথাপি যে এমন সময়ে আমায় গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন, সে কেবল আমার পূর্বজন্মার্জিত কর্মের ফলভোগ। বৎস! আমি বনবাসে কাতর নহি। আর্যপুত্রের সহবাসে, বহু কাল, বনবাসে ছিলাম ; তাহাতে এক দিন, এক মুহূর্তের নিমিত্ত, আমার অন্তঃকরণে দুঃখের লেশমাত্র ছিল না। আর্যপুত্র-সহবাসে যাবজ্জীবন বনবাসে থাকিলেও, আমার কিছুমাত্র দুঃখ হইত না। সে যাহা হউক, আমার অন্তঃকরণে এই দুঃখ হইতেছে, আর্যপুত্র কি অপরাধে পরিত্যাগ করিয়াছেন, মুনিপত্নীরা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কি উত্তর দিব। তাঁহারা আর্যপুত্রকে করুণাসাগর বলিয়া জানেন ; আমি প্রকৃত কারণ বলিলে তাঁহারা কখনই বিশ্বাস করিবেন না। তাঁহারা ভাবিবেন, আমি কোনও গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলাম, তাহাতেই তিনি আমায় গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন। বৎস! বলিতে কি, যদি অন্তঃসত্ত্বা না হইতাম, এই মুহূর্তে, তোমার সমক্ষে, জাহ্নবীজলে প্রবেশ করিয়া, প্রাণত্যাগ করিতাম। আর আমার জীবনধারণের ফল কি বল ? এমন অবস্থাতেও কি প্রাণ রাখিতে হয় ? আমি আশ্চর্যবোধ করিতেছি, আর্যপুত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়াও আমার প্রাণবিয়োগ ঘটিতেছে না। বোধ করি, আমার মত কঠিন প্রাণ আর কারও নাই ; নতুবা, এখনও নির্গত হইতেছে না কেন ? অথবা, বিধাতা আমায় চিরদুঃখিনী করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন ; প্রাণত্যাগ হইলে, তাঁহার সে সঙ্কল্প বিফল হইয়া যায় ; এজন্যই জীবিত রহিয়াছি।

এইরূপ আক্ষেপ ও বিলাপ করিতে করিতে, সীতা দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে, হায় কি হইল বলিয়া, পুনরায় মূর্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন।

সুশীল লক্ষ্মণ, দেখিয়া, শুনিয়া, নিতান্ত কাতর ও শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া, অবিরল ধারায় বাষ্পবারি বিমোচন করিতে লাগিলেন; এবং, রামচন্দ্রের অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব লোকানুরাগপ্রিয়তাই এই অভূতপূর্ব ভয়ানক অনর্থের মূল, এই ভাবিয়া, যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ হইয়া বলিতে লাগিলেন, যদি ইতিপূর্বে আমার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে এই লোকবিগর্হিত ধর্মবিবর্জিত বিষম কাণ্ড দেখিতে হইত না। আমি, আর্যের আজ্ঞাপ্রতিপালনে সম্মত হইয়া, অতি অসৎ কর্মই করিয়াছি। আমার মত পাষণ্ড ও পাষাণ-হৃদয় আর নাই; নতুবা, এরূপ নিষ্ঠুর কাণ্ডের ভারগ্রহণ করিব কেন? কেমন করিয়া, এমন সরলহৃদয়া, শুদ্ধচারিণী, পতিপ্রাণা কামিনীকে এরূপ সর্বনাশের কথা শুনাইলাম? যদি, আর্যের আদেশপ্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া, আমায় এ জন্মের মত তাঁহার বিরাগ-ভাজন ও জন্মান্তরে নিরয়গামী হইতে হইত, তাহাও আমার পক্ষে সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর ছিল। সর্বথা আমি অতি অসৎ কর্ম করিয়াছি। হা বিধাতঃ! কেন তুমি আমায় এরূপ নিষ্ঠুর কাণ্ডের ভারগ্রহণে প্রবৃত্তি দিয়াছিলে? হা কঠিন হৃদয়! তুমি এখনও বিদীর্ণ হইতেছ না কেন? হা কঠিন প্রাণ! তুমি এখনও প্রস্থান করিতেছ না কেন? হা দগ্ধ কলেবর! তুমি এখনও সর্ব অবয়বে বিশীর্ণ হইতেছ না কেন? আর আমি আর্যার এ অবস্থা দেখিতে পারি না। হা আর্য! তুমি যে এমন কঠিনহৃদয়, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। যদি তোমার মনে এতই ছিল, তবে আর্যার উদ্ধারসাধনে তত সচেষ্ট হইবার কি প্রয়োজন ছিল? দশানন হরণ করিয়া লইয়া গেলে পর, উন্মত্ত ও হতচেতন হইয়া, হাহাকার করিয়া বেড়াইবারই বা কি আবশ্যকতা ছিল? তুমি অবশেষে এই করিবে বলিয়া, কি আমরা লঙ্কাসমরের দুঃসহ ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিয়াছিলাম? যাহা হউক, তোমার মত নির্দয় ও নৃশংস ভূমণ্ডলে নাই।

কিয়ৎ ক্ষণ এইরূপ আক্ষেপ ও রামচন্দ্রের ভর্ৎসনা করিয়া, লক্ষ্মণ,

উচ্ছলিত শোকাবেগের সংবরণ পূর্ব্বক, সীতার চৈতন্যসম্পাদনে সযত্ন হইলেন। চেতনাসঞ্চার হইলে, সীতা, কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ ভাবে থাকিয়া, স্নেহভরে সম্ভাষণ করিয়া, লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! ধৈর্য অবলম্বন কর; আর বিলাপ ও পরিতাপ করিও না। সকলই অদৃষ্টাধীন আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহাই ঘটিয়াছে; তুমি আর সে জন্য কাতর হইও না; শোকসংবরণ কর। আমার ভাবনা ছাড়িয়া দিয়া, ত্বরায় তুমি আর্যপুত্রের নিকটে যাও। তিনি, আমায় বনবাস দিয়া, কাতর ও অস্থির হইয়াছেন, সন্দেহ নাই; যাহাতে তাঁহার শোকের নিবারণ ও চিত্তের স্থিরতা হয়, সে বিষয়ে যত্নবান্ হইবে; তাঁহাকে বলিবে, আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া, ক্ষোভ করিবার আবশ্যকতা নাই; তিনি সদ্বিবেচনার কার্যই করিয়াছেন। প্রাণপণে প্রজারঞ্জন করা রাজার প্রধান ধর্ম; আমায় পরিত্যাগ করিয়া, তিনি রাজধর্মপ্রতিপালন করিয়াছেন। আমি তাঁহার মন জানি; তিনি যে কেবল লোকাপবাদের ভয়ে এই কর্ম করিয়াছেন, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। তিনি যেন, শোকশূন্য ও ক্ষোভশূন্য হইয়া, প্রশস্ত মনে, প্রজাপালনে নিয়ত ব্যাপৃত থাকেন। তাঁহার চরণে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিবে, যদিও আমি, লোকাপবাদভয়ে, অযোধ্যা হইতে নির্বাসিত হইলাম, যেন তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে একবারে অপসারিত না হই। আমি, তপোবনে থাকিয়া, এই উদ্দেশে, ঐকান্তিক চিত্তে তপস্যা করিব, যেন জন্মান্তরেও তিনি আমার পতি হন। আর, তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিবে, যদিও ভার্যাভাবে আমায় নির্বাসিত করিয়াছেন, কিন্তু যেন সামান্য প্রজা বলিয়া গণ্য করেন। তিনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর; যেখানে থাকি, তাঁহার অধিকারবহির্ভূত নই।

এই বলিয়া, একান্ত শোকাকুল হইয়া, সীতা কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, নিতান্ত কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! আমার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে, আমি সে জন্য তত কাতর নহি; পাছে

আর্য-পুত্রের মনে ক্লেশ হয়, সেই ভাবনাতেই আমি অস্থির হইতেছি। তাঁহাকে বিনয় করিয়া বলিবে, তিনি যেন শোকসংবরণ করিয়া ত্বরায় সুস্থচিত্ত হন। আমার ক্লেশের একশেষ হইয়াছে, যথার্থ বটে; কিন্তু সে জন্যে, আমি তাঁহাকে অণুমাত্র দোষ দিব না; আমার যেমন অদৃষ্ট, তেমনই ঘটিয়াছে; তজ্জন্য তিনি যেন ক্ষোভ না করেন। বৎস! তোমায় আমার অনুরোধ এই, তুমি সর্বদা তাঁহার নিকটে থাকিবে, ক্ষণকালের নিমিত্তেও তাঁহারে একাকী থাকিতে দিবে না; একাকী থাকিলেই, তাঁহার উৎকণ্ঠা ও অসুখ বাড়িবেক। তিনি ভাল থাকিলেই আমার ভাল। যাহাতে তিনি সুখে থাকেন, সে বিষয়ে সর্বদাযত্ন করিবে। এই বলিয়া, লক্ষ্মণের হস্তে ধরিয়া, সীতা বাষ্পপরিপ্লুত লোচনে করুণ বচনে বলিলেন, তুমি আমার নিকট শপথ করিয়া বল, এ বিষয়ে কদাচ ঔদাস্য করিবে না। তপোবনে থাকিয়া, যদি লোকমুখে শুনিতে পাই, আর্যপুত্র কুশলে আছেন, তাহা হইলেই আমার সকল দুঃখ দূর হইবেক।

এই বলিতে বলিতে, সীতার নয়নযুগল হইতে, অবিরল ধারায়, বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তদীয় পতি-পরায়ণতার সম্পূর্ণপ্রমাণপূর্ণ বচনপরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া, লক্ষ্মণের শোকপ্রবাহ প্রবল বেগে প্রোচ্ছলিত হইয়া উঠিল; নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সীতা সান্ত্বনাবাক্যে লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! শোকাবেগসংবরণ করিয়া, ত্বরায় তুমি আর্যপুত্রের নিকটে যাও, আর বিলম্ব করিও না। বারংবার এইরূপ বলিয়া, তিনি লক্ষ্মণকে বিদায় দিবার নিমিত্ত নিরতিশয় ব্যস্ত হইলেন। লক্ষ্মণ, প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন; এবং গলদশ্রু লোচনে কাতর বচনে বলিতে লাগিলেন, আর্যে! আপনি পূর্বাপর দেখিয়া আসিতেছেন, আমি আর্যের একান্ত আজ্ঞাবহ; যখন যে আদেশ করেন, দ্বিরুক্তি না করিয়া, তৎক্ষণাৎ তৎপ্রতিপালনে প্রবৃত্ত হই। প্রাণান্ত-

স্বীকার করিয়াও, অগ্রজের আজ্ঞাপ্রতিপালন করা অনুজের সর্বপ্রধান ধর্ম। আমি, সেই অনুজধর্মের অনুবর্তী হইয়া, আর্যের এই বিষম আজ্ঞার প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমি যে পাষাণহৃদয়ের কর্ম করিবার ভারগ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা সম্পন্ন করিলাম। প্রার্থনা এই, আমার উপর আপনকার যে অপরিসীম স্নেহ ও বাৎসল্য আছে, তাহার যেন বৈলক্ষণ্য না হয়। আর আর্যের আদেশ অনুসারে, এরূপ নৃশংস আচরণ করিয়া, আমি যে বিষম অপরাধ করিলাম, কৃপা করিয়া, আমার সেই অপরাধের মার্জনা করিবেন।

লক্ষ্মণকে এইরূপ শোকাভিভূত দেখিয়া, সীতা বলিলেন, বৎস! তোমার অপরাধ কি? তুমি কেন অকারণে এত কাতর হইতেছ ও পরিতাপ করিতেছ? তোমার উপর রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবার কথা দূরে থাকুক, আমি কায়মনোবাক্যে, দেবতার নিকট, নিয়ত এই প্রার্থনা করিব, যেন জন্মান্তরে তোমার মত গুণের দেবর পাই; তুমি চিরজীবী হও। তুমি, অযোধ্যায় গিয়া, আর্যপুত্রের চরণে আমার প্রণাম জানাইবে। ভরত, শত্রুঘ্ন, ও আমার ভগিনীদিগকে স্নেহসম্ভাষণ বলিবে; শ্বশ্রূদেবীরা ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাদের চরণে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদিত করিবে। বৎস! তোমায় আর একটি কথা বলিয়া দি। আমি চিরদুঃখিনী, বিধাতা আমার অদৃষ্টে সুখ লিখেন নাই; সুতরাং, আমার যে সর্বনাশ ঘটিল, তাহাতে আমি দুঃখিত নহি। কিন্তু এই করিও, যেন আমার ভগিনীগুলি কষ্ট না পায়। তাহারা আমার নিমিত্ত অত্যন্ত শোকাকুল হইবেক; যাহাতে ত্বরায় তাহাদের শোকনিবৃত্তি হয়, সে বিষয়ে তোমরা তিন জনে সতত যত্ন করিও; তাহারা সুখে থাকিলেও, অনেক অংশে আমার দুঃখনিবারণ হইবেক। তাহাদিগকে বলিবে, আমি আপন অদৃষ্টের ফলভোগ করিতেছি; আমার জন্যে, শোকাকুল হইবার ও ক্লেশভোগ করিবার প্রয়োজন নাই।

এই বলিয়া, স্নেহভরে বারংবার আশীর্বাদ করিয়া, সীতা লক্ষ্মণকে প্রস্থান করিতে বলিলেন। লক্ষ্মণ, বাষ্পাকুল লোচনে ও শোকাকুল বচনে, আর্যে! আমার অপরাধমার্জনা করিবেন, অঞ্জলিবন্ধ পূর্বক এই কথা বলিয়া, পুনরায় প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, নৌকায় আরোহণ করিলেন। সীতা অবিচলিত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। নৌকা, অল্প ক্ষণেই, ভাগীরথীর অপর পারে সংলগ্ন হইল। লক্ষ্মণ তীরে উত্তীর্ণ হইলেন; এবং, কিয়ৎ ক্ষণ, নিস্পন্দ নয়নে, জানকীরে নিরীক্ষণ করিয়া, অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে, রথে আরোহণ করিলেন। রথ চলিতে আরম্ভ করিল। যত ক্ষণ সীতাকে দেখিতে পাওয়া গেল, লক্ষ্মণ অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; সীতাও, চিত্রার্পিত প্রায়, রথে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিলেন। রথ ক্রমে ক্রমে দূরবর্তী হইল। তখন লক্ষ্মণ, আর সীতাকে লক্ষিত করিতে না পারিয়া, হাহাকার ও শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সীতাও, রথ নয়নপথ-বহির্ভূত হইবামাত্র, যূথবিরহিত কুররীর ন্যায়, উচ্চৈঃ স্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন।

সীতার ক্রন্দনশব্দ শ্রবণগোচর করিয়া, সন্নিহিত ঋষি-কুমারেরা, শব্দ অনুসারে, ক্রন্দনস্থানে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, এক অসূর্যম্পশ্যরূপা কামিনী, হাহাকার ও শিরে করাঘাত করিয়া, অশেষবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। দেখিয়া, তাঁহাদের কোমল হৃদয়ে, যার পর নাই, কারুণ্যরস আবির্ভূত হইল। তাঁহারা ত্বরিত গমনে বাল্মীকিসমীপে উপস্থিত হইয়া, বিনয়নম্র বচনে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমরা, ফল কুসুম কুশ সমিধ আহরণের নিমিত্ত, ভাগীরথীসন্নিহিত অটবীবিভাগে পর্যটন করিতেছিলাম; অকস্মাৎ স্ত্রীলোকের আর্তনাদ শুনিতে পাইলাম, এবং, ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া, কিয়ৎ ক্ষণ পরে দেখিতে পাইলাম, এক অলৌকিক রূপলাবণ্যে পরিপূর্ণা কামিনী, নিতান্ত অনাথার ন্যায়, একান্ত কাতরা হইয়া উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ

হয়, যেন কমলা দেবী ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হইয়াছেন। তিনি কে, কি কারণে রোদন করিতেছেন, কিছুই জানিতে পারিলাম না; কিন্তু, তাঁহার কাতরভাবের অবলোকন ও বিলাপবাক্যের আকর্ণন দ্বারা, আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। আমরা, সাহস করিয়া, তাঁহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। অবশেষে, আপনাকে সংবাদ দেওয়া উচিত বিবেচনায়, ক্ষণ মাত্র বিলম্ব না করিয়া, আপনকার নিকটে আসিয়াছি। এক্ষণে, যাহা বিহিত বোধ হয়, করুন।

মহর্ষি, ঋষিকুমারদিগের মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ ভাগীরথী-তীরে উপস্থিত হইলেন; এবং, সীতার সম্মুখবর্তী হইয়া, সস্নেহ সম্ভাষণ পুরঃসর, প্রশান্ত স্বরে বলিতে লাগিলেন, বৎসে! বিলাপ করিও না; কি কারণে তুমি আমার তপোবনে আসিয়াছ, তোমার আসিবার পূর্বেই, আমি তাহার সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়াছি। তুমি মিথিলাধিপতি রাজা জনকের দুহিতা, কোশলাধিপতি মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ এবং রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের মহিষী। রামচন্দ্র, অমূলক লোকাপবাদ শ্রবণে, চলচিত্ত ও সদসৎপরিবেদনাবিহীন হইয়া, নিতান্ত নিরপরাধে, তোমায় নির্বাসিত করিয়াছেন। সীতা, সান্ত্বনাবাদ শ্রবণে, নয়নের অশ্রুমার্জন করিলেন; এবং, সৌম্যমূর্তি মহর্ষিকে সম্মুখবর্তী দেখিয়া, গললগ্ন বসনে, তদীয় চরণে প্রণাম করিলেন। বাল্মীকি, রঘুকুলতিলক তনয় প্রসব কর, এই আশীর্বাদ করিয়া, বলিলেন, বৎসে! আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই, আমার আশ্রমে চল; আমি, আপন তনয়ার ন্যায়, তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিব। তথায় থাকিয়া, তুমি কোনও বিষয়ে কোনও ক্লেশ পাইবে না। জনপদবাসীরা, বন, এই শব্দ শুনিলে ভয়াকুল হয়; কিন্তু তপোবনে ভয়ের কোনও সম্ভাবনা নাই। ঋষিদের তপস্যার প্রভাবে, হিংস্র জন্তুরাও, স্বভাবসিদ্ধ হিংসাপ্রবৃত্তি দূরীভূত করিয়া, পরস্পর সৌহৃদ্য ভাবে কালহরণ করে। তপোবনের এরূপ মহিমা যে, স্বল্প কাল অবস্থিতি করিলেই, চিত্তের

স্থৈর্যসম্পাদন হয়। তোমায় আসন্নপ্রসবা দেখিতেছি। প্রসবের পর, অপত্যসংস্কারবিধি যথাবিধি সমাহিত হইবেক, কোনও অংশে অঙ্গহীন হইবেক না। সমবয়স্কা মুনিকন্যারা তোমার সহচরী হইবেন; তাঁহাদের সহবাসে তোমার বিলক্ষণ চিত্তবিনোদন হইবেক। বিশেষতঃ, তোমার পিতা আমার পরম বন্ধু; সুতরাং, আমার তপোবনে থাকিয়া, তোমার পিতৃগৃহবাসের সকল সুখ সম্পন্ন হইবেক; আমি, অপত্যনির্বিশেষে, তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিব। অতএব, বৎসে! আর বিলম্ব করিও না, আমার অনুগামিনী হও।

এই বলিয়া, সীতারে সমভিব্যাহারে লইয়া, মহর্ষি তপোবনে প্রবেশ করিলেন; এবং, সকল বিষয়ের সবিশেষ বলিয়া দিয়া, সমবয়স্কা মুনিকন্যাদের হস্তে সীতার ভারার্পণ করিলেন। মুনিকন্যারা, তদীয়সমাগমলাভে, পরম প্রীতি ও পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন; এবং, যাহাতে ত্বরায় তাঁহার চিত্তের স্থৈর্যসম্পাদন হয়, সে বিষয়ে অশেষবিধ যত্ন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সীতাকে বনবাস দিয়া, রাম যার পর নাই অধৈর্য ও শোকাভিভূত হইলেন; এবং, আহার, বিহার, রাজকার্য-পর্যালোচনা প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারে একবারে বিসর্জন দিয়া, অন্যের প্রবেশপ্রতিষেধ পূর্বক, একাকী, আপন বাসভবনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি সীতাকে নিতান্ত পতিপ্রাণা ও একান্ত শুদ্ধচারিণী বলিয়া জানিতেন; এবং পৃথিবীতে যত প্রিয় পদার্থ আছে, সর্বাপেক্ষা তাঁহাকে অধিক ভাল বাসিতেন। বস্তুতঃ, উভয়ের এক মন, এক প্রাণ; কেবল, শরীর মাত্র বিভিন্ন ছিল। সীতা যেরূপ সাধুশীলা ও সরলান্তঃকরণা, রামও সর্বাংশে তদনুরূপ ছিলেন; সীতা যেরূপ পতিপ্রাণা, পতিহিতৈষিণী, ও পতিসুখে সুখিনী, রামও সেইরূপ

সীতাগতপ্রাণ, সীতাহিতাকাঙ্ক্ষী ও সীতাসুখে সুখী ছিলেন। গৃহে রাজভোগে থাকিলে, তাঁহাদের যেরূপ সুখে সময় অতিবাহিত হইত, বনবাসে, পরস্পর সন্নিধান বশতঃ, বরং তদপেক্ষা অধিক সুখে কালযাপন হইয়াছিল। বনবাস হইতে বিনিবৃত্ত হইলে, তাঁহাদের পরস্পর প্রণয় ও অনুরাগ শত গুণে প্রগাঢ় হইয়া উঠে। উভয়েই উভয়কে, এক মুহূর্তের নিমিত্তে, নয়নের অন্তরাল করিতে পারিতেন না। রাম, কেবল লোকবিরাগসংগ্রহের ভয়ে, সীতাকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন; সুতরাং সীতানির্বাসনশোক তাঁহার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল।

রামের আন্তরিক অসুখের সীমা ছিল না। কেনই আমি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম; কেনই আমি বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম; কেনই আমি পুনরায় রাজ্যের ভারগ্রহণ করিলাম; কেনই আমি দুর্মুখকে, পৌরগণের ও জানপদবর্গের অভিপ্রায়পরিজ্ঞানের নিমিত্ত, নিয়োজিত করিলাম; কেনই আমি লক্ষ্মণের উপদেশ অনুসারে না চলিলাম; কেনই আমি, নিতান্ত নৃশংস হইয়া, সীতারে বনবাস দিলাম; কেনই আমি, নিরতিশয় ক্লেশকর অকিঞ্চিৎকর রাজ্যভারে বিসর্জন দিয়া, সীতার সমভিব্যাহারী না হইলাম; কি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিব; কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব; প্রিয়ারে বনবাস দেওয়া অপেক্ষা, আমার আত্মঘাতী হওয়া সহস্র গুণে শ্রেয়ঃকল্প ছিল; ইত্যাদি প্রকারে, তিনি, অহোরাত্র, বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। দুঃসহ শোকানলে নিরন্তর জ্বলিত হইয়া, তাঁহার শরীর অল্প দিনের মধ্যেই, অর্ধাবশিষ্ট হইল।

তৃতীয় দিবস, মধ্যাহ্ন সময়ে, লক্ষ্মণ, নিতান্ত দীনভাবাপন্ন মনে, অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন; এবং, সর্বাগ্রে রামচন্দ্রের বাসভবনে গমন করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, গলদশ্রু লোচনে, গদ্গদ বচনে নিবেদন করিলেন, আর্য! দুরাত্মা লক্ষ্মণ আপনকার আজ্ঞাপ্রতিপালন করিয়া আসিল। রাম, অবলোকন ও

আকর্ণনমাত্র, হা প্রেয়সি! বলিয়া, মূর্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। লক্ষ্মণ, একান্ত শোকভারাক্রান্ত হইয়াও, বহু যত্নে, তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। তখন তিনি, কিয়ৎ ক্ষণ শূন্য নয়নে লক্ষ্মণের মুখনিরীক্ষণ করিয়া, হাহাকার ও অতিদীর্ঘনিশ্বাসভারপরিত্যাগ পূর্বক, ভাই লক্ষ্মণ! তুমি জানকীরে কোথায় রাখিয়া আসিলে; আমি, তাঁহার বিরহে, কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব; আর যে যাতনা সহ্য হয় না; এই বলিয়া, লক্ষ্মণের গলায় ধরিয়া, উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। উভয়েই, অধৈর্য হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ বাষ্পবিসর্জন করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ, অতি কষ্টে, স্বীয় শোকাবেগের সংবরণ করিয়া, রামের সান্ত্বনার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাম, কিঞ্চিৎ শান্তচিত্ত হইয়া, লক্ষ্মণের মুখে সীতাবিলাপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল; ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল; কণ্ঠরোধ হইয়া, তিনি বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া রহিলেন; এবং, পূর্বাপর সমস্ত ব্যাপারের আলোচনা করিতে করিতে, দুঃসহ শোকভার আর সহ্য করিতে না পারিয়া, পুনরায় মূর্ছিত হইলেন।

লক্ষ্মণ, পুনরায়, পরম যত্নে, রামচন্দ্রের চৈতন্যসম্পাদন করিলেন; এবং, তাঁহার তাদৃশী দশা দেখিয়া, মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আর্য যে দুস্তর শোকসাগরে পরিক্ষিপ্ত হইলেন, তাহাতে এ জন্মে আর সুস্থচিত্ত হইতে পারিবেন না। শোকাপনোদনের কোনও উপায় দেখিতেছি না। যাহা হউক, সান্ত্বনার চেষ্টা করা আবশ্যক। তিনি, এইরূপ আলোচনা করিয়া, বিনয়পূর্ণ প্রণয়গর্ভ বচনে বলিলেন, আর্য! শোকে ও মোহে এরূপ অভিভূত হওয়া, ভবাদৃশ মহানুভাবের পক্ষে, কদাচ উচিত নহে। আপনি সকলই বুঝিতে পারেন। যাদৃশ বিধিনির্বন্ধ ছিল, ঘটিয়াছে; নতুবা আপনি, অকারণে, অথবা সামান্য কারণে, আর্যাকে বিসর্জন দিবেন, ইহা কাহার মনে ছিল। বিবেচনা করিয়া দেখুন, সংসারে কিছুই চিরদিনের জন্যে নহে। বৃদ্ধি হইলেই ক্ষয় আছে; উন্নতি হইলেই পতন হয়; সংযোগ হইলেই

বিয়োগ ঘটে; জীবন হইলেই মরণ হইয়া থাকে। এই চিরপরিচিত সাংসারিক নিয়মের, কোনও কালে, অন্যথাভাব দেখিতে পাওয়া যায় না! এই সমুদয়ের আলোচনা করিয়া, আপনকার শোকসংবরণ করা উচিত। বিশেষতঃ আপনি সকল লোকের হিতানুশাসন কার্যের ভারগ্রহণ করিয়াছেন; সে জন্যেও আপনকার শোকাভিভূত হওয়া বিধেয় নহে। প্রিয়বিয়োগ ও অপ্রিয়সংযোগ শোকের কারণ, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু ভবাদৃশ মহানুভাবদিগের একান্ত শোকাভিভূত হওয়া কদাচ উচিত হয় না; প্রকৃত লোকেই শোকে ও মোহে বিচেতন হইয়া থাকে। অতএব, ধৈর্য অবলম্বন করুন; এবং, অন্তঃকরণ হইতে অকিঞ্চিৎকর শোককে নিষ্কাশিত করিয়া, রাজকার্যে মনোনিবেশ করুন। আর, আপনকার ইহারও অনুধাবন করা আবশ্যক, আপনি, কেবল লোকবিরাগসংগ্রহের ভয়ে, আর্যারে নির্বাসিত করিয়াছেন। আর্যাকে গৃহে রাখিলে, প্রজালোকে বিরাগপ্রদর্শন করিবেক, কেবল এই আশঙ্কায়, আপনি তাঁহাকে বনবাস দিয়াছেন। এক্ষণে, তাঁহার নিমিত্ত শোকাকুল হইলে, সে আশঙ্কার নিরাস হইতেছে না। সুতরাং, যে দোষের পরিহারমানসে, আপনি ঈদৃশ দুষ্কর কর্ম করিলেন, সেই দোষ পূর্ববৎ প্রবল রহিতেছে; আর্যার পরিত্যাগে কোনও ফলোদয় হইতেছে না। আর, ইহারও অনুধাবন করা আবশ্যক, আপনি যত দিন শোকাভিভূত থাকিবেন, রাজকার্যে মনেনিবেশ করিতে পারিবেন না। প্রজাপালনকার্য উপেক্ষিত হইলে, রাজধর্মপ্রতিপালন হয় না। অতএব সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া, ধৈর্য অবলম্বন করুন; আর অধিক শোক ও মনস্তাপ করা কোনও ক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে। অতীত বিষয়ের অনুশোচনায় কালহরণ করা সদ্বিবেচনার কার্য নয়।

লক্ষ্মণ এই বলিয়া বিরত হইলে, রাম কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, সস্নেহ সম্ভাষণ পূর্বক বলিলেন, বৎস! তোমার

উপদেশবাক্য শুনিয়া, আমার জ্ঞানোদয় হইল। তুমি যথার্থ বলিয়াছ, আমি, যে উদ্দেশে, জানকীরে বনবাস দিয়া, রাক্ষসের ন্যায়, নিরতিশয় নৃশংস আচরণ করিলাম ; এক্ষণে তাঁহার জন্যে শোকাকুল হইলে, তাহা বিফল হইয়া যায়। বিশেষতঃ, শোকের ধর্মই এই, তাহাতে অভিভূত হইলে, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইতে থাকে। শোকাভিভূত ব্যক্তি অভীষ্টলাভ করিতে পারে না, কেবল কর্তব্য কর্মে উপেক্ষা বশতঃ প্রত্যবায়-গ্রস্ত হয়। অতএব, এই মুহূর্ত অবধি, আমি শোকসংবরণে যত্নবান্ হইলাম। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আর আমি শোকে অভিভূত হইব না। প্রজালোকে, কোনও ক্রমে, আমায় শোকাভিভূত বোধ করিতে পারিবেক না। অমাত্যদিগকে বল, কল্য অবধি, রীতিমত রাজকার্যপর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইব ; তাঁহারা যেন, যথাকালে, সমস্ত আয়োজন করিয়া, কার্যালয়ে উপস্থিত থাকেন।

এই বলিয়া, রামচন্দ্র, অবনত বদনে, কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবম্বন করিয়া রহিলেন ; অনন্তর, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, আকুল বচনে বলিতে লাগিলেন, হায়! রাজত্ব কি বিষম অসুখের ও বিপদের আস্পদ ; লোকে, কি সুখভোগের লোভে, রাজ্যাধিকারলাভের কামনা করে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। রাজ্যের ভারগ্রহণ করিয়া, আমায়, এ জন্মের মত, সকল সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইল। যার পর নাই নৃশংস হইয়া, নিতান্ত নিরপরাধে, প্রিয়ারে বনবাস দিলাম। এক্ষণে, তাঁহার জন্যে যে অশ্রুপাত করিব, তাহারও পথ নাই। রাজত্বলাভে এই ফল দর্শিয়াছে যে, আমাকে স্নেহ, দয়া, মমতা, ও ভদ্রতায় বিসর্জন দিতে হইল। উত্তরকালীন লোকেরা, নিতান্ত নৃশংস অথবা নিতান্ত অপদার্থ বলিয়া, আমার গণনা ও কলঙ্কঘোষণা করিবেক।

এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, রাম, কিয়ৎ ক্ষণ পরে, লক্ষ্মণকে বিদায় দিলেন ; এবং, ধৈর্যাবলম্বন ও শোকাবেগসংবরণ পূর্বক পর দিন প্রভাত

অবধি, যথানিয়মে রাজকার্যপর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই রূপে, তিনি রাজকার্যপর্যবেক্ষণে মনোনিবেশ করিলেন বটে; এবং, লোকেও, বাহ্য আকার দর্শনে, বোধ করিতে লাগিল, রামচন্দ্র বড় ধৈর্যশীল, অনায়াসেই দুঃসহ শোকের সংবরণ করিলেন। কিন্তু, তাঁহার কোমল অন্তঃকরণ নিরন্তর দুর্বিষহ শোকদহনে দগ্ধ হইতে লাগিল। নিতান্ত নিরপরাধে প্রিয়ারে বনবাস দিয়াছি, এই শোক ও ক্ষোভ, বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায়, তাঁহাকে সতত মর্মবেদনাপ্রদান করিতে লাগিল। কেবল লোকবিরাগ-সংগ্রহের ভয়ে, তিনি জানকীরে নির্বাসিত করেন; এক্ষণেও, কেবল সেই লোকবিরাগসংগ্রহের ভয়েই, বাহ্য আকারে শোকসংবরণ করিলেন। যৎকালে তিনি, নৃপাসনে আসীন হইয়া, মূর্তিমান্ ধর্মের ন্যায়, স্থির চিত্তে রাজকার্যপর্যালোচনা করিতেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া লোকে বোধ করিত, ভূমণ্ডলে তাঁহার তুল্য ধৈর্যশালী পুরুষ আর নাই। কিন্তু, রাজকার্য হইতে অবসৃত হইয়া, বিশ্রামভবনে প্রবেশ করিলেই, তিনি যৎপরোনাস্তি বিকলচিত্ত হইতেন। লক্ষ্মণ সদা সন্নিহিত থাকিতেন, এবং সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত অশেষবিধ প্রয়াস পাইতেন। কিন্তু, লক্ষ্মণের সান্ত্বনাবাক্যে, তাঁহার শোকানল প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত। ফলতঃ, তিনি, কেবল হাহাকার, বাষ্পমোচন, আত্মভর্ৎসন, ও সীতার গুণকীর্তন করিয়া, বিশ্রামসময় অতিবাহিত করিতেন। এই রূপে দুর্নিবার সীতাবিবাসনশোকে একান্ত আক্রান্ত হইয়া, তিনি দিন দিন কৃশ, মলিন, দুর্বল, ও সর্ব বিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ, রাজকার্য ব্যতীত, আর কোনও বিষয়েই তাঁহার প্রবৃত্তি ও উৎসাহ রহিল না।

এ দিকে, কিয়ৎ দিন পরে, জানকী দুই যমজ কুমার প্রসব করিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি, যথাবিধানে জাতকর্মপ্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিয়া, জ্যেষ্ঠের নাম কুশ ও কনিষ্ঠের নাম লব রাখিলেন। মুনিতনয়ারা, সীতার

সন্তানপ্রসব দর্শনে, যার পর নাই হর্ষপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সমস্ত আশ্রমে অতি মহান্ আনন্দকোলাহল হইতে লাগিল। সীতা, দুঃসহ প্রসববেদনায় অভিভূত হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ অচেতনপ্রায় ছিলেন। তিনি অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্যলাভ করিলে, মুনিতনয়ারা, উল্লসিত মনে, প্রীতিপূর্ণ বচনে বলিলেন, জানকি! আজ বড় আনন্দের দিন; সৌভাগ্যক্রমে, তুমি পরম সুন্দর কুমারযুগল প্রসব করিয়াছ। সীতা, শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র প্রফুল্ল ও আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন; কিন্তু, কিয়ৎ ক্ষণ পরে, শোকভরে নিতান্ত অভিভূত হইয়া, অবিরল ধারায় অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মুনিকন্যারা, সস্নেহ সম্ভাষণ সহকারে, জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি জানকি! এমন আনন্দের সময় শোকাকুল হইলে কেন? বাষ্পভরে জানকীর কণ্ঠরোধ হইয়াছিল; এজন্য, তিনি কিয়ৎ ক্ষণ কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না; অনন্তর, উচ্ছলিত শোকাবেগের কিঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া, বলিলেন, অয়ি প্রিয়সখীগণ! তোমরা কি কিছুই জান না, যে আমি, এমন আনন্দের সময়, কি জন্যে শোকাকুল হইলাম, জিজ্ঞাসা করিতেছ? পুত্রপ্রসব করিলে, স্ত্রীলোকের আহ্লাদের একশেষ হয়, যথার্থ বটে; কিন্তু, কেমন অবস্থায়, আমার সেই আহ্লাদের সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমার যে, এ জন্মের মত, সকল সুখ, সকল সাধ, সকল আহ্লাদ ফুরাইয়া গিয়াছে। যদি এই হতভাগেরা আমার গর্ভে না থাকিত, তাহা হইলে, যে মুহূর্তে লক্ষ্মণ পরিত্যাগবাক্য শুনাইলেন, সেই মুহূর্তে আমি জাহ্নবীজলে প্রবেশ করিয়া, প্রাণত্যাগ করিতাম; অথবা, অন্য কোনও প্রকারে, আত্মঘাতিনী হইতাম। আমায় কি আবার প্রাণ রাখিতে হয়, না লোকালয়ে মুখ দেখাইতে হয়।

এই বলিয়া, একান্ত শোকভারাক্রান্ত হইয়া, জানকী, অনিবার্য বেগে, বাষ্পবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন। মুনিকন্যারা, সীতার ঈদৃশ হৃদয়বিদারণ বিলাপবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন,

এবং প্রণয়পূর্ণ বচনে বলিতে লাগিলেন, প্রিয়সখি! শোকাবেগের সংবরণ কর; যাহা বলিতেছ, যথার্থ বটে; কিন্তু অধিক দিন, তোমায় এ অবস্থায় কালযাপন করিতে হইবেক না। রাজা রামচন্দ্রের বুদ্ধিবিপর্যয় ঘটিয়াছিল; তাহাতেই তিনি, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া, ঈদৃশ অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব নৃশংস আচরণ করিয়াছেন। আমরা পিতার মুখে শুনিয়াছি, তুমি অচিরে পরিগৃহীতা হইবে; অতএব শোকসংবরণ কর। মুনিতনয়াদিগের সান্ত্বনাবাদ শ্রবণে, সীতার নয়নযুগল হইতে, প্রবল বেগে, বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মুনিতনয়াদিগের কোমল হৃদয় দ্রবীভূত হইল; তাঁহারাও, শোকাভিভূত হইয়া, প্রভূত বাষ্পবারি বিমোচন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে, সদ্যঃপ্রসূত বালকেরা রোদন করিয়া উঠিল। স্নেহের এমনই মহিমা ও মোহিনী শক্তি যে, তাহাদের ক্রন্দনশব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, জানকী এককালে সকল শোক বিস্মৃত হইলেন, এবং স্নেহভরে তাহাদের সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

কুমারেরা, শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায়, দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, জননীর নয়নের ও মনের অনির্বচনীয় আনন্দসম্পাদন করিতে লাগিল। যখন তাহারা, আধ আধ কথায়, মা মা বলিয়া আহ্বান করিত; যখন তাহাদের সন্নিবেশিতমুক্তাকলাপসদৃশ দন্তগুলি দৃষ্টিগোচর হইত; যখন তাহাদের অর্ধোচ্চারিত মৃদু মধুর বচনপরম্পরা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত; যখন তিনি, তাহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া, স্নেহভরে তাহাদের মুখচুম্বন করিতেন; তখন তিনি সকল শোক বিস্মৃত হইতেন; তাঁহার সর্ব শরীর, অমৃতাভিষিক্তের ন্যায়, শীতল, ও নয়নযুগল আনন্দাশ্রুসলিলে পরিপ্লুত হইত।

কুশ ও লব পঞ্চমবর্ষীয় হইলে, মহর্ষি বাল্মীকি, তাহাদের চূড়াকর্মসম্পাদন করিয়া, বিদ্যারম্ভ করাইলেন। বালকেরা, অসাধারণ বুদ্ধি,

মেধা, ও প্রতিভার প্রভাবে, অল্প কাল মধ্যেই, বিবিধ বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিল। ইতঃপূর্বে বাল্মীকি, রাবণবধ পর্যন্ত লোকোত্তর রামচরিত অবলম্বন করিয়া, রামায়ণ নামে বহুবিস্তৃত মহাকাব্যের রচনা করিয়াছিলেন। সর্বপ্রথম, তিনি সেই অমৃতরসবর্ষী অপূর্ব মহাকাব্য, রামচন্দ্রের পুত্রদিগকে অধ্যয়ন করাইলেন। তাহারা, স্বল্প সময়েই, সেই বিচিত্র গ্রন্থ আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করিল; এবং, সীতার সমক্ষে মধুর স্বরে আবৃত্তি করিয়া, তাঁহার শোকনিবৃত্তি করিতে লাগিল। একাদশ বর্ষে, মহর্ষি, তাহাদের উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন করিয়া, বেদ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। বালকেরা, সংবৎসর কালেই, সমগ্র বেদশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অধিকারলাভ করিল।

কুশ ও লবের বয়ঃক্রম পূর্ণ দ্বাদশ বৎসর হইল; কিন্তু তাহারা কে, এ পর্যন্ত তাহারা তাহার কিছুমাত্র জানিতে পারিল না। তাহারা ঋষিকুমার ও তাহাদের জননী ঋষিপত্নী, তাহাদের এই সংস্কার জন্মিয়াছিল। ফলতঃ, জানকী যে ভাবে তপোবনে কালযাপন করিতেন; তাঁহাকে দেখিলে, কেহ ঋষিপত্নী ব্যতীত আর কিছুই বোধ করিতে পারিত না; এবং তাহাদেরও দুই সহোদরের আচার ও অনুষ্ঠান নয়নগোচর করিলে, ঋষিকুমার ব্যতিরিক্ত অন্যবিধ বোধ জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না। তাহারা জানকীকে জননী বলিয়া জানিত; কিন্তু তিনি যে মিথিলাধিপতির তনয়া, অথবা কোশলাধিপতির মহিষী, তাহা জানিতে পারে নাই। বাল্মীকি, যত্নপূর্বক, এই বিষয় তাহাদের বোধবিষয় হইতে সঙ্গোপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন; এবং তপোবনবাসীদিগকে এরূপ সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, কেহ, ভ্রমক্রমেও, তাহাদের সমক্ষে, এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিত না; আর, সীতাকেও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনিও যেন, কোনও ক্রমে, তনয়দিগের নিকট আত্মপরিচয়প্রদান না করেন; তদনুসারে, সীতাও, তাহাদের নিকট, কখনও, স্বসংক্রান্ত কোনও কথার উল্লেখ করেন নাই। তাহারা রামায়ণে রামের ও সীতার সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের

জননী যে জনকনন্দিনী, অথবা রামের সহধর্মিণী, তাহা জানিতে পারে নাই; সুতরাং, ঐ মহাকাব্যে নিজ জনক জননীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে নাই। এই রূপে, এতাবৎ কাল পর্যন্ত, কুশ ও লব আত্ম-স্বরূপপরিজ্ঞানে সম্পূর্ণরূপ অনধিকারী ছিল।

জননীর অনির্বচনীয়স্নেহসহকৃত প্রযত্ন ব্যতিরেকে, যত দিন পর্যন্ত, সন্তানের জীবনরক্ষা সম্ভাবিত নয়; তাবৎ কাল জানকী সর্বশোকবিস্মরণ পূর্বক, অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া, কুশ ও লবের লালন পালনে ব্যাপৃত ছিলেন। তাহাদের শৈশবকাল অতিক্রান্ত হইলে, মাতৃযত্নের তাদৃশী অপেক্ষা রহিল না। তখন তিনি, তাহাদের বিষয়ে এক প্রকারে নিশ্চিন্ত হইয়া, ঋষিপত্নীদিগের ন্যায়, তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। রামচন্দ্রের সর্বাঙ্গীনমঙ্গলকামনাই তদীয় তপস্যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। যদিও রাম নিতান্ত নিরপরাধে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; তথাপি, এক ক্ষণের জন্যে, সীতার অন্তঃকরণে তাঁহার প্রতি রোষ বা বিরাগের উদয় হয় নাই। তিনি যে দুস্তর শোকসাগরে পরিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা কেবল তাঁহার নিজের ভাগ্যদোষেই ঘটিয়াছে, এই বিবেচনা করিতেন; ভ্রমক্রমেও ভাবিতেন না যে, সে বিষয়ে রামচন্দ্রের কোনও অংশে কিছুমাত্র দোষ আছে। বস্তুতঃ, রামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার যেরূপ অবিচলিত ভক্তি ও ঐকান্তিক অনুরক্তি ছিল, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তিনি দেবতাদিগের নিকট, কায়মনোবাক্যে, নিয়ত এই প্রার্থনা করিতেন, যেন রামচন্দ্র কুশলে থাকেন; এবং জন্মান্তরে, তিনি যেন রামচন্দ্রেরই সহধর্মিণী হয়েন। তিনি, দিবাভাগে তপস্যাকার্যে ব্যাপৃত ও সখীভাবাপন্ন ঋষিকন্যাগণে পরিবৃত থাকিয়া, কথঞ্চিৎ কালযাপন করিতেন। কিন্তু, যামিনীযোগে একাকিনী হইলেই, তাঁহার দুর্নিবার শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিত। তিনি, কেবল রামচন্দ্রের চিন্তায় মগ্ন হইয়া, ও অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিয়া, যামিনীযাপন করিতেন। ফলকথা এই, সীতা যেরূপ পতিপ্রাণা ছিলেন, তাহাতে অকাতরে

বিরহযাতনা সহ্য করিতে পারিবেন, ইহা কোনও ক্রমে সম্ভাবিত নহে। কালসহকারে, সকলেরই শোক শিথিল হইয়া যায়; কিন্তু জানকীর শোক সর্বক্ষণ নবীভাবাপন্ন ছিল। এইরূপে, ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর, দুর্বিষহ শোকদহনে নিরন্তর অন্তর্দাহ হওয়াতে, জানকীর অলৌকিক রূপ ও লাবণ্য এককালে অন্তর্হিত, এবং কলেবর চর্মাবৃত কঙ্কাল মাত্রে পর্যবসিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজা রামচন্দ্র, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, বশিষ্ঠ, জাবালি, কাশ্যপ, বামদেব প্রভৃতি মহর্ষিবর্গের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বশিষ্ঠদেব, শ্রবণমাত্র, সাধুবাদপ্রদান পূর্বক বলিলেন, মহারাজ! উত্তম সঙ্কল্প করিয়াছেন। আপনি সসাগরা, সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি; অখণ্ড ভূমণ্ডলে যেরূপ একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, পূর্বতন কোনও নরপতি সেরূপ করিতে পারেন নাই। রামরাজ্যে প্রজালোকে যেরূপ সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছে, তাহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব। রাজ্যভারগ্রহণ করিয়া, যে যে বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে হয়, আপনি তাহার কিছুই অসম্পাদিত রাখেন নাই; রাজ-কর্তব্যের মধ্যে অশ্বমেধ মাত্র অবশিষ্ট আছে; তাহা সম্পাদিত হইলেই, আপনকার রাজ্যাধিকার আর কোনও অংশে অঙ্গহীন থাকে না। আমরা ইতঃপূর্বে ভাবিয়াছিলাম, এবিষয়ে মহারাজের নিকট প্রস্তাব করিব। যাহা হউক, যখন মহারাজ স্বয়ং সেই অভিলষিত বিষয়ের অনুষ্ঠানে উদ্‌যুক্ত হইয়াছেন, তখন আর তদ্বিষয়ে বিলম্ব করা বিধেয় নহে; অবিলম্বে তদুপযোগী আয়োজনের আদেশপ্রদান করুন।

বশিষ্ঠদেব বিরত হইবামাত্র, রামচন্দ্র পার্শ্বোপবিষ্ট অনুজদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, ভ্রাতৃগণ! ইনি যাহা বলিলেন, শ্রবণ করিলে; এক্ষণে, তোমাদের অভিপ্রায় অবগত হইলেই, কর্তব্যনিরূপণ করি।

আজ্ঞানুবর্তী অনুজেরা, তৎক্ষণাৎ, আন্তরিক অনুমোদনপ্রদর্শন করিলেন। তখন রাম বশিষ্ঠদেবকে সম্বোধিয়া বলিলেন, ভগবন্! যখন আমার অভিলাষ আপনাদের অভিমত ও অনুজদিগের অনুমোদিত হইতেছে, তখন আর তদনুযায়ী অনুষ্ঠানের কর্তব্যতাবিষয়ে কোনও সংশয় নাই। এক্ষণে আমার বাসনা এই, নৈমিষারণ্যে অভিপ্রেত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। নৈমিষারণ্য পরম পবিত্র যজ্ঞক্ষেত্র। এ বিষয়ে আপনকার কি অনুমতি হয়। বশিষ্ঠদেব তৎক্ষণাৎ সম্মতিপ্রদান করিলেন।

অনন্তর, রামচন্দ্র অনুজদিগকে বলিলেন, দেখ, যখন কর্তব্য স্থির হইল, তখন আর অনর্থক কালহরণ করা বিধেয় নহে। তোমরা সত্বর সমস্ত আয়োজন কর। অনুগত, শরণাগত, ও মিত্রভাবাপন্ন নৃপতিদিগের নিমন্ত্রণ কর। সময়নির্দেশ পূর্বক, সমস্ত নগরে ও জনপদে এ বিষয়ের ঘোষণা করিয়া দাও। লঙ্কাসমরসহায় সুহৃদ্বর্গের পরম সমাদরে আহ্বান কর; তাঁহারা আমাদের যথার্থ বন্ধু, আমাদের জন্যে, অকাতরে কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন; তাঁহারা আসিলে, আমি পরম সুখী হইব। এতদ্ব্যতিরিক্ত, যাবতীয় ঋষিদিগের নিমন্ত্রণ কর; তাঁহারা যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন করিলে, আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব। ভরত! তুমি, অবিলম্বে নৈমিষক্ষেত্রে গিয়া, যজ্ঞভূমিনির্মাণের উদ্‌যোগ কর। লক্ষ্মণ! তুমি, আবশ্যক সমস্ত দ্রব্যের যথোচিত আয়োজন করিয়া, তৎসমুদয় সত্বর তথায় পাঠাইয়া দাও। দেখ, যজ্ঞ দেখিবার নিমিত্তে, নৈমিষে অসংখ্য লোকের সমাগম হইবেক; অতএব, যত্নপূর্বক, সমস্ত বিষয়ের এরূপ আয়োজন করিবে, যেন, কোনও বিষয়ের অসঙ্গতি নিবন্ধন, কাহারও কোনও অংশে ক্লেশ বা অসুবিধা না ঘটে। তুমি সকল বিষয়ে পারদর্শী; তোমায় অধিক উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই।

এই বলিয়া রাম বিরত হইলে, বশিষ্ঠদেব বলিলেন, মহারাজ! সকল বিষয়েরই উচিতাধিক আয়োজন হইবেক, সন্দেহ নাই; কিন্তু, আমি এক

বিষয়ের একান্ত অসঙ্গতি দেখিতেছি। তখন রাম বলিলেন, আপনি কোন্ বিষয়ে অসঙ্গতির আশঙ্কা করিতেছেন, বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, মহারাজ! শাস্ত্রকারেরা বলেন, সস্ত্রীক হইয়া ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। অতএব, জিজ্ঞাসা করি, সে বিষয়ের কি ব্যবস্থা হইবেক। শ্রবণমাত্র, রামের মুখকমল ম্লান ও নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। তিনি, কিয়ৎ ক্ষণ, অবনত বদনে, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ পূর্বক, নয়নের অশ্রুমার্জন ও উচ্ছলিত শোকাবেগের সংবরণ করিয়া বলিলেন, ভগবন্! ইতঃপূর্বে এ বিষয়ে আমার উদ্বোধ মাত্র হয় নাই; এক্ষণে, কি কর্তব্য, উপদেশ করুন। বশিষ্ঠদেব, অনেক ক্ষণ একাগ্র চিত্তে চিন্তা করিয়া, বলিলেন, মহারাজ! পুনরায় দারপরিগ্রহ ব্যতিরেকে, আর কোনও উপায় দেখিতেছি না।

বশিষ্ঠবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, সকলেই এককালে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। রাম নিতান্ত সীতাগতপ্রাণ; কেবল লোকবিরাগসংগ্রহভয়ে সীতাকে বনবাস দিয়া, জীবন্মৃত হইয়া ছিলেন। তাঁহার প্রতি রামের যে অবিচলিত স্নেহ ও ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল, এ পর্যন্ত তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। সীতার মোহনী মূর্তি অহোরাত্র তাঁহার অন্তঃকরণে জাগরূক ছিল। তিনি যে, উপস্থিত কার্যের অনুরোধে পুনরায় দারপরিগ্রহে সম্মত হইবেন, তাহার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। যাহা হউক, বশিষ্ঠদেব দারপরিগ্রহ বিষয়ে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র, সে বিষয়ে ঐকান্তিকী অনিচ্ছা প্রদর্শিত করিয়া, মৌন ভাবে, অবনত বদনে, অবস্থিত রহিলেন। অনন্তর, বহুবিধ বাদানুবাদের পর, সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি সমভিব্যাহারে যজ্ঞ সম্পন্ন করাই সর্বাংশে শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া মীমাংসিত হইল।

এই রূপে সমুদয় স্থিরীকৃত হইলে, ভরত সর্বাগ্রে নৈমিষক্ষেত্রে প্রস্থান করিলেন; এবং, সমুচিত স্থানে যজ্ঞভূমির নিরূপণ করিয়া, অনুরূপ

অন্তরে, পৃথক্ পৃথক্ প্রদেশে, এক এক শ্রেণীর লোকের জন্যে, তাহাদের অবস্থোচিত অবস্থিতিস্থান নির্মিত করাইলেন। লক্ষ্মণও, অনতিবিলম্বে, অশেষবিধ অপর্যাপ্ত আহারসামগ্রী ও শয্যা যান প্রভৃতির সমবধান করিয়া, যজ্ঞক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর, রামচন্দ্র, লক্ষ্মণকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া, যথাবিধানে যজ্ঞীয় অশ্বের মোচন পূর্বক, মাতৃগণ ও অপরাপর পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে সসৈন্য নৈমিষারণ্যপ্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎ দিন পরেই, নিমন্ত্রিতগণের সমাগম হইতে লাগিল। শত শত নৃপতি, বহুবিধ মহামূল্য উপহার লইয়া, অনুচরগণ ও পরিচারকবর্গ-সমভিব্যাহারে, উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিলেন; সহস্র সহস্র ঋষি, যজ্ঞদর্শনমানসে, ক্রমে ক্রমে, নৈমিষে আগমন করিতে লাগিলেন; অসংখ্য নগরবাসী ও জনপদবাসীরাও সমাগত হইলেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন নর-পতিগণের পরিচর্যার ভারগ্রহণ করিলেন; বিভীষণ ঋষিগণের কিঙ্করকার্যে নিযুক্ত হইলেন; সুগ্রীব অপরাপর নিমন্ত্রিতবর্গের তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত রহিলেন।

এ দিকে, মহর্ষি বাল্মীকি, সীতার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া, এবং কুশ ও লবের বয়ঃক্রম দ্বাদশবৎসরপূর্ণ দেখিয়া, মনে মনে সর্বদা এই আন্দোলন করেন যে, সীতার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে তিনি অধিক দিন জীবিত থাকিবেন, এরূপ বোধ হয় না; আর, কুশ ও লব, রাজাধিরাজ-তনয় হইয়া যাবজ্জীবন তপোবনে কালযাপন করিবেক, ইহাও কোনও মতে উচিত নহে; তাহাদের ধনুর্বেদ ও রাজধর্ম, এ উভয়ের শিক্ষার সময় বহিয়া যাইতেছে। অতএব, যাহাতে সপুত্রা সীতা পুনরায় পরিগৃহীতা হন, আশু তাহার কোনও উপায় উদ্ভাবিত করা আবশ্যক। অথবা, অন্য উপায় উদ্ভাবিত করিবার প্রয়োজন কি? শিষ্য দ্বারা সংবাদ দিয়া রাম-চন্দ্রকে আমার আশ্রমে আনাইয়া, অথবা স্বয়ং রাজধানীতে গিয়া তাঁহার

সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, সপুত্রা সীতার পরিগ্রহপ্রার্থনা করি। রামচন্দ্র অবশ্যই আমার অনুরোধরক্ষা করিবেন। এই স্থির করিয়া, ক্ষণকাল মৌন ভাবে থাকিয়া, মহর্ষি বিবেচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত লোকানুরাগপ্রিয়; কেবল লোকবিরাগসংগ্রহের ভয়ে, পূর্ণগর্ভা অবস্থায়, নিতান্ত নিরপরাধে, জানকীরে নির্বাসিত করিয়াছেন; এখন, আমার কথায়, তাঁহারে সহজে গৃহে লইবেন, তাহাও সম্পূর্ণ সন্দেহস্থল। যাহা হউক, কোনও সংবাদ না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা, কোনও মতে, উচিত কল্প হইতেছে না। এই দুই বালক, উত্তর কালে, অবশ্যই কোশল-সিংহাসনে অধিরোহণ করিবেক; এইসময়ে, পিতৃসমীপে নীত হইয়া, রাজনীতি বিষয়ে বিধিপূর্বক উপদিষ্ট না হইলে, রাজকার্যনির্বাহে একান্ত অপটু ও রাজমর্যাদারক্ষণে নিতান্ত অক্ষম হইবেক। বিশেষতঃ, রাজা রামচন্দ্র, আমি কোশলরাজ্যের হিতসাধনে যত্নবিহীন বলিয়া, অনুযোগ করিতে পারেন। অতএব, এ বিষয়ে আর উপেক্ষা বা কালক্ষেপ করা বিধেয় নহে। রামচন্দ্রের নিকট সকল বিষয়ের সবিশেষ সংবাদ পাঠান উচিত। অথবা, একবারেই তাঁহার নিকটে সংবাদ না পাঠাইয়া, বশিষ্ঠ বা লক্ষ্মণের সহিত পরামর্শ করা কর্তব্য; তাঁহারাই বা কিরূপ বলেন, দেখা আবশ্যক।

এক দিন, মহর্ষি, সায়ংসন্ধ্যা ও সন্ধ্যাকালীন হোমবিধির সমাধান করিয়া, আসনে উপবেশন পূর্বক, একাকী এই চিন্তায় মগ্ন আছেন, এমন সময়ে, এক রাজভৃত্য আসিয়া রামনামাঙ্কিত নিমন্ত্রণপত্র তদীয় হস্তে সমর্পিত করিল। মহর্ষি, পত্রপাঠ করিয়া, পরমপ্রীতিপ্রদর্শন পূর্বক সেই লোককে বিশ্রাম করিবার নিমিত্তে বিদায় দিলেন; এবং এক শিষ্যের উপর তাহার আহারাদিসমাধানের ভারপ্রদান করিয়া, মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আমি যে বিষয়ের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, দৈব অনুকূল হইয়া তাহার সিদ্ধির বিলক্ষণ উপায় করিয়া দিলেন। এক্ষণে, বিনা প্রার্থনায়, কার্যসাধন

করিতে পারিব। কুশ ও লবকে শিষ্যভাবে সমভিব্যাহারে লইয়া যাই। রামের ও উহাদের দুই সহোদরের আকৃতিগত যেরূপ সৌসাদৃশ্য, দেখিলেই সকলে উহাদিগকে তাঁহার তনয় বলিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারিবেক; আর, অবলোকনমাত্র, রামেরও হৃদয় নিঃসন্দেহে দ্রবীভূত হইবেক; এবং, তাহা হইলেই, আমার অভিপ্রেতসিদ্ধির পথ স্বতঃ পরিষ্কৃত হইয়া আসিবেক।

মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, মহর্ষি জানকীর কুটীরে উপস্থিতি হইলেন; এবং বলিলেন, বৎসে! রাজা রামচন্দ্র অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছিলেন; কল্য প্রত্যূষে প্রস্থান করিব; মানস করিয়াছি, অপরাপর শিষ্যের ন্যায়, তোমার পুত্রদিগকেও যজ্ঞদর্শনে লইয়া যাইব। সীতা তৎক্ষণাৎ সম্মতিপ্রদান করিলেন। মহর্ষি, স্বীয় কুটীরে প্রতিগমন করিয়া, শিষ্যদিগকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে বলিয়া দিলেন; এবং কুশ ও লবকে বলিলেন, দেখ, এ পর্যন্ত জনপদের কোনও ব্যাপার তোমাদের নয়নগোচর হয় নাই। রামায়ণনায়ক রাজা রামচন্দ্র অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ইচ্ছা করিয়াছি, তোমাদিগকে যজ্ঞদর্শনে লইয়া যাইব। তোমাদের যজ্ঞদর্শন ও আনুষঙ্গিক রাজদর্শন সম্পন্ন হইবেক; এবং, তথায় যে অসংখ্য জনপদবাসী লোক সমবেত হইবেক, তাহাদিগকে দেখিয়া, তোমরা, অনেক অংশে, লৌকিক বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবে। তাহারা দুই সহোদরে, রামায়ণে রামের অলৌকিক গুণপরম্পরার প্রকৃষ্ট ও প্রচুর পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে সর্বাংশে অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিল; তাঁহাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিব, এই ভাবিয়া, তাহাদের আহ্লাদের সীমা রহিল না। এতদ্ব্যতিরিক্ত, যজ্ঞসংক্রান্ত মহাসমারোহ ও নানাদেশীয় বিভিন্নপ্রকার অসংখ্য লোকের একত্র সমাগম নয়নগোচর করিব, এই কৌতূহলও বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিল।

বাল্মীকির মুখে রামের নাম শুনিয়া, সীতার শোকানল প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল নির্গলিত হইতে লাগিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরেই, তাঁহার অন্তঃকরণে সহসা ভাবান্তর উপস্থিত হইল। এ পর্যন্ত, রাম সীতাগতপ্রাণ বলিয়া, তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল; আর, তিনি ইহাও স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, নিতান্ত অনায়ত্ত হওয়াতেই, রাম তাঁহাকে নির্বাসিত করিয়াছেন। কিন্তু যজ্ঞের অনুষ্ঠানবার্তা শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, রাম আবার বিবাহ করিয়াছেন, এই ভাবিয়া, তিনি একবারে ম্রিয়মাণ হইলেন। যে সীতা অকাতরে পরিত্যাগদুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন; রাম পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, এই ক্ষোভ, সেই সীতার পক্ষে, একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। পূর্বে তিনি মনে ভাবিতেন, যদিও নিতান্ত নিরপরাধে নির্বাসিত হইয়াছি, কিন্তু আমার উপর তাঁহার যেরূপ অবিচলিত স্নেহ ও ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল, কোনও অংশে তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই; এক্ষণে স্থির করিলেন, যখন পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই স্নেহের ও অনুরাগের অন্যথাভাব ঘটিয়াছে।

সীতা, নিতান্ত আকুলচিত্তে, এই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে, কুশ ও লব তদীয় কুটীরে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল, মা! মহর্ষি বলিলেন, কল্য আমাদিগকে রাজা রামচন্দ্রের যজ্ঞদর্শনার্থে লইয়া যাইবেন। যে লোক নিমন্ত্রণপত্র আনিয়াছিল, আমরা কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া, তাহার নিকটে গিয়া, রাজা রামচন্দ্রের বিষয়ে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। দেখিলাম, রাজা রামচন্দ্রের সকলই অলৌকিক কাণ্ড। কিন্তু মা! এক বিষয়ে আমরা, যার পর নাই, মোহিত ও চমৎকৃত হইয়াছি। রামায়ণ পড়িয়া তাঁহার উপর আমাদের যে প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল, এক্ষণে সেই ভক্তি সহস্র গুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। কথায় কথায় শুনিলাম, রাজা, প্রজারঞ্জনের অনুরোধে, নিজ প্রেয়সী মহিষীকে নির্বাসিত করিয়াছেন।

তখন, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে বুঝি রাজা পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, নতুবা যজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে সহধর্মিণী কে হইবেক? সে বলিল, যজ্ঞসমাধানের জন্য বশিষ্ঠদেব পুনরায় দারপরিগ্রহের নিমিত্তে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা তাহাতে কোনও ক্রমে সম্মত হন নাই; সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি নির্মিত হইয়াছে; সেই প্রতিকৃতি সহধর্মিণীর কার্যনির্বাহ করিবেক। দেখ মা! এমন মহাপুরুষ কোনও কালে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। রামচন্দ্র রাজধর্মপ্রতিপালনে যেমন যত্নশীল, দাম্পত্যধর্মপ্রতিপালনেও তদনুরূপ যত্নশীল। আমরা, ইতিহাসগ্রন্থে, অনেক অনেক রাজার ও অনেক অনেক মহাপুরুষের বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি; কিন্তু কেহই, কোনও অংশে, রাজা রামচন্দ্রের সমকক্ষ নহেন। প্রজারঞ্জনের অনুরোধে প্রেয়সীর পরিত্যাগ, ও সেই প্রেয়সীর স্নেহের অনুরোধে, যাবজ্জীবন, দারপরিগ্রহে বিমুখ হইয়া কালহরণ করা, এ উভয়ই অভূতপূর্ব ব্যাপার। যাহা হউক, মা! রামায়ণ পড়িয়া অবধি আমাদের নিতান্ত বাসনা ছিল, একবার রাজা রামচন্দ্রের মূর্তি প্রত্যক্ষ করিব; এক্ষণে, সেই বাসনা পূর্ণ হইবার এই বিলক্ষণ সুযোগ ঘটিয়াছে; অনুমতি কর, আমরা মহর্ষির সহিত রামদর্শনে যাই। সীতা অনুমতিপ্রদান করিলেন; তাহারাও দুই সহোদরে সাতিশয় হর্ষিত হইয়া, মহর্ষিসমীপে গমন করিল।

রামচন্দ্র পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, এই আশঙ্কা জন্মিয়া, যে অতিবিষম বিষাদবিষে সীতার সর্ব শরীর আচ্ছন্ন হইয়াছিল, হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির কথা শ্রবণগোচর করিয়া, তাহা সম্পূর্ণ রূপে অপসারিত এবং তদীয় চিরপ্রদীপ্ত শোকানল অনেক অংশে নির্বাপিত হইল। তখন, তাঁহার নয়নযুগল হইতে আনন্দবাষ্প বিগলিত হইতে লাগিল; এবং, নির্বাসনের ক্ষোভ তিরোহিত হইয়া, তদীয় হৃদয়ে অভূতপূর্ব সৌভাগ্যগর্ব আবির্ভূত হইল।

পর দিন, প্রভাত হইবামাত্র, মহর্ষি বাল্মীকি, কুশ, লব, ও শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে, নৈমিষপ্রস্থান করিলেন। দ্বিতীয় দিবস, অপরাহ্ণ সময়ে, তথায় উপস্থিত হইলে, বশিষ্ঠদেব, সাতিশয় সমাদর প্রদর্শনপূর্বক, তাঁহাকে ও তাঁহার শিষ্যদিগকে নির্দিষ্ট বাসস্থানে লইয়া গেলেন। কুশ ও লব, দূর হইতে রামচন্দ্রকে লোচনগোচর করিয়া, চমৎকৃত ও পুলকিত হইল, এবং পরস্পর বলিতে লাগিল, দেখ ভাই! রামায়ণে রাজা রামচন্দ্রের যে সমস্ত অলৌকিক গুণ কীর্তিত হইয়াছে, তৎসমুদয় ইঁহার আকারে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে; দেখিলেই, অলৌকিক গুণসমুদয়ের অসাধারণ আধার বলিয়া, স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে। ইনি যেমন সৌম্যমূর্তি তেমনই গম্ভীরাকৃতি। আমাদের গুরুদেব যেমন অলৌকিককবিত্বশক্তিসম্পন্ন, রাজা রামচন্দ্র তেমনিই অলৌকিকগুণসমুদয়ে পূর্ণ। বলিতে কি, এরূপ মহাপুরুষ নায়কস্থলে পরিগৃহীত না হইলে, মহর্ষির প্রণীত মহাকাব্যের এত গৌরব হইত না। রাজা রামচন্দ্রের অলৌকিক গুণের পরিকীর্তনে নিয়োজিত হওয়াতে, তদীয় অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ সার্থকতা জন্মিয়াছে। যাহা হউক, এত দিনে আমরা নয়নের চরিতার্থতালাভ করিলাম।

ক্রমে ক্রমে যাবতীয় নিমন্ত্রিতগণ সমবেত হইলে, নিরূপিত দিবসে, মহাসমারোহে, সঙ্কল্পিত মহাযজ্ঞের আরম্ভ হইল। অসংখ্য দীন, দরিদ্র, ও অনাথ, পৃথক্ পৃথক্ প্রার্থনায়, যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে লাগিল। অন্নার্থী অপর্যাপ্ত অন্ন, অর্থাভিলাষী প্রার্থনাধিক অর্থ, ভূমিকাঙ্ক্ষী আকাঙ্ক্ষাতিরিক্ত ভূমি, প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ফলতঃ, যে ব্যক্তি যে অভিলাষে আগমন করিতে লাগিল, আগমনমাত্র তাহার সে অভিলাষ পূর্ণ হইতে লাগিল। অনবরত, চতুর্দিকে নৃত্য, গীত, বাদ্য হইতে লাগিল। সকলেই মনোহর বেশ ভূষায় সুশোভিত। সকলেরই মুখে আমোদের আহ্লাদের সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল; কাহারও

অন্তঃকরণে দুঃখের বা ক্ষোভের সঞ্চার আছে, এরূপ বোধ হইল না। যে সকল দীর্ঘজীবী রাজা, ঋষি, বা অন্যাদৃশ লোক যজ্ঞদর্শনে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, আমরা কখনও এরূপ যজ্ঞ দেখি নাই। অতীতবেদী ব্যক্তিরাও বলিতে লাগিলেন, কোন কালে, কোনও রাজা, ঈদৃশ সমৃদ্ধি ও সমারোহ সহকারে, যজ্ঞ করিতে পারেন নাই; রাজা রামচন্দ্রের সকলই অদ্ভুত কাণ্ড।

এই রূপে, প্রত্যহ, মহাসমারোহে, যজ্ঞক্রিয়া হইতে লাগিল; এবং যাবতীয় নিমন্ত্রিতগণ, সভায় সমবেত হইয়া, যজ্ঞসংক্রান্ত সমৃদ্ধি ও সমারোহের আতিশয্যদর্শনে, নিরতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এক দিন, মহর্ষি বাল্মীকি, বিরলে বসিয়া, বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমি, যজ্ঞদর্শনে আসক্ত হইয়া, এত দিন বৃথা অতিবাহিত করিলাম; এ পর্যন্ত, অভিপ্রেতসাধনের কোনও উপায় অবলম্বন করিলাম না। যাহা হউক, এক্ষণে, কি প্রণালীতে, কুশ ও লবকে রামচন্দ্রের দর্শনপথে পাতিত করি। উহাদের দুই সহোদরকে, সমভিব্যাহারে করিয়া, রাজসভায় লইয়া যাই; অথবা, রামচন্দ্রকে কৌশলক্রমে এখানে আনাই; এবং, বিরলে সকল বিষয়ের সবিশেষ নির্দেশ করিয়া, এবং কুশ ও লবের পরিচয় দিয়া, সীতার পরিগ্রহপ্রার্থনা করি। মহর্ষি, মনে মনে এবংবিধ বিবিধ বিতর্ক করিয়া, পরিশেষে স্থির করিলেন, কুশ ও লবকে রামায়ণগান করিতে আদেশ করি। তাহারা স্থানে স্থানে গান করিয়া বেড়াইলে, ক্রমে রাজার গোচর হইবেক; তখন তিনি অবশ্যই, স্বীয় চরিতের শ্রবণমানসে, উহাদিগকে স্বসমীপে নীত করিবেন, এবং তাহা হইলেই, বিনা প্রার্থনায়, আমার অভিপ্রেত সিদ্ধ হইবেক।

এই সিদ্ধান্ত করিয়া, মহর্ষি কুশ ও লবকে বলিলেন, বৎস কুশ! বৎস লব! তোমরা প্রতিদিন, সময়ে সময়ে, সমাহিত হইয়া, ঋষিগণের বাসকুটীরের সম্মুখে, নরপতিগণের পটমণ্ডপমণ্ডলীর পুরোভাগে, পৌরগণ ও জানপদবর্গের আবাসশ্রেণীর সমীপদেশে, এবং সভাভবনের অভিমুখভাগে, মনের অনুরাগে, বীণাসংযোগে রামায়ণের গান করিবে। যদি রাজা, কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, তোমাদিগকে ডাকিয়া পাঠান, এবং তাঁহার সম্মুখে গান করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন, তৎক্ষণাৎ গান করিতে আরম্ভ করিবে। আর, যত ক্ষণ তাঁহার নিকটে থাকিবে, কোনও প্রকারে ধৃষ্টতাপ্রদর্শন বা অশিষ্ট ব্যবহার করিবে না। রাজা সকলের পিতৃস্থানীয়; অতএব, তোমরা তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ পিতৃভক্তিপ্রদর্শন করিবে। যদি, সঙ্গীতশ্রবণে প্রীত হইয়া, রাজা পুরস্কারস্বরূপ অর্থপ্রদানে উদ্যত হন, লোভবশ হইয়া, কদাচ অর্থগ্রহণ করিবে না; বিনয় ও ভক্তিযোগ সহকারে নিস্পৃহতা দেখাইয়া অর্থগ্রহণে অসম্মতিপ্রদর্শন করিবে; বলিবে, মহারাজ! আমরা বনবাসী, তপোবনে থাকিয়া, ফল মূল দ্বারা, প্রাণধারণ করি, আমাদের অর্থের প্রয়োজন নাই। আর, যদি রাজা তোমাদের পরিচয়জিজ্ঞাসা করেন, বলিবে, আমরা বাল্মীকির শিষ্য।

এইরূপ আদেশ ও উপদেশ দিয়া, মহর্ষি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। অনন্তর, তাহারা দুই সহোদরে তদীয় আদেশ ও উপদেশের অনুবর্তী হইয়া, বীণাসহযোগে, মধুর স্বরে, স্থানে স্থানে রামায়ণগান করিতে আরম্ভ করিল। যে শুনিল, সেই, মোহিত ও নিস্পন্দ ভাবে অবস্থিত হইয়া, অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিল। না হইবেই বা কেন? প্রথমতঃ, রামের চরিত্র অতি বিচিত্র ও পরম পবিত্র; দ্বিতীয়তঃ, বাল্মীকির রচনা অতি চমৎকারিণী ও যার পর নাই চিত্তহারিণী; তৃতীয়তঃ, কুশ ও লবের রূপমাধুরী দৃষ্টিগোচর হইলে, সকলকেই মোহিত হইতে হয়; তাহাতে

আবার তাহাদের স্বর এমন মধুর যে, উহার সহিত তুলনা করিলে, কোকিলের কলরব কর্কশ বোধ হয়; চতুর্থতঃ, বীণাযন্ত্রে তাহাদের যেরূপ অলৌকিক নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল, তাহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব। যে সঙ্গীতে এ সমুদয়ের সমবায় থাকে, তাহা শুনিয়া, কাহার চিত্ত অনির্বচনীয় প্রীতিরসে পূর্ণ না হয়।

কিঞ্চিৎ কাল পরেই, অনেকেই রামের নিকটে গিয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! দুই সুকুমার ঋষিকুমার, বীণাযন্ত্রসহযোগে, আপনকার চরিত্র-গান করিতেছে; যে শুনিতেছে, সেই মোহিত হইতেছে। আমরা, জন্মাবচ্ছিন্নে, কখনও এমন মধুর সঙ্গীত শুনি নাই। তাহারা যমজ সহোদর। মহারাজ! মানবকলেবরে কেহ কখনও এমন রূপের মাধুরী দেখি নাই। স্বরের মাধুরীর কথা অধিক আর কি বলিব, কিন্নরেরাও শুনিলে পরাভবস্বীকার করিবেক। আর, তাহারা যে কাব্যের গান করিতেছে, তাহা কাহার রচিত, বলিতে পারি না; কিন্তু এমন অভূতপূর্ব ললিত রচনা কখনও শ্রবণগোচর করেন নাই। মহারাজ! আমাদের প্রার্থনা এই, তাহাদিগকে রাজসভায় আনাইয়া, আপনকার সমক্ষে গান করিতে আদেশ করেন। আপনি তাহাদিগকে দেখিলে, ও তাহাদের গান শুনিলে, নিঃসন্দেহ, মোহিত হইবেন।

শ্রবণমাত্র, রামের অন্তঃকরণে অতিপ্রভূত কৌতূহলরস সঞ্চারিত হইল। তখন তিনি, এক সভাসদ্ ব্রাহ্মণ দ্বারা, তাহাদের দুই সহোদরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারা, রাজা আহ্বান করিয়াছেন শুনিয়া, ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে, অতি বিনীত ভাবে সভামণ্ডপে প্রবেশ করিল। তাহাদিগকে দৃষ্টিগোচর করিবামাত্র, রামের হৃদয়ে কেমন এক অনির্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হইল। প্রীতিরস, অথবা বিষাদবিষ, সহসা সর্ব শরীরে সঞ্চারিত হইল, ইহার অবধারণ করিতে পারিলেন না; কিয়ৎ ক্ষণ, বিভ্রান্তচিত্তের ন্যায়, সেই দুই কুমারের উপর দৃষ্টিবিন্যাস করিয়া রহিলেন;

এবং, অকস্মাৎ এরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইল কেন, তাহার অনুধাবন করিতে না পারিয়া, চিত্রার্পিতের প্রায়, উপবিষ্ট রহিলেন।

কুমারেরা, ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইয়া, মহারাজের জয় হউক বলিয়া, রামচন্দ্রের সংবর্ধনা করিল; এবং, তদীয় আদেশ অনুসারে, সমুচিত প্রদেশে উপবেশন করিয়া, যথোচিত বিনয় ও নিরতিশয় ভক্তিযোগ সহকারে, জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! কি জন্যে আমাদের আহ্বান করিয়াছেন? তাহারা সন্নিহিত হইলে, তদীয় কলেবরে নিজের ও জানকীর অবয়বের সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া, রাম একান্ত বিকলচিত্ত হইলেন; কিন্তু, তৎকালে রাজসভায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল; এজন্যে, অতি কষ্টে চিত্তের চাঞ্চল্যসংবরণ করিয়া, সম্পূর্ণ সপ্রতিভের ন্যায়, তাহাদিগকে বলিলেন, শুনিলাম, তোমরা অপূর্ব গান করিতে পার; যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে তোমাদের প্রশংসা করিতেছেন। এজন্যে, আমিও তোমাদের সঙ্গীত শুনিবার মানস করিয়াছি। যদি তোমাদের অভিমত হয়, কিয়ৎ ক্ষণ গান করিয়া, আমায় প্রীতিপ্রদান কর। তাহারা বলিল, মহারাজ! আমরা যে কাব্যের গান করিয়া থাকি, তাহা বহুবিস্তৃত; তাহাতে মহারাজের পবিত্র চরিত্র সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা, আপনকার সমক্ষে, ঐ কাব্যের কোন্ অংশের গান করিব, আদেশ করুন।

সেই দুই কুমারকে নয়নগোচর করিয়া অবধি, রামের চিত্ত এত চঞ্চল এবং সীতানির্বাসনশোক এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, লোকলজ্জার ভয়ে আর ধৈর্য অবলম্বন করা অসাধ্য ভাবিয়া, তিনি সহসা সভাভঙ্গ করিয়া, বিজনপ্রদেশসেবনের নিমিত্ত, নিরতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন; এজন্যে বলিলেন, অদ্য তোমরা ইচ্ছামত যে কোনও অংশের গান কর; কল্য প্রভাত অবধি, প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া, তোমাদের মুখে সমস্ত কাব্যের গান শুনিব। তাহারা, যে আজ্ঞা, মহারাজ! বলিয়া, সঙ্গীতের

আরম্ভ করিল। সভাস্থ সমস্ত লোক, মোহিত হইয়া, মুক্তকণ্ঠে, সাধুবাদ-প্রদান করিতে লাগিলেন। রাম, কবির পাণ্ডিত্য ও রচনার লালিত্য দর্শনে নিরতিশয় চমৎকৃত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কাব্য কাহার রচিত, কাহার নিকটেই বা তোমরা সঙ্গীতশিক্ষা করিয়াছ? তাহারা বলিল, মহারাজ! এই কাব্য ভগবান্ বাল্মীকির রচিত; আমরা তাঁহার তপোবনে প্রতিপালিত হইয়াছি, এবং তাঁহার নিকটেই সমস্ত শিক্ষা করিয়াছি। তখন, রাম বলিলেন, ভগবান্ বাল্মীকি এই কাব্যে অদ্ভুত কবিত্বশক্তি প্রদর্শিত করিয়াছেন। অল্প শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারা যায় না। আজ তোমাদের অনেক পরিশ্রম হইয়াছে; তোমাদিগকে আর অধিক কষ্ট দিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না; এখন তোমরা আবাসে গমন কর।

এই বলিয়া, তাহাদের দুই সহোদরকে বিদায় দিয়া, রাম সে দিবস সত্বর সভাভঙ্গ করিলেন; এবং, বিশ্রামভবনে প্রবেশ করিয়া, একাকী চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই দুই কুমারকে নয়নগোচর করিয়া, আমার অন্তঃকরণ এত আকুল হইল কেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপন সন্তান দেখিলে, লোকের চিত্তে যেরূপ স্নেহের ও বাৎসল্যরসের সঞ্চার হয় বলিয়া শুনিতে পাই; আমারও, ইহাদিগকে দেখিয়া, ঠিক সেইরূপ হইতেছে। কিন্তু এইরূপ হইবার কোনও কারণই দেখিতেছি না। ইহারা ঋষিকুমার; আর, যদিই বা ঋষিকুমার না হয়, তাহা হইলেই বা আমার সে আশা করিবার সম্ভাবনা কি। আমি যে অবস্থায় যেরূপে প্রিয়ারে বনবাস দিয়াছি, তাহাতে তিনি দুঃসহ শোকে ও অসহনীয় অপমানভরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ পরিত্যাগ করিয়া আসিলে, হয় তিনি আত্মঘাতিনী হইয়াছেন, নয় কোনও দুরন্ত হিংস্র জন্তু তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছে। তিনি যে, তেমন অবস্থায়, প্রাণধারণে সমর্থ হইয়া, নির্বিঘ্নে সন্তানপ্রসব করিয়াছেন, এবং তাহাদের লালন পালন করিতে

পারিয়াছেন, এরূপ আশা নিতান্ত দুরাশা মাত্র। আমি যেরূপ হতভাগ্য, তাহাতে এত সৌভাগ্য কোনও ক্রমে সম্ভবিতে পারে না।

এই বলিয়া, একান্ত বিকলচিত্ত হইয়া, রাম কিয়ৎ ক্ষণ অশ্রুবিসর্জন করিলেন; অনন্তর, শোকাবেগসংবরণ করিয়া, বলিতে লাগিলেন, কিন্তু উহাদের আকার প্রকার দেখিলে, ক্ষত্রিয়কুমার বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে। অধিকন্তু, উহাদের কলেবরে আমার অবয়বের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। আর, অভিনিবেশ পূর্বক অবলোকন করিলে, সীতার অবয়ব-সৌসাদৃশ্য নিঃসংশয়িত রূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে; ভ্রূ, নয়ন, নাসিকা, কর্ণ, চিবুক, ওষ্ঠ, ও দন্তপংক্তিতে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। এত সৌসাদৃশ্য কি আকস্মিক ঘটনা মাত্রে পর্যবসিত হইবেক? আর, ইহারা বলিল, বাল্মীকির তপোবনে প্রতিপালিত হইয়াছে; আমিও লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলাম, সীতারে বাল্মীকির তপোবনে রাখিয়া আসিবে। হয় ত, মহর্ষি, কারুণ্য বশতঃ, সীতাকে আপন আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন; তথায় তিনি এই যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছেন। লক্ষণ দেখিয়া, সকলে এরূপ বোধ করিতেন, জানকী গর্ভযুগলধারণ করিয়াছেন। এ সকলের আলোচনা করিলে, আমার আশা নিতান্ত দুরাশা বলিয়াও বোধ হয় না। অথবা, আমি, মৃগতৃষ্ণিকায় ভ্রান্ত হইয়া, অনর্থক আপনাকে ক্লেশ দিতে উদ্যত হইয়াছি। যখন আমি, নৃশংস রাক্ষসের ন্যায়, নিতান্ত নির্দয় ও নিতান্ত নির্মম হইয়া, তাদৃশী পতিপ্রাণা কামিনীরে, সম্পূর্ণ নিরপরাধে, বনবাস দিয়াছি, তখন আর সে সব আশা করা নিতান্ত মূঢ়ের কর্ম। হা প্রিয়ে! তুমি, তেমন সুশীলা ও সরলহৃদয়া হইয়া, কেন এমন দুঃশীলের ও কুটিল-হৃদয়ের হস্তে পড়িয়াছিলে। আমি যখন, তোমায় নিতান্ত পতিপ্রাণা ও একান্ত শুদ্ধচারিণী জানিয়াও, অনায়াসে বনবাস দিতে, এবং বনবাস দিয়া এ পর্যন্ত প্রাণধারণ করিতে পারিয়াছি, তখন আমা অপেক্ষা নৃশংস ও পাষাণহৃদয় আর কে আছে?

এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে, দুর্ধর শোকভরে অভিভূত হইয়া, রাম বিচেতনপ্রায় হইলেন, এবং অবিরল ধারায় বাষ্পবারিবিমোচন ও মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, কিঞ্চিৎ শান্তচিত্ত হইয়া, তিনি বলিতে লাগিলেন, বাল্মীকি সীতারে আপন আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং সীতা তথায় এই দুই যমল তমল প্রসব করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। ইহারা যে প্রকৃত ঋষিকুমার নহে, তাহার এক দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আকার দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, ইহারা অল্প দিন মাত্র উপনীত হইয়াছে। এক্ষণে ইহাদের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসরের ন্যূন নহে। বোধ হয়, একাদশ বর্ষে উপনয়নসংস্কার সম্পন্ন হইয়াছে। ক্ষত্রিয়কুমার না হইলে, এ বয়সে উপনয়ন হইবেক কেন? প্রকৃত ঋষিকুমার হইলে, মহর্ষি অবশ্য অষ্টম বর্ষে ইহাদের সংস্কারসম্পাদন করিতেন। ইহা ভিন্ন, উপনীত ঋষিকুমারদিগের যেরূপ বেশ হয়, ইহাদের বেশ সর্বাংশে সেরূপ লক্ষিত হইতেছে না। যদি ইহারা ক্ষত্রিয়কুমার হয়, তাহা হইলে, ইহাদের সীতার সন্তান হওয়া যত সম্ভব, অন্যের সন্তান হওয়া তত সম্ভব বোধ হয় না; কারণ, অন্য ক্ষত্রিয়সন্তানের তপোবনে প্রতিপালিত ও উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা কি? আমার মত হতভাগ্য লোকের সন্তান না হইলে, ইহাদের কদাচ এ অবস্থা ঘটিত না।

মনে মনে এইরূপ বিতর্ক ও আক্ষেপ করিয়া, রাম বলিতে লাগিলেন, যদি প্রিয়া এ পর্যন্ত জীবিত থাকেন, এবং এই দুই কুমার আমার তনয় হয়, তাহা হইলে কি আহ্লাদের বিষয় হয়। প্রিয়া পুনরায় আমার নয়নের ও হৃদয়ের আনন্দদায়িনী হইবেন, ইহা ভাবিলেও, আমার সর্ব শরীর অমৃতরসে অভিষিক্ত হয়। এই বলিয়া, যেন সীতার সহিত সমাগম অবধারিত হইয়াছে, ইহা স্থির করিয়া, রাম বলিতে লাগিলেন, এই দীর্ঘ বিয়োগের পর, যখন প্রথম সমাগম হইবেক, তখন, বোধ হয়, আমি আহ্লাদে অধৈর্য হইব; প্রিয়ারও আহ্লাদের একশেষ হইবেক, তাহার

সন্দেহ নাই। প্রথমসমাগমসময়ে, উভয়েরই আনন্দাশ্রুপ্রবাহ প্রবল বেগে বাহিত হইতে থাকিবেক। কিয়ৎ ক্ষণ, এইরূপ চিন্তায় মগ্ন হইয়া, তিনি হর্ষবাষ্পবিসর্জন করিলেন। পর ক্ষণেই, এই চিন্তা উপস্থিত হইল, আমি যেরূপ নৃশংস আচরণ করিয়াছি, তাহাতে, প্রিয়ার সহিত সমাগম হইলে, কেমন করিয়া তাঁহারে এ মুখ দেখাইব। অথবা, তিনি যেরূপ সাধুশীলা ও সরলহৃদয়া, তাহাতে অনায়াসেই আমার অপরাধমার্জনা করিবেন। আমি দেখিবামাত্র, তাঁহার চরণে ধরিয়া, বিনীত বচনে ক্ষমাপ্রার্থনা করিব। কিয়ৎ ক্ষণ পরেই, আবার এই চিন্তা উপস্থিত হইল, পাছে প্রজালোকে বিরাগপ্রদর্শন করে, এই আশঙ্কায় আমি প্রিয়ারে বনবাসে পাঠাইয়াছি; এক্ষণে, যদি তাঁহারে গৃহে লই, তাহা হইলে, পুনরায় সেই আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে। এত কাল, আপনাকে ও প্রিয়াকে দুঃসহ বিরহযাতনায় যে দগ্ধ করিলাম, সে সকলই বিফল হইয়া যায়।

এই বলিয়া, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, রাম কিয়ৎ ক্ষণ অপ্রসন্ন মনে অবস্থিত রহিলেন; অনন্তর, সহসা উদ্ভূত রোষাবেশ সহকারে বলিতে লাগিলেন, আর আমি অমূলক লোকাপবাদে আস্থাপ্রদর্শন করিব না। অতঃপর প্রিয়ারে গৃহে লইলে, যদি প্রজালোকে অসন্তুষ্ট হয়, হউক; আর আমি তাহাদের ছন্দানুবৃত্তি করিতে পারিব না। আমি যথেষ্ট করিয়াছি। রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, কে কখন্, আমার ন্যায়, আত্মবঞ্চন করিয়াছে। প্রথমেই প্রিয়ারে বনবাসে দেওয়া নিতান্ত নির্বোধের কর্ম হইয়াছে। এক্ষণে আমি অবশ্যই তাঁহারে গৃহে লইব। নিতান্ত না হয়, ভরতের হস্তে রাজ্যভার সমর্পিত করিয়া, প্রিয়া-সমভিব্যাহারে বানপ্রস্থধর্ম অবলম্বন করিব। প্রিয়াবিরহিত হইয়া রাজ্যভোগ অপেক্ষা, তাঁহার সমভিব্যাহারে বনবাস, আমার পক্ষে, সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর, তাহার সন্দেহ নাই।

রাম, আহার ও নিদ্রার পরিহার পূর্বক, এইরূপ বহুবিধ চিন্তায় মগ্ন হইয়া, রজনীযাপন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মহর্ষি বাল্মীকি, রামচরিত অবলম্বন করিয়া, অতি অদ্ভুত কাব্যের রচনা করিয়াছেন; তাঁহার দুই কোকিলকণ্ঠ তরুণবয়স্ক শিষ্য, অতি মধুর স্বরে, সেই কাব্যের গান করে; কল্য প্রভাতে, তাহারা রাজসভায় গান করিবেক; সেই সংবাদ নৈমিষাগত ব্যক্তি মাত্রেই অবগত হইয়াছিলেন। রজনী অবসন্না হইবামাত্র, কি ঋষিগণ, কি নৃপতিগণ, কি অপরাপর নিমন্ত্রিতগণ, সকলেই, সঙ্গীতশ্রবণলালসার বশবর্তী হইয়া, সাতিশয় ব্যগ্রচিত্তে, রাজসভায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। সে দিবসের সভায় সমারোহের সীমা ছিল না। রামচন্দ্র রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, এবং সুগ্রীব, বিভীষণ আদি সুহৃদ্বর্গ, তাঁহার বামে ও দক্ষিণে, যথাযোগ্য আসনে আসীন হইলেন। কৌশল্যা, কেকয়ী, সুমিত্রা, ঊর্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্তি প্রভৃতি রাজপরিবার, অরুন্ধতী প্রভৃতি ঋষিপত্নীগণ সমভিব্যাহারে, পৃথক্ স্থানে অবস্থিত হইলেন।

এই রূপে রাজসভায় সমবেত হইয়া, সমস্ত লোক অভিনব কাব্যের ও সুকুমার গায়কযুগলের কথা লইয়া আন্দোলন ও নিতান্ত উৎসুক চিত্তে তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে, মহর্ষি বাল্মীকি, কুশ ও লব সমভিব্যাহারে, সভাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখিবামাত্র, সভামণ্ডলে মহান্ কোলাহল উত্থিত হইল। যাঁহারা, পূর্ব দিন, কুশ ও লবকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা, অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া, স্বসমীপে উপবিষ্ট ব্যক্তিদিগকে তাহাদের দুই সহোদরকে দেখাইতে লাগিলেন। বাল্মীকি সভামণ্ডপে প্রবেশ করিবামাত্র, সভাস্থ সমস্ত লোক, এককালে গাত্রোত্থান করিয়া, তাঁহার সংবর্ধনা করিলেন। মহর্ষি ও তাঁহার দুই শিষ্যের নিমিত্তে পৃথক্ স্থান স্থিরীকৃত ছিল; তাঁহারা তথায় উপবিষ্ট হইলেন। সকলেই, সঙ্গীতশ্রবণের নিমিত্তে নিতান্ত অধৈর্য হইয়া, একান্ত উৎসুক চিত্তে, কখন্ আরম্ভ হয়, এই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, বাল্মীকি, সভার সর্বাংশে নয়নসঞ্চারণ করিয়া, রামচন্দ্রকে বলিলেন, মহারাজ! সকলেই শ্রবণের নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন; অতএব অনুমতি করুন, সঙ্গীতের আরম্ভ হউক। অনন্তর, তদীয় আদেশ অনুসারে, কুশ ও লব বীণাযন্ত্রসহযোগে সঙ্গীতের আরম্ভ করিল। বাল্মীকি পূর্বেই কুশ ও লবকে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন, রামায়ণের যে সকল অংশে রামের ও সীতার পরস্পর স্নেহ ও অনুরাগ বর্ণিত আছে, তোমরা অদ্য ঐ সকল অংশেরই গান করিবে। তদনুসারে তাহারা কিয়ৎ ক্ষণ গান করিবামাত্র, রামের হৃদয় দ্রবীভূত হইল; তদীয় নয়নযুগল হইতে, প্রবল বেগে, বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি তাহাদের দুই সহোদরকে যত দেখিতে লাগিলেন, ততই, তাহারা সীতার তনয় বলিয়া, তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিতে লাগিল। ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, ইঁহারাও, তাহাদের কলেবরে রামের ও সীতার সৌসাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া, মনে মনে নানা বিতর্ক করিতে লাগিলেন। ইহা ব্যতিরিক্ত, সভাস্থ সমস্ত লোক, একবাক্য হইয়া, বলিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য! এই দুই ঋষিকুমার যেন রামচন্দ্রের প্রতিকৃতিস্বরূপ; যদি বেশে ও বয়সে বৈষম্য না থাকিত, তাহা হইলে, রামে ও এই দুই ঋষিকুমারে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইত না। বোধ হয়, যেন রাম, কুমারবয়স অবলম্বন পূর্বক দুই মূর্তি ধরিয়া, ঋষিকুমারের বেশপরিগ্রহ করিয়াছেন। এই বয়সে, রামের যেরূপ আকৃতি ও রূপ লাবণ্যের যেরূপ মাধুরী ছিল, ইহাদের অবিকল সেইরূপ লক্ষিত হইতেছে। যাহা হউক, সভাস্থ সমস্ত লোক, মোহিত ও নিস্পন্দ ভাবে অবস্থিত হইয়া, একতান মনে সঙ্গীত-শ্রবণ ও অনিমিষ নয়নে তাহাদের রূপনিরীক্ষণ, করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! ইহাদিগকে সহস্র সুবর্ণ পুরস্কার দাও। তাহারা, শ্রবণমাত্র, বিনয়নম্র বচনে বলিল, মহারাজ! আমরা বনবাসী, বিলাসী বা ভোগাভিলাষী নহি; যদৃচ্ছালব্ধ ফল মূল মাত্র

আহার ও বল্কল মাত্র পরিধান করিয়া কালযাপন করি ; আমাদের সুবর্ণে প্রয়োজন কি ? আমরা, অনেক যত্নে, অনেক পরিশ্রমে, আপনকার চরিত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম ; আজ আপনকার সমক্ষে তাহার পরিচয় দিয়া, আমাদের সেই যত্ন ও সেই পরিশ্রম সর্বতোভাবে সার্থক হইল। আপনি শ্রবণ করিয়া যে প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহাতেই আমরা চরিতার্থ হইয়াছি। বালকদিগের এইরূপ প্রবীণতা ও বীতস্পৃহতা দর্শনে, সকলে এককালে চমৎকৃত হইলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ অবিচলিত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া, কুশ ও লব সীতার তনয় বলিয়া, কৌশল্যার অন্তঃকরণে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল। তখন তিনি, নিতান্ত অস্থিরচিত্ত হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে, হা বৎসে জানকি! ইহা বলিয়া, ভূতলে পতিত ও মূর্ছিত হইলেন। সকলে, একান্ত বিকলান্তঃকরণ হইয়া, অশেষ যত্নে তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ সঙ্গীত-শ্রবণ করিয়া, সকলেরই হৃদয়ে সীতার শোক এত প্রবল ভাবে উদ্ভূত হইয়া উঠিল যে, সকলেই নিতান্ত অস্থির হইলেন, এবং অবিরল ধারায় বাষ্পবারিবিমোচন ও মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা, নিরতিশয় অধীরা হইয়া, উন্মত্তার ন্যায় বলিতে লাগিলেন, ঐ দুই কুমারকে কেহ আমার নিকটে আনিয়া দাও ; ক্রোড়ে লইয়া, এক বার আমি উহাদের মুখচুম্বন করিব ; উহারা আমার জানকীর তনয় ; উহাদিগকে দেখিয়া, আমার প্রাণ কেমন করিতেছে ; হয় তোমরা উহাদিগকে আমার নিকটে আনিয়া দাও, নয় আমি উহাদের নিকটে যাই ; ক্রোড়ে লইয়া, এক বার উহাদের মুখচুম্বন করিলে, আমার জানকীশোকের অনেক নিবারণ হইবেক। ঐ দেখ না, উহাদের অবয়বে আমার রামের ও জানকীর সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। উহারা সভায় প্রবেশ করিবামাত্র, যেন কেহ আমায় বলিয়া দিল, ঐ তোমার রামের দুই বংশধর আসিতেছে ; সেই অবধি উহাদের জন্যে আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে।

আমি, বার বৎসরে, সীতাকে একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলাম; কিন্তু, উহাদিগকে দেখিয়া, আমার সীতাশোক পুনরায় নূতন হইয়া উঠিয়াছে। হা বৎসে জানকি! তুমি কোথায় রহিয়াছ, তোমার কি অবস্থা ঘটিয়াছে, অদ্যাপি জীবিত আছ, কি এই পাপিষ্ঠ নরলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছ, কিছুই জানি না। এই বলিয়া, দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ করিয়া, কৌশল্যা পুনরায় মূৰ্চ্ছিত হইলেন। সকলে, সযত্ন হইয়া, পুনরায় তাঁহার চৈতন্য-সম্পাদন করিলেন। তখন, কৌশল্যা, নিরতিশয় অধৈর্য হইয়া, বলিতে লাগিলেন, এখনও তোমরা উহাদিগকে আমার নিকটে আনিয়া দিলে না; না হয় কেহ এক বার, লক্ষ্মণের নিকটে গিয়া, আমার নাম করিয়া বলুক; লক্ষ্মণ এখনই উহাদিগকে আনিয়া আমার ক্রোড়ে দিবেক।

কৌশল্যার এইরূপ অস্থিরতা ও কাতরতা দেখিয়া, অরুন্ধতীর আদেশ অনুসারে, সমীপবর্তিনী প্রতিহারিণী, লক্ষ্মণের নিকটে গিয়া, সবিশেষ সমস্ত বলিয়া, কৌশল্যার অভিপ্রায় তাঁহার গোচর করিল। লক্ষ্মণ, কৌশলক্রমে, সে দিবস সেই পর্যন্ত সঙ্গীতক্রিয়া রহিত করিয়া, সভাভঙ্গ করিলেন; এবং, কুশ ও লবকে সমভিব্যাহারে লইয়া, কৌশল্যার নিকটে উপস্থিত হইলেন। কৌশল্যা, তাহাদের দুই সহোদরকে ক্রোড়ে লইয়া, স্নেহভরে, বারংবার উভয়ের শিরশ্চুম্বন করিলেন, এবং হা বৎসে জানকি! তুমি কোথায় রহিয়াছ; এই বলিয়া, নিতান্ত কাতর হইয়া, উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে, সুমিত্রা, উর্মিলা প্রভৃতি সকলেই, সাতিশয় শোকাভিভূত হইয়া, অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত, বিলাপ, ও পরিতাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। কুশ ও লব, এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, অবাক্ হইয়া রহিল।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, কৌশল্যা, কিঞ্চিৎ অংশে শোকসংবরণ করিয়া, সন্দেহ-ভঞ্জনমানসে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের ও তোমাদের জনক জননীর নাম কি? তাহারা, অতি বিনীত ভাবে, স্বস্বনামকীর্তন করিয়া বলিল, আমাদের পিতা কে, তাহা আমরা জানি না; এ পর্যন্ত

আমরা তাঁহাকে দেখি নাই ; আমাদের জননী আছেন, তিনি তপস্বিনা ; কিন্তু, এক দিনও, আমরা তাঁহার নাম শুনি নাই, কেহ আমাদিগকে বলিয়া দেয় নাই ; আমরাও তাঁহাকে বা অন্য কাহাকেও কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। আমরা মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্য ; তাঁহার তপোবনে প্রতিপালিত হইয়াছি, এবং তাঁহারই নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছি। আকুল চিত্তে এই সকল কথা শুনিয়া, অনেক অংশে, কৌশল্যার সংশয়াপনোদন হইল। কিন্তু, সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত না হইয়া, তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের জননীর আকৃতি কিরূপ ? কুশ ও লব তদীয় আকৃতির যথাযথ বর্ণনা করিল। তখন, তাহারা সীতার তনয় বলিয়া, এককালে সকলের দৃঢ় নিশ্চয় হইল ; এবং কৌশল্যা প্রভৃতি সমস্ত রাজপরিবারের শোকসিন্ধু, অনিবার্য বেগে, উথলিয়া উঠিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, কৌশল্যা কুশ ও লবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের জননী কেমন আছেন ? তাহারা বলিল, তাঁহাকে সর্বদাই জীবন্মৃতপ্রায় দেখিতে পাই ; বিশেষতঃ, তিনি দিন দিন যেরূপ ক্ষীণ হইতেছেন, তাহাতে বোধ হয়, অধিক দিন বাঁচিবেন না। এই কথা বলিতে বলিতে, তাহাদের দুই সহোদরের নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

কুশ ও লবের এই সকল কথা শুনিয়া, সকলেই যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা, কিঞ্চিৎ ধৈর্য অবলম্বন করিয়া, সম্পূর্ণ রূপে সন্দেহভঞ্জন করিবার নিমিত্ত, লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস ! তুমি একবার মহর্ষি বাল্মীকিকে এই স্থানে আন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, মহর্ষি বাল্মীকি, লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে, তথায় উপস্থিত হইলে, সকলে, যথোচিত ভক্তিযোগ সহকারে প্রণাম করিয়া, পরম সমাদরে আসনে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর, কৌশল্যা কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ ! আপনকার এই দুই শিষ্য কে, কৃপা করিয়া সবিশেষ বলুন। বাল্মীকি, যে দিন লক্ষ্মণ সীতাকে বিসর্জন দিয়া আইসেন, সেই অবধি আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নির্দিষ্ট

করিয়া, রামের বিরহে সীতার যাদৃশী অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহার যথাযথ বর্ণনা করিলেন। সমুদয় শ্রবণগোচর করিয়া, সকলেরই চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কৌশল্যা, শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া, হা বৎসে জানকি! বিধাতা তোমার কপালে এত দুঃখ লিখিয়াছিলেন, এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, সীতা অদ্যাপি জীবিত আছেন, এবং কুশ ও লব তাঁহার তনয়, এ বিষয়ে আর অণুমাত্র সংশয় রহিল না।

এত দিনের পর আত্মপরিচয় পাইয়া, কুশ ও লবের অন্তঃকরণে নানা অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হইতে লাগিল। বাল্মীকি তাহাদিগকে বলিলেন, বৎস কুশ! বৎস লব! পিতামহীদের ও পিতৃব্যপত্নীদিগের চরণবন্দনা কর। তাহারা তৎক্ষণাৎ কৌশল্যা, কেকয়ী, ও সুমিত্রার, এবং উর্মিলা, মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তির চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিল। অনন্তর, মহর্ষি বলিলেন, তোমরা রামায়ণে লক্ষ্মণ নামে যে মহাপুরুষের গুণকীর্তনপাঠ করিয়াছ, তিনি এই; ইনি তোমাদের তৃতীয় পিতৃব্য; এই বলিয়া, লক্ষ্মণকে দেখাইয়া দিলেন। তাহারা, লক্ষ্মণ এই শব্দ কর্ণগোচর হইবামাত্র, বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে, পদ অবধি মস্তক পর্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া, দৃঢ়তর ভক্তিযোগ সহকারে, তাঁহার চরণে প্রণাম করিল।

এই রূপে কিয়ৎ ক্ষণ অতীত হইলে, কৌশল্যা লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! তুমি ত্বরায় রামকে ও বশিষ্ঠদেবকে এখানে আন। তদনুসারে, লক্ষ্মণ, অল্প ক্ষণ মধ্যে, রাম ও বশিষ্ঠদেবকে সমভিব্যাহারে লইয়া, তথায় উপস্থিত হইলেন। কৌশল্যা, বাষ্পাকুল লোচনে, শোকাকুল বচনে, তাঁহাদের নিকট, কুশ ও লবের প্রকৃত পরিচয় দিলেন, এবং সীতা যে তৎকাল পর্যন্ত জীবিত আছেন, তাহাও বলিলেন। কুশ ও লবের বিষয়ে রামচন্দ্রের অন্তঃকরণে যে সংশয় ছিল, তাহা সম্পূর্ণ রূপে অপসারিত হইল। চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। তিনি, অপ্রমেয় বাৎসল্যভরে, নিস্পন্দ নয়নে, কুশ ও লবের মুখনিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর,

কৌশল্যা সপুত্রা সীতার পরিগ্রহের প্রস্তাব করিলেন। রামচন্দ্র মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। কৌশল্যা, তদীয় মৌনাবস্থানকে সম্মতি-দান স্থির করিয়া, সীতার আনয়নের নিমিত্তে বাল্মীকির নিকটে প্রার্থনা করিলেন। বাল্মীকি, অবিলম্বে বাসকুটীরে গমন করিয়া, কৌশল্যার প্রেরিত শিবিকাযান সমভিব্যাহারে, আপন এক শিষ্যকে পাঠাইলেন; বলিয়া দিলেন, তুমি জানকীরে এই যানে আরোহণ করাইয়া, আমার বাসকুটীরে লইয়া আসিবে।

ক্রমে ক্রমে, সমবেত নিমন্ত্রিতগণ অবগত হইলেন, রামায়ণ-গায়ক বাল্মীকিশিষ্যেরা রাজতনয়; সীতা, পরিত্যাগের পর, বাল্মীকির আশ্রমে তাহাদিগকে প্রসব করিয়াছেন; তিনি অদ্যাপি জীবিত আছেন; রাজা তাঁহারে গৃহে লইবেন; তাঁহার আনয়নের নিমিত্তে লোক প্রেরিত হইয়াছে। এই সংবাদে অনেকেই প্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, আমাদের রাজা অতি অব্যবস্থিতচিত্ত; যদি জানকীরে পুনরায় গৃহে লইবেন, তবে পরিত্যাগ করিবার কি আবশ্যকতা ছিল? তখনও যে জানকী, এখনও সেই জানকী; তখনও যে কারণে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এখনও সে কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে; বড় লোকের রীতি চরিত্র বুঝা ভার।

সীতার পরিগ্রহ বিষয়ে রাম একপ্রকার স্থিরনিশ্চয় হইয়াছিলেন; কিন্তু, এই সকল কথা কর্ণপরম্পরায় তাঁহার কর্ণগোচর হইলে, পুনরায় চলচিত্ত হইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, এক্ষণে জানকীরে গৃহে লইলে, প্রজালোকে আর আপত্তির উত্থাপন করিবেক না। কিন্তু, অদ্যাপি তাহাদের হৃদয় হইতে সীতার চরিত্রসংক্রান্ত সংশয় অপনীত হয় নাই দেখিয়া, তিনি বিষাদসাগরে মগ্ন হইলেন; এবং, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া, লক্ষ্মণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অনেক বাদানুবাদের পর, ইহাই নির্ধারিত হইল যে, সমবেত সমস্ত লোকের সমক্ষে, সীতা

স্বীয় শুদ্ধচারিতা প্রমাণসিদ্ধ করিলে, রাম তাঁহাকে গৃহে লইবেন। রামের আদেশ অনুসারে, লক্ষ্মণ এই এই কথা বাল্মীকির গোচর করিলেন।

লক্ষ্মণের মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, বাল্মীকি, অবিলম্বে, রামচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন; এবং, সীতা যে সম্যক্ শুদ্ধচারিণী, সে বিষয়ে তাঁহাকে অশেষ প্রকারে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! সীতার শুদ্ধচারিতা বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু আমি, রাজ্যের ভারগ্রহণ করিয়া, নিতান্ত পরায়ত্ত হইয়াছি। আপনারাই উপদেশ দিয়া থাকেন, প্রাণপণে প্রজারঞ্জন করাই রাজার পরম ধর্ম; কোনও কারণে তাহাতে অণুমাত্র উপেক্ষাপ্রদর্শন করিলে, ইহ লোকে অকীর্তিভাজন ও পরলোকে নিরয়গামী হইতে হয়। প্রজালোকের অন্তঃকরণে সীতার চরিত্র বিষয়ে বিষম সংশয় জন্মিয়া আছে; সে সংশয় অপসারিত না হইলে, আমি কি রূপে গ্রহণ করি, বলুন। আমি, সীতার পরিত্যাগদিবস অবধি, সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছি; কি রূপে এত দিন জীবিত রহিয়াছি, বলিতে পারি না। নিতান্ত অনায়ত্ত হওয়াতেই, আমায় সীতারে নির্বাসিত করিতে হইয়াছে। এক বার মনে করিয়াছিলাম, প্রজালোকে অসন্তুষ্ট হয় হউক, আমি আর তাহাদের অনুরোধে সীতাগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইব না। কিন্তু তাহাতে রাজধর্মের প্রতিপালন হয় না; সুতরাং, সে বিষয়ে সাহস করিতে পারিলাম না। আর বার ভাবিয়াছিলাম, না হয়, ভরতের হস্তে রাজ্যভার সমর্পিত করিয়া, রাজকার্য হইতে অবসৃত হইব; তাহা হইলে, আর আমার জানকী-পরিগ্রহের কোনও প্রতিবন্ধক থাকিবেক না। অবশেষে, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, সে উপায় অবলম্বন করাও শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া বোধ হইল না। আমি জানকীর প্রতি যেরূপ নৃশংস আচরণ করিয়াছি, তাহাতে নিঃসন্দেহ ঘোরতর অধর্মগ্রস্ত হইয়াছি; এ যাত্রা, আমি নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভোগে জীবনযাপন করিবার নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি এক্ষণে যে

বিষম মানসিক কষ্টে কালহরণ করিতেছি, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। যদি এই মুহূর্তে আমার প্রাণবিয়োগ হয়, তাহা হইলে, আমি পরিত্রাণ বোধ করি।

এই বলিয়া, একন্তে বিকলচিত্ত হইয়া, রাম অনিবার্য বেগে বাষ্পবারি-বিসর্জন করিতে লাগিলেন; কিয়ৎ ক্ষণ পরে, কিঞ্চিৎ শান্তচিত্ত হইয়া, অঞ্জলিবন্ধ পূর্বক, বিনয়বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া, বাল্মীকিকে বলিলেন, ভগবন্! আপনকার নিকটে আমার প্রার্থনা এই, সীতা উপস্থিত হইলে, আপনি তাঁহারে আপন সমভিব্যাহারে সভামণ্ডপে লইয়া যাইবেন, এবং অনুগ্রহ করিয়া, তাঁহার পরিগ্রহ বিষয়ে সকলের সম্মতি জিজ্ঞাসিবেন। যদি তাঁহার পরিগ্রহ সর্বসম্মত হয়, তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিব। সর্বসম্মত না হইলে, তাঁহাকে, কোনও অসন্দিগ্ধ প্রমাণ দ্বারা, প্রজাবর্গের সন্দেহ-নিরাকরণ করিতে হইবেক। বাল্মীকি, অগত্যা সম্মত হইয়া, বিষণ্ণ বদনে বাসসদনে প্রতিগমন করিলেন।

দিকে, সীতা, কৌশল্যার প্রেরিত শিবিকাযান উপস্থিত দেখিয়া, এবং মহর্ষির প্রেরিত শিষ্যের মুখে তদীয় আদেশ শুনিয়া, মনে মনে বলিতে লাগিলেন, বুঝি বিধি, সদয় হইয়া, এত দিনের পর, আমার দুঃখের অবসান করিলেন। যখন ঠাকুরাণী শিবিকা পাঠাইয়াছেন, তখন আমি পুনরায় পরিগৃহীতা হইব, সন্দেহ নাই। বোধ হয়, এই জন্যেই আজ আমার বাম নয়ন অনবরত স্পন্দিত হইতেছে। আমি আর্যপুত্রের স্নেহ, দয়া, ও মমতা জানি; নিতান্ত অনায়ত্ত হওয়াতেই, তিনি আমায় নির্বাসিত করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার বিরহে যেমন কাতর, তিনিও আমার বিরহে সেইরূপ কাতর, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। যদি আমার প্রতি স্নেহের কোনও অংশে খর্বতা ঘটিত, তাহা হইলে তিনি কখনই পুনরায় দারপরিগ্রহে বিমুখ হইতেন না। তিনি, সহধর্মিণীস্থলে আমার প্রতিকৃতি স্থাপিত করিয়া, স্নেহের পরা কাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, এবং আমার সকল

শোকের ও সকল ক্ষোভের নিবারণ করিয়াছেন। পুনরায় যে আমার অদৃষ্টে আর্যপুত্রের সহবাসসুখ ঘটিবেক, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

এইরূপ বলিতে বলিতে, আহ্লাদভরে, জানকীর নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তাঁহার শরীরে শতগুণ বলাধান ও চিত্তে অপরিমিত স্ফূর্তির ও উৎসাহের সঞ্চার হইল। পুনরায় পরিগৃহীতা হইলাম ভাবিয়া, তাঁহার হৃদয়কন্দর অভূতপূর্ব আনন্দপ্রবাহে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। আশার আশ্বাসনী শক্তির ইয়ত্তা নাই। তিনি, আশার উপর নির্ভর করিয়া, মনে মনে কতই কল্পনা করিতে লাগিলেন। রামের সহিত সমাগম হইলে, যে সকল ব্যাপার ঘটিতে পারে, তিনি তৎসমুদয় আপন চিত্তপটে চিত্রিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি এক বার বোধ করিলেন, যেন তিনি রামের সম্মুখে নীত হইয়াছেন; রাম লজ্জায় মুখ তুলিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতে পারিতেছেন না; আর বার বোধ করিতে লাগিলেন, যেন রাম, অশ্রুপূর্ণ নয়নে, স্নেহভরে প্রিয় সম্ভাষণ করিতেছেন, তিনি কথা কহিতেছেন না, অভিমানভরে বদন বিরস করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন; এক বার বোধ করিলেন, যেন প্রথমসমাগমক্ষণে, উভয়েই জড়প্রায় হইয়া, স্থির নয়নে উভয়ের বদননিরীক্ষণ করিতেছেন, এবং উভয়েরই চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে; আর বার বোধ করিতে লাগিলেন, যেন উভয়ে একাসনে উপবেশন করিয়া, পরস্পর দীর্ঘবিরহকালীন দুঃখের বর্ণনা করিতে করিতে, অপরিজ্ঞাত রূপে রজনীর অবসান হইয়া গেল; এক বার বোধ করিলেন, যেন তিনি শ্বশ্রূদিগের সম্মুখে নীত হইয়া তাঁহাদের চরণবন্দনা করিলে, তাঁহারা বাষ্পপূর্ণ নয়নে তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন, এবং তাঁহাকে কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট দেখিয়া, শোকভরে কতই পরিতাপ করিতে লাগিলেন; আর বার বোধ করিতে লাগিলেন, যেন তিনি, শ্বশ্রূদিগের নিকটে উপবিষ্ট হইয়া, তাঁহাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার দেবরেরা তথায় উপস্থিত

হইলেন, এবং বাষ্পাকুল লোচনে গদ্গদ বচনে, আর্যে! প্রণাম করি, ইহা বলিয়া অভিবাদন করিলেন; এক বার বোধ করিলেন, যেন তাঁহার ভগিনীরা আসিয়া প্রণাম করিলেন; এবং, দীর্ঘবিয়োগের পর, পরস্পর-সন্দর্শনে শোকপ্রবাহ উচ্ছলিত হওয়াতে, সকলে মিলিয়া, গলদশ্রু লোচনে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন; আর বার বোধ করিতে লাগিলেন, যেন হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি অপসারিত হইয়াছে; তিনি, রামের বামে বসিয়া, যজ্ঞক্ষেত্রে সহধর্মিণীকার্য সম্পন্ন করিতেছেন।

এইরূপ অনেকরূপ অনুভব করিতে করিতে, আহ্লাদভরে পুলকিত-কলেবরা হইয়া, জানকী শিবিকায় আরোহণ করিলেন; এবং, পর দিবস সায়ং সময়ে, নৈমিষে উপনীতা হইলেন। বাল্মীকি বলিলেন, বৎসে! রাজা রামচন্দ্র তোমার পুনর্গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন। কল্য, যৎকালে, তিনি সভামণ্ডপে অবস্থিতি করিবেন, সেই সময়ে, সর্ব সমক্ষে, আমি তোমায় তাঁহার হস্তে সমর্পিত করিব। বাল্মীকির মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমি সীতার পরিগ্রহপ্রার্থনা করিলে, কোনও ব্যক্তি, সাহস করিয়া, সভামধ্যে অসম্মতিপ্রদর্শন করিতে পারিবেক না। এজন্য, তিনি, শুদ্ধচারিতার প্রমাণপ্রদর্শন আবশ্যক হইলেও হইতে পারে, এ কথার উল্লেখ মাত্র করিলেন না। অনন্তর, জানকী, বিরলে বসিয়া, কুশ ও লবের মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, স্বীয় পরিগ্রহ বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে মুক্তসংশয়া হইলেন; এবং, আহ্লাদে অধৈর্য হইয়া, প্রতি ক্ষণে প্রভাতপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; সমস্ত রাত্রি, এক বারও, নয়ন মুদ্রিত করিতে পারিলেন না।

রজনী অবসন্না হইল। মহর্ষি বাল্মীকি, স্নান, আহ্নিক সমাপিত করিয়া, সীতা, কুশ, লব, ও শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। সীতাকে কঙ্কাল মাত্রে পর্যবসিত দেখিয়া, রামের হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। অতিকষ্টে তিনি উচ্ছলিত শোকাবেগের সংবরণে সমর্থ হইলেন; এবং, না জানি, আজ প্রজালোকে কিরূপ আচরণ করে, এই

চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া, একান্ত আকুল হৃদয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সীতার অবস্থা দর্শনে অনেকেরই অন্তঃকরণে কারুণ্যরসের সঞ্চার হইল। বাল্মীকি, আসনপরিগ্রহ না করিয়াই, উচ্চৈঃ স্বরে বলিতে লাগিলেন, এই সভায় নানাদেশীয় নরপতিগণ, কোশল রাজ্যের প্রধান প্রধান প্রজাগণ, এবং অপরাপর সহস্র সহস্র পৌরবর্গ ও জানপদগণ সমবেত হইয়াছ; তোমরা সকলেই অবগত আছ, রাজা রামচন্দ্র, অমূলক লোকাপবাদশ্রবণে চলচিত্ত হইয়া, নিতান্ত নিরপরাধে, জানকীরে নির্বাসিত করিয়াছিলেন; এক্ষণে তোমাদের সকলের নিকট আমার অনুরোধ এই, তাঁহার পরিগ্রহ বিষয়ে তোমরা প্রশস্ত মনে অনুমোদনপ্রদর্শন কর; জানকী যে সম্পূর্ণ শুদ্ধচারিণী, সে বিষয়ে মনুষ্যমাত্রের অন্তঃকরণে অণুমাত্র সংশয় হইতে পারে না।

ইহা বলিয়া, বাল্মীকি বিরত হইলে, সভামণ্ডপে অতিমহান্ কোলাহল উত্থিত হইল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, নরপতিগণ ও প্রধান প্রধান প্রজাগণ, দণ্ডায়মান হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, আমরা অকপট হৃদয়ে বলিতেছি, রাজা রামচন্দ্র সীতা দেবীর পুনরায় গ্রহণ করিলে, আমরা যার পর নাই পরিতোষলাভ করিব। কিন্তু, তদ্ব্যতিরিক্ত সমস্ত লোক, অবনত বদনে, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। রাম, এত ক্ষণ, বিষম সংশয়ে কালযাপন করিতেছিলেন; এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, সীতার পরিগ্রহ বিষয়ে সর্বসাধারণের সম্মতি নাই। এজন্যে তিনি নিতান্ত ম্লানবদন ও ম্রিয়মাণপ্রায় হইয়া, হতবুদ্ধির ন্যায়, স্থির নয়নে বাল্মীকির মুখনিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বাল্মীকি, অতিমাত্র হতোৎসাহ হইয়া, উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া, সীতাকে বলিলেন, বৎসে জানকি! তোমার চরিত্র বিষয়ে প্রজালোকের মনে যে সংশয় জন্মিয়া আছে, অদ্যাপি তাহা অপনীত হয় নাই; অতএব তুমি, কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ দর্শাইয়া, সকলের অন্তঃকরণ হইতে সেই সংশয়ের অপসারণ কর। সীতা, বাল্মীকির দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মানা থাকিয়া, নিতান্ত আকুল হৃদয়ে, প্রতি ক্ষণেই পরিগ্রহপ্রতীক্ষা

করিতেছিলেন, শ্রবণমাত্র বজ্রাহতার প্রায় গতচেতনা হইয়া. বাতাহতা লতার ন্যায়, ভূতলে পতিতা হইলেন।

জননীর তাদৃশী দশা দেখিয়া, অতিমাত্র কাতর হইয়া, কুশ ও লব উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিয়া উঠিল। রাম, অতিমহতী লোকানুরাগপ্রিয়তার সহায়তায়, এ পর্যন্ত ধৈর্য অবলম্বন করিয়া ছিলেন ; কিন্তু সীতাকে ভূতল-শায়িনী দেখিয়া, এবং কুশ ও লবের আর্তনাদ শ্রবণগোচর করিয়া, অতিদীর্ঘনিশ্বাসভারপরিত্যাগ পূর্বক, হা প্রেয়সি! বলিয়া, মূর্ছিত ও সিংহাসন হইতে ধরাতলে পতিত হইলেন। কৌশল্যা, শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া, হা বৎসে জানকি ! এই বলিয়া মূর্ছিত হইলেন। সীতার ভগিনীরাও, দুঃসহ শোকভরে অভিভূত হইয়া, হায় ! কি হইল বলিয়া, উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া, সভাস্থ সমস্ত লোক, স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া, চিত্রার্পিতপ্রায় উপবিষ্ট রহিলেন। ভরত, লক্ষ্মণ, ও শত্রুঘ্ন, শোকে একান্ত অভিভূত হইয়াও, ধৈর্য অবলম্বন পূর্বক, রামচন্দ্রের চৈতন্যসম্পাদনে তৎপর হইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরেই, তাঁহার চৈতন্যলাভ হইল। বাল্মীকিও, সীতার চৈতন্যসম্পাদনের নিমিত্ত, অশেষ-প্রকারে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত প্রয়াস বিফল হইল। তিনি, কিয়ৎ ক্ষণ পরেই, বুঝিতে পারিলেন, সীতা মানবলীলার সংবরণ করিয়াছেন।

সীতা নিতান্ত সুশীলা ও একান্ত সরলহৃদয়া ছিলেন ; তাঁহার তুল্য পতিপরায়ণা রমণী কখনও কাহারও দৃষ্টিবিষয়ে বা শ্রুতিগোচরে পতিত হয় নাই। তিনি স্বীয় বিশুদ্ধ চরিতে পতিপরায়ণতা গুণের এরূপ পরা কাষ্ঠা প্রদর্শিত করিয়া গিয়াছেন যে, বোধ হয়, বিধাতা, মানবজাতিকে পতিব্রতাধর্মে উপদেশ দিবার নিমিত্তে, সীতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য সর্বগুণসম্পন্না কামিনী কোনও কালে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথবা তাঁহার ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন পতি পাইয়া, কখনও কোনও কামিনী তাঁহার মত দুঃখভাগিনী হইয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না।

বস্তু-সংক্ষেপ

প্রথম পরিচ্ছেদ

রামের রাজ্য শাসন ঃ রাজ্য লাভ করিয়া রাম প্রজা-সাধারণকে নিজের পুত্রের মত পালন করিতে লাগিলেন। অতি অল্প সময়ে কোশল রাজ্য এত সুখসমৃদ্ধিপূর্ণ হইল, যে পৃথিবীতে আর কোন রাজার আমলে তাহা হয় নাই। রাজকার্য পরিচালনার পর প্রতিদিন রাম তিন ভ্রাতা ও সীতার সঙ্গে আনন্দে বাস করিতেন। যথাকালে জানকী সন্তানসম্ভবা হইয়াছেন শুনিয়া রাজ্যে আনন্দোৎসব আরম্ভ হইয়া গেল। [অনু ১-২]

সীতার শোক ও রামের সান্ত্বনা ঃ ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞে সপরিবারে আমন্ত্রিত হইয়াও রাম পূর্ণগর্ভা সীতাকে রাখিয়া বা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিলেন না। বৃদ্ধা রাণীগণ, অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠ যজ্ঞে চলিয়া গেলেন; রাম, ভ্রাতৃগণ ও সীতা অযোধ্যায় রহিয়া গেলেন। কিছুদিন পূর্বে রাজা জনক কন্যা জানকীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, কৌশল্যাদির ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞে যাইবার পরই জনক মিথিলায় ফিরিয়া গেলেন। একই সঙ্গে পিতা ও শ্বশ্রূগণের বিরহে জানকী শোকাকুলা হইয়া পড়িলেন। এই কারণে রাম অন্য সব কার্য ত্যাগ করিয়া সর্বদা সীতার নিকটই থাকিতে লাগিলেন। [অনু ৩-৪]

অষ্টাবক্র সমাচার ঃ একদা রাম ও সীতা বসিয়া আছেন এমন সময় প্রতীহারী অষ্টাবক্র মুনির আগমন সংবাদ জানাইল। অষ্টাবক্র ঋষ্যশৃঙ্গের বার্তা লইয়া অসিয়াছেন। অষ্টাবক্র আসিলে রাম-সীতা প্রণত হইয়া ঋষ্যশৃঙ্গ ও শান্তা প্রভৃতির কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অষ্টাবক্র প্রথমে সীতাকে বশিষ্ঠের আশীর্বাণী শুনাইলেন যে সীতা বীরপ্রসবিনী হইবেন।

রামকে জানাইলেন—অরুন্ধতী, শান্তা ও মহিষীগণ জানাইয়াছেন যে রাম যেন সীতার প্রতিটি অভিলাষ অনলসভাবে পূরণ করেন। ঋষ্যশৃঙ্গ সীতাকে নবকুমার-শোভিত অবস্থায় দেখিবার যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা জানাইয়া, অষ্টাবক্র রামকে বশিষ্ঠের আদেশ নিবেদন করিলেন। বশিষ্ঠ আদেশ করিয়াছেন যে রাম যেন রঘুবংশোচিত রাজ-ধর্মে অর্থাৎ সর্বদা প্রজানুরঞ্জন কার্যে নিযুক্ত থাকেন। রাম বলিলেন যে প্রজানুরঞ্জনের জন্য তিনি নিজের স্নেহ, দয়া, সুখ বিসর্জন দিতে এমন কি প্রাণপ্রিয়া জানকীর মায়া পর্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। অষ্টাবক্র বিশ্রাম করিতে গেলেন।

[অনু ৫-৭]

আলেখ্য দর্শনঃ এমন সময়ে লক্ষ্মণ একটি আলেখ্য লইয়া আসিলেন; সীতার চিত্তবিনোদনের জন্য উহা করান হইয়াছে। আলেখ্যখানি সীতার অগ্নিশুদ্ধি পর্যন্ত করান হইয়াছে জানিয়া রাম ক্ষুব্ধ হইলেন, কারণ জন্মশুদ্ধা জানকীর অগ্নিপরীক্ষা অত্যন্ত লজ্জার কথা। অথচ লোকরঞ্জনের জন্যই এই দুরূহ ব্রত রামকে উদ্‌যাপন করিতে হইয়াছিল। সীতা কহিলেন যে উহাতে দোষের কিছু হয় নাই, কারণ তাহা না হইলে অপবাদ দূর হইত না। ইহার পর সকলে আলেখ্য দেখিতে লাগিলেন। সীতার প্রশ্নে রাম প্রথমে জৃম্ভক অস্ত্রগুলির পরিচয় ও অধিকারের কথা জানাইয়া উহারা সীতার পুত্রেরই সম্পদ হইবে বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাসিত ও প্রসন্ন করিলেন। হরধনু ভঙ্গের ও সীতার পাণি-গ্রহণের চিত্র দেখিয়া সীতার ও রামের আনন্দময় পূর্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তারপর চারি বধূর ছবি দেখিয়া পরশুরামের দর্পচূর্ণের চিত্রটির দিকে সকলের দৃষ্টি পড়িলে রাম বিরক্ত হইয়া অন্য চিত্র দেখিতে বলিলেন। রামের এই নিরহংকার ও আত্মপ্রশংসা শ্রবণে লজ্জা দেখিয়া সীতা রামের প্রশংসা করিলেন। অযোধ্যার চিত্র দেখিয়া রামের মনে পিতৃশোক জাগিয়া উঠিল। লক্ষ্মণ মন্থরার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে রাম সীতাকে

একেবারে শৃঙ্গবের পুরীর চিত্র দেখাইতে লাগিলেন। তারপর কালিন্দীর তীরে যে বটবৃক্ষের নীচে সীতা রামের বক্ষে মাথা রাখিয়া শুইয়া ছিলেন তাহা দেখিলেন। তারপর দক্ষিণারণ্য প্রবেশের চিত্র, প্রস্রবণ গিরির ছবি, প্রসন্নসলিলা গোদাবরী দেখিয়া তাঁহারা বনের সেই আনন্দের দিনগুলি স্মরণ করিতে লাগিলেন। পঞ্চবটীর চিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্মণ শূর্পণখার কথা বলিলে সীতা আসন্ন বিরহের বেদনায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং "ইহা চিত্র সত্য নহে" বলিয়া রাম তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। তারপর লক্ষ্মণ সীতাহারা রামচন্দ্রের কথা বর্ণনা করিলেন। রাম বলিলেন যে সেই সময়ে তাঁহার দেহমনের অবস্থা এত খারাপ হইয়াছিল যে যদি শত্রুদমনের সংকল্প মনে না থাকিত তবে তিনি বাঁচিতেন না!

[অঙ্ক ৮-১৭]

সীতাহারা রামের চিত্রঃ দণ্ডকারণ্যের চিত্র দেখাইলেন লক্ষ্মণ। কবন্ধের বাসভূমি, মতঙ্গমুনির আশ্রম, শবরীর চিত্র, পম্পা সরোবর। রাম সীতার নিকট পম্পার মনোহর বর্ণনা করিলেন। প্রস্ফুটিত পদ্মগুলি ঢেউয়ের দোলায় দুলিতে থাকে, মৌমাছি গুণ গুণ করে, হংস-সারসাদি জলে কেলি করে। কিন্তু সীতার বিরহে অনবরত চোখ দিয়া জল পড়িত বলিয়া রাম এই দৃশ্য সুন্দর ভাবে দেখিতে পারেন নাই। সীতার প্রশ্নের উত্তরে লক্ষ্মণ একটি কুসুমিত পর্বতে রামের অচেতন ছবি দেখাইয়া বলিলেন যে এই পর্বতের নাম মাল্যবান, বর্ষাকালে এই পর্বত অতি শোভাময় হইয়া উঠে। রামের মনে সীতা-বিরহের পূর্বস্মৃতি অতিমাত্রায় জাগিয়া উঠিল। তিনি লক্ষ্মণকে ক্ষান্ত হইতে বলিলেন—সীতার বিরহ যেন রামের নিকট নূতন করিয়া আবির্ভূত হইল। এই সময় সীতার ক্লান্তি বোধ হওয়ায় লক্ষ্মণ চিত্র গুটাইয়া ফিরিয়া চলিলেন। [অঙ্ক ১৮-১৯]

সীতার বনগমনে অভিলাষঃ লক্ষ্মণ যাইবার পূর্বেই সীতা রামকে বলিলেন যে চিত্র দেখিতে দেখিতে আবার তাঁহার বনে যাইতে, মুনি-

পত্নীদিগের সহিত ভ্রমণ করিতে, গঙ্গায় অবগাহন, করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। রাম তৎক্ষণাৎ আগামী প্রভাতে বনে যাইবার সমস্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য লক্ষ্মণকে নির্দেশ দিলেন। সীতা রাম এবং লক্ষ্মণকেও সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন। রাম সানন্দে স্বীকৃত হইলেন। [অনু ২০]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রামের স্নেহবাক্য ও সীতার নিদ্রা ঃ বিশ্রাম কক্ষে রাম ও সীতা কথোপকথন করিবার পর সীতার তন্দ্রাভাব দেখিয়া রাম সীতাকে তাঁহার গলা ধরিয়া ঘুমাইতে বলিলেন এবং সীতার স্পর্শসুখে রামের যে অপরিসীম অদ্ভুত আনন্দ হয় তাহা বলিলেন। সীতা রামের কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইয়া কহিলেন যে নারীজাতির ভাগ্যে ইহাই চরম কাম্য বস্তু। রাম সীতার মধুর কথার প্রশংসা করিলে সীতা লজ্জিতা হইয়া রামকে প্রিয়ংবদ বলিলেন এবং অভাগিনী সীতার যে এত সুখ হইবে তাহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল বলিয়া জানাইলেন। সেইখানে অন্য কোন উপাধান না থাকায় রাম সীতাকে তাঁহার বিশাল বাহুকে বালিশ করিয়া শয়ন করিতে বলিলেন—বনে-গৃহে, কৈশোরে-যৌবনে—এই বাহুই তো সীতার যথার্থ উপাধান। সীতা রামের বাহুতে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

[অনু ১-২]

রামের প্রিয় চিন্তা ঃ নিদ্রিতা সীতার মুখের দিকে চাহিয়া রাম বলিতে লাগিলেন যে সীতাসঙ্গসুখ বলিয়া শেষ করা যায় না। সীতা গৃহের লক্ষ্মী, চোখের কজ্জল, তাঁহার স্পর্শ চন্দনের মত স্নিগ্ধ, তাঁহার বাহু মুক্তাহারের মত শীতল। ঘুমের মধ্যে সীতা 'হা নাথ, কোথায় রহিলে' বলিয়া উঠিলে রাম বলিতে লাগিলেন যে চিত্র দেখিয়া সীতার মনে বিরহ-ভয় দেখা দিয়াছে। যথার্থ ভালবাসা হইতে আর কি সুন্দর ও আনন্দকর

বস্তু আছে? ইহা যদি বিরল না হইত তবে সংসার সুখের আলয় হইত। [অন্ক ৩-৪]

দুর্মুখ সমাচারঃ এই সময় প্রতীহারী দুর্মুখের আগমন সংবাদ দিল। দুর্মুখ অতি বিশ্বস্ত চর। রাম প্রজাগণের মনোভাব জানিবার জন্য তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রামের প্রশ্নে দুর্মুখ জানাইল যে সকল প্রজাই রামের প্রশংসা করে। রাম বলিলেন, শুধু প্রশংসা নহে হয়ত কেহ কেহ নিন্দাও করিয়া থাকে। দুর্মুখের তাহাও জানান উচিত। দুর্মুখ সেদিন সীতা সংক্রান্ত নিন্দার কথা শুনিয়াছিল, তাই ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। রামের সন্দেহ হইল। তিনি কহিলেন যে দুর্মুখ যদি সত্য কথা না বলে তবে তিনি তাহার মুখদর্শন করিবেন না। তখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দুর্মুখ মনে মনে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রামচন্দ্রকে বলিল যে অন্য গৃহে যাইয়া সে এই কথা বলিতে চাহে। রাম অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন, কাজেই সীতার মস্তক হাত হইতে নামাইয়া অন্য ঘরে গেলেন। দুর্মুখ কহিল যে সাধারণ সকল প্রজাই রামের প্রশংসা করে, মাত্র দুই এক জন সীতা সংক্রান্ত বিষয়ে নিন্দা করিয়া থাকে। কারণ সীতা রাবণ-গৃহে ছিলেন, তাহাতে কোন দ্বিধা না করিয়া রাম তাঁহাকে ঘরে আনিয়াছেন। এই অবস্থায় এই প্রজাগণ মনে করে যে তাহারাও নিজেদের স্ত্রীদিগকে শাসন করিতে পারিবে না। কারণ রাজার আচরণই সর্বদা অনুকরণ-যোগ্য। দুর্মুখ এই কথা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। [অন্ক ৫-৮]

রামের আক্ষেপ ও বিচারঃ সীতার অপবাদ শুনিয়া রাম ছিন্নমূল তরুর মত ভূপতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন। নিজের জীবন ও দুর্ভাগ্য লইয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন যে যৌবনে বনবাস, সীতা-হরণ সব কিছুই তাঁহার দুরদৃষ্টের ফল। সীতার অপবাদ একবার দূর হইয়াও আবার দেখা দেওয়া ঘোর দৈব দুর্বিপাকের সূচনা করিতেছে। অমূলক বলিয়া উপেক্ষা করিবেন বা নিরপরাধা

জানিয়াও সীতাকে ত্যাগ করিবেন, কি করা কর্তব্য রাম ভাবিতে লাগিলেন। তারপর স্থির করিলেন যে লোকরঞ্জন করাই তাঁহার কর্তব্য এবং সীতাকে তিনি বিসর্জন করিবেন। এই সংকল্প করিতেই তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তারপর চেতনা লাভ করিয়া রাম বলিতে লাগিলেন যে যদি আর চেতনা না হইত তবে হয়ত তিনি বাঁচিয়া যাইতেন, সীতা বিসর্জনের দরকার হইত না। না বুঝিয়া অষ্টাবক্রের কাছে তিনি ঘোরতর প্রতিজ্ঞা করিয়া এ কি বিপদে পড়িয়াছেন। নিরপরাধা সীতার জীবন রামকে বরণ করিয়াই ব্যর্থ হইয়া গেল। তারপর রাম নিজেকে চণ্ডাল বলিয়া ধিক্কার দিলেন, এবং জনক, পৃথিবী, বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী, বিশ্বামিত্র, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান প্রভৃতির নাম স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নিজেকে পরম নিষ্ঠুর-হৃদয় বলিয়া নিন্দা করিয়া নিদ্রিতা সীতার সম্মুখে জোড়হস্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, চিরবিদায় লইয়া মন্ত্রণা-ভবনের দিকে চলিয়া গেলেন। [অনু ৯-১৩]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মন্ত্রভবনে রাম ও ভ্রাতৃগণ : মন্ত্রগৃহে গিয়া রাম, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন এই তিন ভ্রাতাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। অসময়ে রাম কেন ডাকিলেন ভাবিয়া তিন ভাই উদ্বিগ্ন হইয়া সত্বর আসিয়া দেখিলেন যে রাম গালে হাত দিয়া বসিয়া কাঁদিতেছেন। রামের এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহারাও বিকল হইয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুই অনুমান করিতে পারিলেন না। [অনু ১]

লক্ষ্মণের প্রশ্ন : তখন রামের আদেশে তিন ভ্রাতা উপবেশন করিলে লক্ষ্মণ সবিনয়ে জানিতে চাহিলেন যে কি এমন গুরুতর কারণ হইয়াছে যাহাতে রামের মত অমিত ধৈর্যশালী পুরুষ এমন বিহ্বল

হইয়া পড়িতে পারেন। বুঝিতে না পারিয়া তাঁহারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, কাজেই রাম উহার কারণ অবিলম্বে বলুন। [অনু ২]

রামের সীতা-নির্বাসন সংকল্প জ্ঞাপন : রাম কাঁদিতে কাঁদিতে ভ্রাতাদের বলিলেন যে তাঁহারাই রামের একমাত্র সহায় ও প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। কাজেই রাম তাঁহার বিচার তাঁহাদের কাছেই সর্বাগ্রে বলিবেন। এই বলিয়া রাম আবার কাঁদিতে কাঁদিতে নীরব হইলেন এবং একটু পরে বলিলেন যে ইক্ষ্বাকু বংশের রাজগণ যে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রজা পালন করিয়া গিয়াছেন—রাম তাহা যদি না পারেন তবে রামের জন্ম বৃথা। তারপর লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে লক্ষ্মণ জানেন কিভাবে সীতাকে রাবণ হরণ করিয়াছিল, এবং একাকিনী সীতা কি ভাবে লংকায় ছিলেন। দুরাচার রাবণের গৃহে একা থাকায় স্বাভাবিক ভাবেই প্রজাবৃন্দ সীতার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছে। কাজেই প্রজাদের মঙ্গল ও তৃপ্তির জন্য রাম স্থির করিয়াছেন যে তিনি সীতা ত্যাগ করিবেন। এক্ষণে তিন ভাই এই বিষয়ে রামকে সাহায্য করুন। [অনু ৩-৫]

লক্ষ্মণের যুক্তি ও অনুরোধ : এই সর্বনাশা কথা শুনিয়া তিন ভাই একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণ তখন রামের প্রতি আনুগত্য জানাইয়া কয়েকটি কথা বলিতে চাহিলেন। রাম অনুমতি দিলে লক্ষ্মণ নিবেদন করিলেন যে সীতাকে লংকায় রাম প্রথম গ্রহণ করেন নাই। পরে লক্ষ্মণের, বানর-রাক্ষসের, দেব-ঋষির সকলের সম্মুখে সীতাকে পরীক্ষা করিয়া অগ্নিশুদ্ধা দেবীকে রাম গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই অমূলক জন-প্রবাদে বিশ্বাস করিয়া জানকীকে বিসর্জিতা করা ধর্মসঙ্গত নহে। তদুপরি এই অবস্থায় সীতাকে ত্যাগ করিলে ধর্মতঃ পাপাচরণ হইবে। কাজেই রাম সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করুন। [অনু ৬-৭]

রামের সংকল্প ও আদেশ : লক্ষ্মণের উত্তরে রাম কহিলেন যে তিনি মনে মনে জানেন যে সীতা শুদ্ধচারিণী। কিন্তু প্রজারা তাহা

জানিবে কিরূপে ? তাহাদের সম্মুখে যদি আর একবার অগ্নিপরীক্ষা হইত তবে এই সংশয় থাকিত না। কাজেই সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা তাহারা সীতার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারে। সুতরাং প্রজাদের মনের ভার দূর করা ও শ্রদ্ধা অর্জন ব্যাপারে রাম তাঁহার কুলোচিত কার্য করিবেন, সীতাকে ত্যাগ করিবেন, অথবা নিজ প্রাণ ত্যাগ করিবেন। কাজেই তিনি লক্ষ্মণকে বিনা প্রশ্নে তাঁহার নির্দেশ পালন করিতে আদেশ করিলেন। সীতার বনগমনে বাসনা হইয়াছে লক্ষ্মণ যেন সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া আসেন এবং গঙ্গা পার হইবার পূর্ব পর্যন্ত সীতা বিসর্জনের কথা তাঁহাকে না বলেন। এই আদেশ দিয়া রাম বিশ্রাম ভবনে গেলেন আর তিন ভ্রাতা বিষণ্ণ মনে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন। [অনু ৭-১০]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

লক্ষ্মণের সহিত সীতার বনাভিগমন : পরদিন প্রভাতে লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে রথ প্রস্তুত রাখিবার আদেশ দিয়া সীতার বাসগৃহে গিয়া দেখিলেন যে সীতা বনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। লক্ষ্মণ অভিবাদন করিলে সীতা বলিলেন যে রাম অত্যন্ত অনুকূল স্বামী বলিয়া এমন অবস্থায়ও সীতার অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছেন, বনে গমনের অনুমতি দিয়াছেন। স্বামি-গর্বে গর্বিতা সীতা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন যে নারী হইয়া জন্মিলে জন্মান্তরে যেন রামকেই স্বামিরূপে লাভ করেন। তারপর সীতা মুনি-পত্নীদিগের জন্য সংগৃহীত উপহার লক্ষ্মণকে দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময় খবর আসিল রথ প্রস্তুত। বন-গমনে একান্ত ব্যাকুলা সীতা তৎক্ষণাৎ রথে উঠিলেন। যাত্রাপথে বনের শোভা দেখিয়া রামের প্রীতি ও অনুগ্রহের কথা বলিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণও উদ্‌গত অশ্রু গোপন করিয়া বাহিরে সীতার মত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

[অনু

সীতার চিত্তচাঞ্চল্য ও লক্ষ্মণের মিথ্যা সান্ত্বনা : কিছুক্ষণ পর সীতার চিত্তচাঞ্চল্য দেখা দিল। তাঁহার দক্ষিণ চক্ষু নাচিতে লাগিল, সকল দেহ কাঁপিতে লাগিল, মন শোকে হাহাকার করিয়া উঠিল। তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন, হয় রামের, কিংবা ভরত শত্রুঘ্নের, কিংবা ভগবান ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমে কোন বিপদ হইয়াছে। না হইলে তাঁহার হৃদয় এমন ব্যাকুল হইত না। তখন রামের সঙ্গে যে অনেকক্ষণ সাক্ষাৎ হয় নাই সেই কথা সীতার মনে আসিল। সীতার মনে হইল যে তিনি বুঝি জীবনে আর রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইবেন না ; তখন তাঁহার বোধ হইল তপোবনে না আসিলেই ভাল হইত। রামের কাছে থাকিলে সীতার কোন কষ্ট হইত না। লক্ষ্মণ সীতাকে প্রবোধ দিতে গেলেন কিন্তু তাঁহার মুখ কালো হইয়া গেল। ইহাতে সীতা আরও উদ্বিগ্ন হইয়া লক্ষ্মণকে রামের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এবং কোন অনিষ্টপাত সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উৎকণ্ঠিতা হইলেন। লক্ষ্মণ সীতাকে কোন ভাবনা-চিন্তা করিতে বার বার নিষেধ করিলেন। [অনু ৩-৫]

গোমতী তীরে রাত্রিযাপন : সন্ধ্যা সময়ে রথ গোমতী তীরে উপস্থিত হইল। অস্তায়মান সূর্যের শোভা দেখিতে দেখিতে সীতার হৃদয় কিছুটা প্রসন্ন হইল। সে রাত্রি গোমতী তীরেই কাটিল। লক্ষ্মণ চমৎকার কথা কহিয়া সীতার মন প্রসন্ন করিলেন, এবং সারাদিনের দেহ-মনের ক্লান্তির কারণে সীতার সুনিদ্রা হইল। প্রভাতেও রমণীয় দৃশ্য দেখিয়া সীতার পূর্বদিনের শোক ও উৎকণ্ঠা রহিল না। [অনু ৬-৭]

ভাগীরথীর পরপারে উত্তরণ ও লক্ষ্মণের শোক : ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণ শোকে অধীর হইয়া উঠিলেন। সীতা ব্যাকুল হইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে লক্ষ্মণ বলিলেন যে গঙ্গা দর্শনে তাঁহার পূর্বপুরুষ ভগীরথের সাধনার কথা মনে হওয়ায় তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। সরল স্বভাবা সীতা তাহাই বিশ্বাস করিলেন।

তারপর সুমন্ত্রকে রথ রাখিতে বলিয়া লক্ষ্মণ সীতাকে লইয়া নৌকাযোগে ভাগীরথী পার হইলেন। তখন সীতাকে রামের দারুণ আদেশ শুনাইতে হইবে ভাবিয়া লক্ষ্মণ একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। সীতা রামের কোন অশুভ ও অন্য কোন বিপদ হইয়াছে কিনা জানিতে চাহিলে লক্ষ্মণ নিজের মৃত্যু কামনা করিয়া ভূপতিত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। [অনু ৮-৯]

সীতাকে বনবাস আদেশ জ্ঞাপন: সীতা লক্ষ্মণকে তুলিয়া শান্তভাবে জানিতে চাহিলেন, লক্ষ্মণ কেন এরূপ করিতেছেন। রামের অনিষ্ট হয় নাই তো? এই কারণেই হয়ত পূর্বদিন সীতার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়াছিল। সীতা লক্ষ্মণকে কি হইয়াছে বলিবার জন্য বারবার বলিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণের দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, কিন্তু কোন রূপেই তাঁহার মুখ দিয়া সেই নিষ্ঠুর কথা বাহির হইল না। সীতা তখন বলিলেন যে লক্ষ্মণ যদি আরও বিলম্ব করেন, তবে হয়ত সীতার প্রাণ আর দেহে থাকিবে না। সীতা বলিলেন যে রাম যদি কুশলে থাকেন, তবে আর যত সর্বনাশই ঘটুক তাহাতে সীতার দুঃখ নাই। লক্ষ্মণ সীতার রামপ্রীতি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং ধৈর্য ধারণ করিয়া সীতাকে শুনাইলেন যে রাবণ-গৃহবাসের অপবাদ শ্রবণে রাম সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই কথা বলিয়াই লক্ষ্মণ মূর্ছিত হইলেন, এবং শুনিয়া সীতাও সংজ্ঞাহীনা হইয়া পড়িলেন। তারপর লক্ষ্মণের চেতনা আসিলে তিনি অতিকষ্টে সীতার জ্ঞান ফিরাইয়া আনিলেন। কিন্তু কি বলিয়া প্রবোধ দিবেন বুঝিতে পারিলেন না।

[অনু ১০-১৩]

সীতার বিলাপ: কিছুক্ষণ পর সীতা বিলাপ করিয়া কহিলেন যে বিধাতা সীতার কপালে কেবল দুঃখই লিখিয়াছেন, রাজকন্যা রাজরাণী হইয়াও তিনি চতুর্দশ বৎসর বনবাসে কাটাইয়াছেন। চতুর্দশ বৎসর পর তিনি সুখের সময় পাইয়াছেন বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু বিধাতা তাহাতেও বাদ সাধিলেন। অথবা বিধাতার দোষ কি! সবই তাঁহার

নিজের কর্মের দোষ, যেমন কর্ম তেমন ফল পাইতেছেন। তিনি বোধ হয় পূর্বজন্মে কাহাকেও পতি-সুখে বঞ্চিতা করিয়াছিলেন, এজন্মে তাই এত দুর্ভোগ। [অনু ১৪-১৫]

লক্ষ্মণের আত্মধিক্কার : বিলাপ করিতে করিতে সীতা মূর্ছিতা হইলেন। লক্ষ্মণ নিতান্ত কাতর হইয়া রামচন্দ্রের লোকানুরাগ, ন্যায়ধর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে নিন্দা করিতে লাগিলেন। রামের এই আদেশ পালন করিতে গিয়া লক্ষ্মণ অন্যায়ই করিয়াছেন। লক্ষ্মণের মত পাষণ্ড আর কেহ নাই। এমন নিষ্ঠুর কসাইর কাজ করা অপেক্ষা লক্ষ্মণের রামের বিরাগভাজন হওয়া ও জন্মান্তরে নরকবাসও ভাল ছিল। লক্ষ্মণ তারপর নিজেকে কঠিনপ্রাণ বলিয়া ধিক্কার দিলেন, রাম কেন সীতাকে উদ্ধার করিয়া আবার এইভাবে বিসর্জিতা করিলেন ইত্যাদি বলিয়া রামের নিন্দা করিলেন। [অনু ১৬]

সীতার সান্ত্বনা বাক্য : অতঃপর লক্ষ্মণের যত্নে সীতা চেতনা পাইলেন এবং লক্ষ্মণকে বলিলেন যে সকলই মানুষের অদৃষ্ট। রাম যাহা ভাল বিবেচনা করিয়াছেন তাহাই করিয়াছেন। আর রাজার সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্যই হইতেছে প্রজার সন্তুষ্টি বিধান, সুতরাং রামের বিচার নিন্দাযোগ্য নহে। সীতা লক্ষ্মণকে আরও অনুরোধ করিলেন যে লক্ষ্মণ যেন রামকে গিয়া জানান যে সীতা রামকে ভক্তি করেন এবং জন্মজন্মান্তরেও তাঁহাকেই স্বামী রূপে পাইতে চাহেন। ভার্যাভাবে না হইলেও রাম যেন সীতাকে একজন অনুগত প্রজা হিসাবে স্মরণ করেন। শোকাশ্রু সংবরণ করিয়া সীতা আবার নিজের অদৃষ্টকে দোষ দিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন যে লক্ষ্মণ যেন সর্বদা রামের কাছে কাছে থাকেন, তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করেন। সীতা লক্ষ্মণকে রামের সেবাযত্নের জন্য শপথ করাইয়া লইলেন। কারণ রাম ভাল আছেন এই কথা দূর হইতে জানিয়াও সীতার আনন্দের অবধি থাকিবে না। [অনু ১৭-১৮]

লক্ষ্মণের বিদায় গ্রহণ : সীতা লক্ষ্মণকে রামের নিকটে তাড়াতাড়ি ফিরিবার জন্য বারবার বলিতে লাগিলেন, কারণ রাম হয়ত অসুস্থ হইয়া পড়িবেন। লক্ষ্মণ সীতাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া কহিলেন যে তিনি রামের আজ্ঞাবহ মাত্র। সীতা যেন লক্ষ্মণকে মার্জনা করেন ও পূর্ববৎ স্নেহ করেন। সীতা বলিলেন তিনি লক্ষ্মণের উপর রুষ্ট হওয়া তো দূরের কথা খুবই সন্তুষ্ট আছেন। তারপর ভরত, শত্রুঘ্ন, শ্বশ্রূগণ, নিজের ভগ্নীদের সম্বন্ধে স্নেহ প্রণাম ইত্যাদি বাণী বলিয়া সীতা লক্ষ্মণকে বিদায় দিলেন। লক্ষ্মণ সীতাকে প্রণাম করিয়া নৌকায় ভাগীরথী পার হইয়া রথে চলিলেন। দুই জনই সর্বদা সাশ্রুনেত্রে পরস্পরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। লক্ষ্মণ চোখের আড়াল হইলে সীতা হাহাকার করিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

[অনু ১৯-২১]

বাল্মীকির আশ্রয়ে সীতা : সীতার ক্রন্দনে ঋষিকুমারেরা আসিয়া সীতাকে দেখিল। তাহারা গিয়া বাল্মীকিকে জানাইল যে লক্ষ্মীর মত একটি কন্যা ভাগীরথী তীরে আর্তনাদ করিতেছে। বাল্মীকি তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া সীতাকে মধুর বাক্য বলিলেন। মহর্ষি জানাইলেন যে সীতার পরিচয় ও আগমন বার্তা তিনি পূর্বেই জানেন। সীতা মহর্ষিকে প্রণাম করিলে "রঘুকুলতিলক তনয় প্রসব কর" বলিয়া তিনি আশীর্বাদ করিলেন এবং সীতাকে বনে সুখে শান্তিতে বাস করিতে বলিলেন। সীতার সমবয়সী মুনিকন্যারা তাঁহার সঙ্গী হইবেন, সন্তান জন্মিলে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে বাধা হইবে না। বিশেষতঃ রাজা জনক বাল্মীকির পরম বন্ধু, কাজেই এই আশ্রমকে সীতা পিতৃগৃহ বলিয়া ধরিতে পারেন। এই বলিয়া সীতাকে সঙ্গে করিয়া বাল্মীকি তাঁহাকে মুনিকন্যাদের নিকট অর্পণ করিলেন। সকলে সমাদরে সীতাকে গ্রহণ করিল। [অনু ২২-২৪]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সীতাহারা রাম ঃ সীতাকে বনবাসে পাঠাইয়া রাম অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন। কারণ তিনি মনে মনে সীতাকে একান্ত শুদ্ধচারিণী বলিয়া জানিতেন, সীতাকে নিজের মতই ভালবাসিতেন। বস্তুতঃ রাম সীতার দেহ দুইটি হইলেও মন প্রাণ এক ছিল। সীতাকে উদ্ধার করিয়া আনিবার পর এই অনুভূতি আরও প্রগাঢ় হইয়াছিল। রাম সমস্ত দিন বসিয়া নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিলেন। কেন রাজবংশে জন্ম নিলেন, বনবাস হইতে ফিরিলেন, কেন রাজ্য গ্রহণ করিলেন, কেন দুর্মুখকে চর নিযুক্ত করিলেন, কেন সীতাকে বনে দিলেন, কেন রাজ্য ত্যাগ করিয়া সীতাকে গ্রহণ করিলেন না—এই সব চিন্তা বিলাপ শোকে তাঁহার শরীর কৃশ হইয়া গেল ; তিনি যেন দেহে অর্ধেক হইয়া গেলেন। [অনু ১-২]

লক্ষমণের প্রত্যাবর্তন ও রামের শোক ঃ তৃতীয় দিবসে লক্ষ্মণ আসিয়া দাঁড়াইতেই 'হা প্রেয়সি' বলিয়া রাম মূছিত হইয়া পড়িলেন। তারপর চৈতন্যলাভ করিলে বিলাপ করিয়া সীতার বৃত্তান্ত সব শুনিলেন। শুনিতে শুনিতে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না আবার বিচেতন হইলেন। লক্ষ্মণ আবার চেতনা আনিয়া রামকে বুঝাইতে লাগিলেন যে সংসারে কিছুই স্থির নহে। জীবন মরণ, মিলন বিরহ কালধর্মে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া রামের ধৈর্য ধারণ কর্তব্য। রামের মত মহানুভব ব্যক্তির শোক করা সঙ্গত নহে। তদুপরি যে প্রজারঞ্জনের জন্য সীতাকে রাম বনবাস দিয়াছেন, এখন সেই প্রজাদের প্রতি কর্তব্য না করিলে রাজকীয় কর্তব্যে ত্রুটি হইবে এবং রাজকার্য অবহেলিত হইবে। কাজেই রামের ধৈর্য অবলম্বন করা উচিত। রাম লক্ষ্মণের যুক্তিসঙ্গত কথা শুনিয়া বলিলেন যে লক্ষ্মণ ঠিকই বলিয়াছেন, রাজকার্যে মনোযোগ না দিলে তাঁহার প্রত্যবায় হইবে। কাজেই লক্ষ্মণের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি আর

শোকাভিভূত হইবেন না এবং পরবর্তী দিবস হইতে রাজকার্য পরিচালনা করিবেন। তারপর রাজ্য ও ঐশ্বর্য কি দুঃখ ও বিপদ আনে তাহা বর্ণনা করিয়া তিনি বলিলেন যে রাজ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে দয়া মায়া মমতা সব বিসর্জন দিতে হইয়াছে। উত্তরপুরুষগণ হয়ত তাঁহাকে নৃশংস বলিয়া বিবেচনা করেন।

[অনু ৩-৬]

রামের দৈনন্দিন জীবন: পরদিন হইতে রাম রাজকার্যে মনোনিবেশ করিলেন। বাহিরে রামের স্থির প্রশান্ত মূর্তি দেখিয়া লোক রামের ধৈর্য শক্তির প্রশংসা করিতে লাগিল। কিন্তু রাম অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিলেন, বিশ্রাম ভবনে গিয়া সীতার কথা ভাবিয়া ও বলিয়া লক্ষ্মণের সহিত অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকিতেন। ফলে তিনি দিন দিন কৃশ ও মলিন হইয়া গেলেন, এবং কর্তব্যবোধে কেবল রাজকার্য ছাড়া অন্য কার্যে কোন উৎসাহ পাইতেন না।

[অনু ৭]

সীতার যমজ সন্তান লাভ: কিছুকাল পরে তপোবনে সীতা যুগল কুমার প্রসব করিলেন। বাল্মীকি উহাদের নাম রাখিলেন কুশ ও লব। ঋষিকন্যারা সীতাকে পুত্রের কথা বলিলে প্রথম তিনি আনন্দিতা হইয়া পরে বিষাদে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মুনিকন্যারা বিস্মিত হওয়ায় সীতা বলিতে লাগিলেন যে পুত্র প্রসব করিলে স্ত্রীলোকের আনন্দ হয় কিন্তু সীতা রাম কর্তৃক বিসর্জিতা হওয়ায় সকল আনন্দ হইতেই চিরদিনের জন্য দূরে সরিয়া গিয়াছেন। যদি সন্তানদ্বয় তাঁহার গর্ভে না থাকিত তবে সীতা বনবাস মুহূর্তেই প্রাণত্যাগ করিতেন। মুনি-কন্যারা সীতাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন যে অচিরে রাম কর্তৃক তিনি পরিগৃহীতা হইবেন। এমন সময় বালকদ্বয় কাঁদিয়া উঠিল। সীতা অমনি শোক বিস্মৃত হইয়া তাহাদের নিকটে গেলেন।

[অনু ৮-১০]

কুশ ও লবের বাল্য বর্ণনা: কুশ ও লব বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। আধ আধ কথার 'মা-মা' ডাক শুনিয়া সীতার আর আনন্দের অবধি

রহিল না। তাহাদের পঞ্চম বৎসর বয়সে বাল্মীকি চূড়া-করণ নিষ্পন্ন করিলেন। পরে তাহাদের বিদ্যারম্ভ হইল। অসাধারণ মেধাবী কুমারদ্বয় অল্পকালেই বিদ্যা আয়ত্ত করিলেন। বাল্মীকি রামচরিত্র অবলম্বন করিয়া রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন—কুশ ও লব তাহা যত্নের সহিত শিখাইলেন। একাদশ বর্ষে মহর্ষি বালকদ্বয়ের উপনয়ন সংস্কার করিলেন। অবিলম্বে দুই ভাই বেদশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া উঠিল। কুশ ও লবের বার বৎসর বয়স হইল কিন্তু তাহারা নিজেদের পরিচয় জানিত না। তাহারাই কোশলপতি রামের নন্দন এবং তাহাদের মা-ই যে জনক-তনয়া সীতা তাহা জানিত না। আশ্রমে ঋষিকুমারদের মত বড় হওয়ায় তাহারাও নিজেদের ঋষি-কুমার মনে করিত। বাল্মীকি সীতা ও আশ্রমের অন্যদের নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন যে তাহারা যেন কুশ ও লবকে সত্য পরিচয় না জানায়।

[অনু ১১-১৩]

তপস্বিনী সীতা ঃ পুত্ররা বড় হইয়া গিয়াছে, আর লালন-পালনের প্রয়োজন নাই, কাজেই সীতা এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া তপস্যায় মন দিলেন। রামের উপর সীতার বিন্দুমাত্র বিরাগ বা রোষ ছিল না। নিজের ভাগ্যের দোষেই তিনি কষ্ট পাইতেছেন বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কাজেই রামের প্রতি তাঁহার প্রীতি ও ভক্তি একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। দিনের বেলা সকলের সঙ্গে কাজ করিতেন এবং তপস্যা করিতেন। কিন্তু রাত্রিকালে তাঁহার শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিত—কাঁদিয়া রজনীপাত করিতেন। সময়ে শোক কমিয়া আসে, কিন্তু সীতার শোক সর্বদাই নূতন হইয়া উঠিত। ফলে তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্য নষ্ট হইয়া গেল—দেহ কংকালসার হইয়া পড়িল। [অনু ১৪]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজনঃ রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে সংকল্প করিয়াছেন শুনিয়া বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি প্রভৃতি সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া অনুমোদন করিলেন। কেননা এক অশ্বমেধ যজ্ঞ ছাড়া আর সকল রাজকার্যই রাম সম্পাদন করিয়াছিলেন। ভরতাদি ভ্রাতৃগণ দ্বারাও রামের সংকল্প অনুমোদিত হইল। তখন রাম নৈমিষারণ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবার প্রস্তাব করিলেন। মুনিগণ সম্মতি প্রদান করিলে রাম সকলকে নিমন্ত্রণাদি করিবার আদেশ দিলেন। ভরতকে বলিলেন যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া ব্যবস্থা করিতে, লক্ষ্মণকে আদেশ করিলেন যত্নপূর্বক সকল বস্তু আহরণ করিতে।

[অনু ১-৩]

সীতার স্বর্ণময়ী প্রতিকৃতিঃ বশিষ্ঠ তখন অশ্বমেধ যজ্ঞের একটি অসঙ্গতির প্রশ্ন তুলিলেন। স্ত্রীর সহিত ধর্ম আচরণ করিতে হয়, ইহাই শাস্ত্রবিধি। কাজেই রামচন্দ্রের পুনর্বার দার পরিগ্রহ করা প্রয়োজন। কিন্তু রাম তাহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না, মৌন হইয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয়ে সর্বদাই সীতার মোহিনীমূর্তি বিদ্যমান ছিল। অনেক তর্কের পর সীতার স্বর্ণময়ী প্রতিকৃতি লইয়া যজ্ঞসমাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

[অনু ৪-৫]

যজ্ঞস্থল নির্মাণ ও সকলের আগমনঃ ভরত নৈমিষারণ্যে গিয়া যজ্ঞস্থল নির্মাণ করিলেন। সকলের স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্মিত হইল। লক্ষ্মণ শয্যা প্রভৃতি দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দিলেন। যথাকালে যজ্ঞীয় অশ্ব ছাড়িয়া দিয়া মাতৃদেবী আদি পরিবারবর্গসহ রাম নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলেন। ক্রমে নিমন্ত্রিত লোকজন আসিতে লাগিলেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন রাজন্যবর্গের; বিভীষণ মুনিদিগের, সুগ্রীব অপরাপর সকলের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

[অনু ৬-৭]

বাল্মীকির চিন্তা ও নিমন্ত্রণ-গ্রহণ : মহর্ষি বাল্মীকি সীতার দৈহিক অবস্থা ও কুশ-লবের বার বৎসর পূর্ণ হইল দেখিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সীতা যাহাতে সপুত্রা গৃহীতা হন—সে সম্বন্ধে কি উপায় অবলম্বন করিবেন—রামকে গিয়া বলিবেন, না অন্য উপায় করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। দুই রাজপুত্র অবশ্য একদা রাজসিংহাসন লাভ করিবে কাজেই তপোবনে না রাখিয়া রাজনীতিশিক্ষার জন্য তাহাদিগকে রাজসমীপে প্রেরণ করাই সঙ্গত। একদিন হয়ত কুশ-লবের অপটুতার জন্য রামচন্দ্র বাল্মীকিকে দায়ী করিবেন। বাল্মীকি আবার ভাবিলেন যে তিনি লক্ষ্মণ ও বশিষ্ঠের সঙ্গে পরামর্শ করিবেন। এই ভাবনার মধ্যে একদা রাজদূত আসিয়া যজ্ঞের নিমন্ত্রণ পত্র দিল; বাল্মীকি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। এইবার কুশ-লবকে রামের নিকটে উপস্থিত করিতে পারিলেই অপত্যস্নেহে রাম আর সীতাকে না গ্রহণ করিয়া পারিবেন না। বাল্মীকি গিয়া সীতাকে অশ্বমেধ যজ্ঞের নিমন্ত্রণের কথা বলিলেন এবং কুশ-লবকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন তাহার সম্মতি চাহিলেন। সীতা সম্মতি-দান করিলেন। কুশ-লব নগর কখনো দেখে নাই, তাহা দেখিবার জন্য তাহাদের কৌতূহল ছিল; অধিকতর ছিল যে রামচরিত্র তাহারা গান করে তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিবার আনন্দ। [অনু ৮-১০]

সীতার শোক ও আনন্দ : বাল্মীকির মুখে রামের অশ্বমেধের কথা শুনিয়া সীতা অত্যন্ত শোকাকুলা হইলেন। কারণ সস্ত্রীক রাজাই কেবল অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে পারেন। তবে রাম কি আবার বিবাহ করিয়াছেন? রাম কি সীতাকে ভুলিয়া গিয়াছেন? নিতান্ত আকুল হইয়া সীতা ইহা চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে কুশ-লব আসিয়া উপস্থিত হইল। যজ্ঞের নিমন্ত্রণকারী ব্যক্তির নিকট হইতে কুশ-লব শুনিয়াছে যে রাম নাকি স্বর্ণময়ী সীতার প্রতিকৃতি লইয়া যজ্ঞ করিবেন। এই রাম-চরিত্র বড়ই অদ্ভুত ও বিস্ময়কর বলিয়া দুই ভাই সীতার কাছে বর্ণনা

করিল। সীতা দুই ভাইকে যজ্ঞসভায় যাইবার অনুমতি দিলেন। তাহাদের কথায় সীতার শোক দূর হইল—আনন্দের অশ্রুতে দুই চোখ ভরিয়া গেল, পরিত্যক্তা হইয়াও স্বামিসৌভাগ্যগর্বে আনন্দিতা হইলেন।

[অনু ১১-১৩]

নৈমিষ যাত্রা ও যজ্ঞের উৎসব ঃ পরদিন প্রভাতে কুশ-লব ও অন্যান্য শিষ্যগণসহ বাল্মীকি নৈমিষ যাত্রা করিলেন। দ্বিতীয় দিবস অপরাহ্ণে উপস্থিত হইয়া কুশ-লব দূর হইতে রামচন্দ্রকে দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইল। দুই ভাই পরস্পর রামের আকৃতি-মাধুর্য আলোচনা করিয়া উপভোগ করিতে লাগিল। কাব্যের রাম আর আসল রাম দুই-ই তাহাদের নিকট এক ও মহৎ বলিয়া মনে হইল। যজ্ঞস্থল ক্রমে নিমন্ত্রিত ও অভ্যাগতে পূর্ণ হইয়া গেল। সকল প্রার্থীই অন্ন, বস্ত্র, অর্থ, ভূমি—প্রার্থনাতিরিক্ত ভাবে লাভ করিল। চতুর্দিকে নৃত্যগীতবাদ্য হইতে লাগিল; সকলে সজ্জিত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। এমন যজ্ঞ আর কেহ কদাচ করে নাই—এই কথাই সকলে বলিতে লাগিল। এইভাবে প্রতিদিন চলিতে লাগিল। সমারোহের আতিশয্য দেখিয়া মানুষের আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

[অনু ১৪-১৬]

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কুশ-লবের রামায়ণ গান আরম্ভ ঃ বাল্মীকি কুশ-লবকে রামের নয়নগোচর করিবার কথা ভাবিতে লাগিলেন। শেষে ভাবিয়া একটি কৌশল করিলেন। কুশ-লব যদি রামায়ণ গীত আরম্ভ করে, তবে লোক-মুখে শ্রবণ করিয়া রাম নিশ্চয় নিজের চরিত্র শ্রবণ করিতে চাহিবেন এবং উহাদিগকে নিজের নিকটে ডাকিবেন। এই স্থির করিয়া তিনি দুই শিষ্যকে ঋষি-মুনি-রাজা ও জনপদবাসীদিগের সম্মুখে রামায়ণ গান করিবার

আদেশ করিলেন। বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে রামচন্দ্র যদি তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠান তবে যেন তাহারা কোনরূপ ধৃষ্টতা প্রদর্শন না করে। রাজা সকলের পিতা, কাজেই রামচন্দ্রকে যেন তাহারা পিতৃভক্তি দেখায়। আর রাম যদি তাহাদিগকে অর্থ পুরস্কার দিতে চাহেন তবে তাহারা যেন তাহা না নেয়, বনবাসীদের অর্থের প্রয়োজন নাই বলিয়া তাহা যেন সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে। কুশ-লব ইহার পর রামায়ণ গান আরম্ভ করিল। সকলে মুগ্ধ হইয়া নিস্পন্দভাবে গান শুনিয়া কাঁদিতে লাগিল, কারণ প্রথমতঃ রামের উদার চরিত্র বিষয়বস্তু, দ্বিতীয়তঃ রচনা বাল্মীকির, তৃতীয়তঃ গায়ক সুকণ্ঠ কুশ-লব, চতুর্থতঃ বীণার মত অপূর্ব যন্ত্র সহযোগে উহা গীত হইয়াছে। [অনু ১-৩]

রামসমক্ষে কুশ-লবের রামায়ণ গান ঃ রামের নিকটে এই যমজ কুমারের সঙ্গীত-পারদর্শিতার কথা উঠিল। কাব্যাংশ ও সঙ্গীতাংশ—উভয়তঃই গীতের মহিমার কথা শুনিয়া রামচন্দ্র বালকদ্বয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কুশ-লবকে দেখিয়াই রামচন্দ্রের হৃদয় এক অনির্বচনীয় ভাবে পরিপূর্ণ হইল। তিনি চিত্রবৎ বসিয়া রহিলেন। কুমারদ্বয় ভক্তিসহকারে রামকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা জানিতে চাহিলে রাম কোনক্রমে আত্মসংবরণ করিয়া উহাদিগকে গান গাহিতে আদেশ করিলেন। কুমারযুগল কহিল যে, যে তাহাদের গেয় কাব্যটি বহুবিস্তৃত, কাজেই কোন্ অংশ গাহিবে তাহা জানা দরকার। রাম হৃদয়ের আবেগ কোন রকমে চাপিয়া রাখিয়া বলিলেন যে কোন অংশ তাহারা গাহিতে পারে। তখন তাহারা গান গাহিল এবং সকলে মুগ্ধ হইয়া তাহা শুনিতে লাগিল। গীত অন্তে উহা কাহার রচনা তাহা রাম জানিতে চাহিলে বালকদ্বয় বাল্মীকির নাম করিল। রাম সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ করিলেন। [অনু ৪-৭]

কুশ-লব সম্বন্ধে রামের চিন্তা ঃ রাম বিশ্রাম-ভবনে গিয়া দুই কুমার সম্বন্ধে নিজের মনে নানা বিতর্ক করিতে লাগিলেন। বালক দুইটি

দেখিয়া রামের হৃদয় বাৎসল্যরসে আপ্লুত হইল কেন? সীতাকে যে অবস্থায় পাঠাইয়াছেন সে অবস্থায় সীতা নিশ্চয় জীবন রক্ষা করেন নাই, কাজেই সীতানন্দন বলিয়া উহাদের বিবেচনা করা যায় না। রাম কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বালকদ্বয়ের সর্বাঙ্গে সীতার অবয়ব-সাদৃশ্য দেখিয়া অন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। বাল্মীকির তপোবনে সীতা বিসর্জিতা হইয়াছিলেন, সকলে সীতাকে গর্ভযুগল ধারণ করিয়াছেন বলিয়া অনুমান করিত—কাজেই উহারা সীতার নন্দন হওয়া অসম্ভব নহে। তারপর সীতার প্রতি যে নির্দয় ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া আত্ম-ধিক্কার দিতে লাগিলেন। কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া রাম আবার ভাবিলেন যে উহাদিগকে দেখিয়া মনে হয় অল্পদিন হইল উহাদের উপনয়ন হইয়াছে। উহাদের বয়স একাদশ বৎসর—একাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয়েরই উপনয়ন সংস্কার হয়। কাজেই ক্ষত্রিয় হইলে সীতার সন্তান হওয়াই সম্ভব। রাম আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে প্রিয়া যদি জীবিত থাকেন এবং এই দুই বালক যদি রামের সন্তান হয় তবে কি অপরিসীম আনন্দের বিষয় হইবে! তারপর সীতার সহিত যেন আবার মিলন হইবে এই মনে করিয়া উভয়ের প্রথম সন্দর্শনে পরস্পরের কি ভাব হইবে এই চিন্তায় খানিকক্ষণ মগ্ন থাকিলেন। আবার ভাবিলেন, সীতার প্রতি তিনি যে পশুর মত আচরণ করিয়াছেন—এখন কেমন করিয়া তাঁহাকে মুখ দেখাইবেন? ক্ষমা প্রার্থনা করিলে হয়ত ক্ষমাশীলা সীতা তাঁহাকে মার্জনা করিবেন। আবার ভাবিলেন লোকাপবাদে আর আস্থা স্থাপন করিবেন না। সীতাকে গ্রহণ করিলে যদি প্রজারা অসন্তুষ্ট হয় তাহা তিনি গ্রাহ্য করিবেন না—রাজ্য ত্যাগ করিয়া সীতাকে লইয়া রাম বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন। এই জাতীয় নানা চিন্তা করিয়া নিরাহারে রাম বিনিদ্র রজনী যাপন করিলেন। [অনু ৮-১৬]

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাজসভাতে কুশ-লবের রামায়ণ গানঃ বাল্মীকির দুই কোকিলকণ্ঠ শিষ্য রামায়ণ গান করিবে, এই কথা প্রচারিত হইয়া গেল। প্রভাত হইবামাত্র ঋষিগণ, রাজগণ প্রভৃতি সকলে সভায় আসিয়া বসিলেন। রাম ও তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দ, সুগ্রীব বিভীষণ প্রভৃতি, কৌশল্যাদি মাতৃগণ, উর্মিলাদি বধূগণ সকলেই উৎসুক হইয়া বসিয়া রহিলেন। যথাকালে বাল্মীকি শিষ্যদ্বয়কে লইয়া সভায় উপস্থিত হইলে সকলে দাঁড়াইয়া সম্বর্ধনা করিল। বাল্মীকি আসন পরিগ্রহ করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন যে লোকে রামায়ণ শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, কাজেই গান আরম্ভ করিতে রামচন্দ্র অনুমতি করুন। রাম অনুমতি দিলে গীত আরম্ভ হইল। বাল্মীকি যে সব অংশে রাম-সীতার অনুরাগ বর্ণিত হইয়াছে সেই সব অংশগুলি গাহিবার জন্য স্থির করিয়াছিলেন। সঙ্গীত শ্রবণে রামের হৃদয় গলিয়া গেল—উহারা যে সীতার তনয় সে সম্বন্ধে তাঁহার মনে আর দ্বিধা রহিল না। লক্ষ্মণাদি ভ্রাতৃগণের মনেও উহাদের আকার দর্শনে এই একই প্রশ্ন আসিল। কিছুকাল পরে রাম লক্ষ্মণকে আদেশ করিলেন গায়ক-যুগলকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করিতে। কিন্তু কুশ ও লব নিজেদের বনবাসী পরিচয় দিয়া সবিনয়ে তাহা প্রত্যাখ্যান করিল, রামকে রামায়ণ শুনাইয়াই উহারা কৃতার্থ হইয়াছে বলিল। সকলেই বালকদের নির্লোভতা দেখিয়া মুগ্ধ হইল। [অনু ১-৪]

কৌশল্যার আকুলতা ও বিচারঃ বালকদ্বয়কে সীতার পুত্র নিশ্চয় করিয়া কৌশল্যা অচেতন হইয়া পড়িলেন। তারপর সংজ্ঞা লাভ করিয়া বালক দুইটিকে কাছে আনিবার জন্য লক্ষ্মণকে বলিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার মনে সীতাবিরহ প্রবল বেগে দেখা দিল। জানকীকে স্মরণ করিয়া কৌশল্যা আবার সংজ্ঞাহীনা হইলেন। তাঁহার অবস্থা

দেখিয়া অরুন্ধতীর আদেশে লক্ষ্মণ দুই ভাইকে কৌশল্যার কাছে আনিলেন। কৌশল্যা উহাদিগকে চুম্বনাদর করিতে আরম্ভ করিলেন। তারপর পিতা-মাতার নাম জিজ্ঞাসা করায় বালক দুইটি বলিল যে তাহারা পিতাকে দেখে নাই, মাতার নামও জানে না। এই মাত্র জানে যে তাহারা মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্য এবং তাঁহার আশ্রমে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করে। তারপর তাহারা কৌশল্যার প্রশ্নে জননীর রূপ বর্ণনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিলেন বালকদের জননী সীতা। কুশ-লব সীতার শারীরিক অসুস্থতার কথা বলিলে সকলে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। [অনু ৫-৭]

কুশ-লবের পরিচয় প্রদান : কৌশল্যার অনুরোধে বাল্মীকি আসিয়া সীতার বনবাস দিন হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় ঘটনাবলী কৌশল্যা ও সকলের কাছে বিবৃত করিলেন। কাজেই এইবার সর্বসংশয় দূরীভূত হইল। এতদিন পরে নিজেদের পরিচয় লাভ করিয়া কুশ ও লব অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহারা কৌশল্যা ও অন্যান্য গুরুজনদিগকে প্রণাম করিল। লক্ষ্মণের পরিচয় পাইয়া দুই ভাই বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে তাকাইয়া রহিল।

[অনু ৮-৯]

সীতাকে অযোধ্যায় আনিবার উদ্যোগ : কৌশল্যার আদেশে লক্ষ্মণ রাম ও বশিষ্ঠদেবকে লইয়া আসিলেন এবং তাহাদিগকে কুশ লবের পরিচয় দিয়া সীতাকে পরিগ্রহের প্রস্তাব করিলেন। রাম মৌন হইয়া থাকায় সম্মতি বুঝিয়া বাল্মীকি এক শিষ্যকে শিবিকাসহ সীতাকে আনিতে পাঠাইলেন। ক্রমে ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িল যে গায়ক বালকদ্বয় সীতার পুত্র এবং সীতাকে আনিতে শিবিকা প্রেরিত হইয়াছে। এই সংবাদে অনেকে আনন্দিত হইল, অনেকে আবার রামের অস্থিরচিত্ততার নিন্দা করিতে লাগিল। কারণ যে কারণে সীতা বনবাসে গিয়াছিলেন তখনও সে কারণ বিদ্যমান ছিল। সীতাকে গ্রহণ সম্বন্ধে রাম দৃঢ়সংকল্প ছিলেন কিন্তু লোকজনের মনোভাবের কথা শুনিয়া বিষণ্ণ হইলেন। পরে

লক্ষ্মণের সহিত পরামর্শ করিয়া সীতা সমবেত লোকের সম্মুখে শুদ্ধাচারিতার পরীক্ষা দিবেন এই খবর বাল্মীকির কাছে পাঠাইয়া দিলেন। সংবাদ পাইয়া বাল্মীকি আসিয়া সীতার শুদ্ধাচারিতার কথা বলিলে রাম বলিলেন যে সীতা সম্বন্ধে কোন রকম সংশয় মনে পোষণ করেন না। প্রজারঞ্জনের জন্য সীতাকে ত্যাগ করিয়া রামচন্দ্র রাজ-ধর্ম রক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে শুধু সীতার প্রতি নৃশংস ব্যবহার করেন নাই, নিজের সর্ব সুখশান্তি বিসর্জন করিয়াছেন। একবার তিনি মনে করিয়াছিলেন ভরতকে রাজ্য দিয়া সীতাকে গ্রহণান্তে তিনি বনে যাইবেন। কিন্তু তাহাও কীর্তিকর হইবে না ভাবিয়া শেষে মত পরিবর্তন করিয়াছেন। এক মৃত্যু ছাড়া এই যন্ত্রণার হাত হইতে বাঁচিবার আর অন্য কোন উপায় নাই। রাম অশ্রু বিসর্জন করিয়া বাল্মীকিকে অনুরোধ করিলেন যে যেন সীতাকে সভামণ্ডপে আনিয়া পরিগ্রহ সম্বন্ধে মত জিজ্ঞাসা করেন, যদি সকলে সম্মত না হয় তবে সীতা যেন কোন অসন্দিগ্ধ প্রমাণ দ্বারা নিজের শুদ্ধাচারিতার পরীক্ষা দান করেন। অগত্যা বিষণ্ণ মনে বাল্মীকি এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। [অনু ১০-১৪]

সীতার রামসমীপে প্রত্যাবর্তন ঃ কৌশল্যার প্রেরিত শিবিকা দেখিয়া সীতা মনে করিলেন বিধাতা সদয় হইয়াছেন। রামচন্দ্র যে বাধ্য হইয়া লোকরঞ্জনের জন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন এবং স্বর্ণসীতা লইয়া যজ্ঞ করিয়া পত্নীপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন তাহা মনে করিয়া আনন্দে সীতার অশ্রুপাত হইল। পুনরায় পরিগৃহীতা হইয়াছেন এই আশা স্থির হইলে রামের সঙ্গে এইবার প্রথম সমাগমের মুহূর্তটি ভাবিতে লাগিলেন। এক একবার রামের সান্নিধ্য বোধ করিয়া তৎকালোচিত লজ্জা, বেদনা, শোক, আনন্দ বিবিধ ভাবের অভিব্যক্তি যেন প্রত্যক্ষ করিলেন। এক একবার বোধ হইল যেন একাসনে বসিয়া উভয়ে কথা কহিতেছেন, ভগিনীদিগের সহিত কথা কহিতেছেন, দেবরদিগের অভিবাদন

গ্রহণ করিতেছেন। এই সব বিচিত্র অনুভবের আনন্দ আস্বাদ করিতে করিতে সীতা শিবিকারোহণে পরদিবস সন্ধ্যায় নৈমিষে পৌঁছিলে বাল্মীকি সীতার পরিগ্রহ সম্বন্ধে রামের ইচ্ছার কথা বলিলেন। সীতার পরীক্ষার প্রশ্ন উঠিবে না এই ভরসায় সীতাকে সেই কথা জানাইলেন না। সীতা কুশ ও লবের কাছে সব বৃত্তান্ত শুনিয়া উত্তেজনায় সারা রাত্রি জাগিয়া কাটাইলেন।

[অনু ১৫-১৭]

সীতার দেহত্যাগ ঃ প্রাতঃকালে যথাসময়ে সীতা বাল্মীকির সহিত রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। সীতার কৃশদেহ দর্শনে অনেকের অন্তরে কারুণ্য দেখা দিল। বাল্মীকি তখন শুদ্ধাচারিণী সীতার পরিগ্রহের জন্য অনুমোদন প্রার্থনা করিলেন। সভার প্রধানগণ দাঁড়াইয়া বাল্মীকির প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন কিন্তু সাধারণ লোক চুপ করিয়া রহিল। এই অবস্থা দর্শনে প্রজাদের অমত দেখিয়া রাম বাল্মীকির মুখের দিকে চাহিলেন। বাল্মীকি নিরুৎসাহ কণ্ঠে সীতাকে তাঁহার শুদ্ধতার কোন নিঃসংশয় প্রমাণ দিবার প্রস্তাব করিতেই সীতা বজ্রাহতার ন্যায় পতিতা হইলেন। কুশলব কাঁদিয়া উঠিল। রাম সিংহাসন হইতে মূর্ছিত হইয়া নীচে পড়িলেন। কৌশল্যা চেতনা হারাইলেন, সীতার ভগিনীবৃন্দ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ভরত-লক্ষ্মণের চেষ্টায় রামচন্দ্রের চৈতন্য সম্পাদন হইল বটে কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও বাল্মীকি সীতার জ্ঞান ফিরাইতে পারিলেন না। সীতা মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

[অনু ১৮-২০]

সীতা-চরিত্র ঃ সীতা খুব সুশীলা ও সরলা ছিলেন। তাঁহার মত পতিব্রতা নারীর বিবরণ আর কোথাও দেখা যায় নাই। বিধাতা বোধ হয় দৃষ্টান্ত দেখাইতে সীতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সীতার মত সর্বগুণশালিনী নারী রামের মত সর্বগুণসম্পন্ন স্বামী পাইয়াও যে অবর্ণনীয় দুঃখ ভোগ করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। সীতার মত দুর্ভাগিনী নারী আর জগতে দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করেন নাই।

[অনু ২১]

অনুশীলনী

[ক] ভাবসম্প্রসারণ

ভাবসম্প্রসারণের আদর্শ

১। **লোকরঞ্জন কি দুরূহ ব্রত ঃ** [১ম পরিচ্ছেদ ঃ অনু ৯]

মনুষ্য সামাজিক জীব। সমাজে মানুষ বিভিন্ন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া, বিবিধ দায়িত্ব বহন করিয়া বাস করে। পদমর্যাদা ও দায়িত্ব অনুসারে সংসারে মানুষকে নিজের ইচ্ছা, রুচি, সুখ, সুবিধা সব পরিত্যাগ করিয়া কর্তব্য পালন করিতে দেখা যায়। অন্ততঃ পৃথিবীতে মহাপুরুষ বলিয়া যাঁহারা খ্যাত হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবনচরিতে এমন বহু ঘটনার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। অবশ্য সাংসারিক কর্তব্য পালনের মধ্যে মানুষের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা কিছু পরিমাণে বিসর্জন দিতে হয়। এই আত্ম-সুখ ত্যাগের বিনিময়ে কর্তব্য পালনের মধ্যে যে দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা আত্মপ্রকাশ করে তাহার মধ্যে সমাজনীতি সংরক্ষণের মূল রহস্যটি দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রাচীন ভারতে লোকরঞ্জন অর্থাৎ প্রজাসাধারণের সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা ছিল রাজার অপরিহার্য কর্তব্য। প্রজার আনন্দের জন্য রাজা নিজের জীবনের যাবতীয় সুখ-শান্তি বিসর্জন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। যে রাজা এই কঠিন ব্রত পালন করিতে পারিতেন না, তিনি আদর্শ রাজা নহেন। রামচন্দ্র ছিলেন এমনি আদর্শ রাজা, প্রজার সন্তুষ্টির জন্য সীতাকে শুদ্ধাচারিণী জানিয়াও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কাজেই প্রজার সন্তুষ্টি বিধান করিয়া রাজ্য পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন কার্য সন্দেহ নাই। আধুনিক দিনেও সাধারণের মতানুগ হইয়া নেতৃত্ব করা ও তাহা অক্ষুণ্ণ

রাখা দুরূহ ব্যাপার, কারণ সাধারণ মানুষ স্থূলবুদ্ধি, চলচিত্ত এবং প্রচলিত সংস্কারে অনড় নিষ্ঠাবান।

২। অকৃত্রিম প্রেম কি পরম পদার্থ। কি সুখ, কি দুঃখ, কি সম্পত্তি, কি বিপত্তি, কি যৌবন, কি বার্ধক্য সকল অবস্থাতেই একরূপ ও অবিকৃত।

[দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : অনু ২]

প্রেম বা ভালবাসা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সমাজে নানা সম্বন্ধের মধ্যে ভালবাসার সম্বন্ধটি সর্বত্র সমপরিমাণে সুপরিস্ফুট না হইলেও, মাটির অন্তরালে জলধারার মত তাহা সতত প্রবহমাণ থাকে। স্বার্থ প্রতিটি সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সম্বন্ধের অন্যতম একটি কারণ হইলেও উহা একমাত্র নহে, প্রধানতমও নহে। কারণ স্বার্থবোধ মনুষ্যসমাজে শ্রেষ্ঠ মানবীয় আদর্শ হিসাবে কদাচ গৃহীত হয় নাই, অধিকন্তু উহাকে অনিবার্য পাশববৃত্তি বলিয়া নানা নিয়ন্ত্রণের আবেষ্টনে সংযত রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ভালবাসার মূলেও কিছুটা স্বার্থ থাকে। অতিমাত্রায় বাস্তব-বাদিগণ পিতামাতা ও সন্তানের পরস্পর প্রীতির মধ্যে বাল্যকালের প্রতিপালন ও বার্ধক্যের নিরাপত্তার ছায়া দেখিয়া থাকেন, দাম্পত্য প্রেমের ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক নির্ভরতাকে প্রধান স্থান দিয়া থাকেন। অর্থাৎ প্রেম বস্তু আসলে স্বার্থসম্মত ও খানিকটা কৃত্রিম বা বানানো। কিন্তু পৃথিবীতে অকৃত্রিম ও নিঃস্বার্থ প্রেম বিরল হইলেও একান্তভাবে অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ সত্যকার ভালবাসা সর্বদাই নিঃস্বার্থ ও কৃত্রিমতা-বর্জিত। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার মধ্যে, বন্ধুপ্রীতি, কি সন্তান ও পিতামাতার মধ্যে অকৃত্রিম প্রেম যেখানে থাকে সেখানে সুখদুঃখ, সম্পদ-বিপদ জাতীয় বাহিরের প্রভাব, বা যৌবন-বার্ধক্য-রোগ ইত্যাদি জনিত অবস্থান্তর উহাদের অভাব বা হ্রাস ঘটাইতে পারে না। সুখ, সম্পদের জন্য যে ভালবাসার আকর্ষণ তাহা স্বার্থপর, দেহের যৌবনকালের যে ভালবাসা তাহাও আত্মতৃপ্তির উপায়মাত্র, উহা পবিত্র নহে,

অকৃত্রিম নহে। রাম ও সীতার যে পরস্পর প্রীতি তাহাই অকৃত্রিম। কারণ অবস্থা, বয়স সবকিছুর উপরেই ইহা চিরজয়ী ও অম্লান হইয়া আছে।

৩। সকলেই আপন আপন কার্যের ফল ভোগ করে।

[৪র্থ পরিচ্ছেদ : অনু ১৪]

কারণ হইতে কার্য জন্মে। অর্থাৎ যাহা এক অবস্থায় কারণ, তাহাই অন্য অবস্থায় কার্য হয়। কাজেই প্রতিটি কার্যের রূপই সূক্ষ্মভাবে কারণে থাকে। আমরা সকলেই যে কর্মফল ভোগ করি তাহা আমাদের কার্যের মধ্যেই নিহিত। ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। যে ছাত্র পড়াশুনা না করিয়া খেলিয়া কাটাইল আর যে রীতিমত পড়াশুনা করিল উহাদের পরীক্ষার ফল এক হওয়া সম্ভব নহে। এইজন্য পণ্ডিতগণ ভাগ্য বা অদৃষ্টকে মানুষের স্বকৃত কর্মের পরিণাম বলিয়া থাকেন। আমরা প্রতিটি মানুষ অনবরত কাজ করিতে থাকি এবং তাহার ফলাফল পাই। বৃষ্টিতে ভিজিয়া জ্বর হওয়া, অতিরিক্ত আহারে উদরাময় হওয়া প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু এমন কতকগুলি বিষয় দেখা যায় যাহার সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আবিষ্কার করা যায় না। চোরের শাস্তি হয় কিন্তু নিরপরাধ সাধু লোকও চুরির অপবাদে জেল খাটিতেছে এমন দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। ইহার ব্যাখ্যা কি হইতে পারে? যেমন কর্ম করিল তাহার বিপরীত ফল হইল কেন? হিন্দুদের বিশ্বাস মানুষ জন্মান্তরের কর্মফলও ভোগ করিয়া থাকে। পূর্ব পূর্ব জন্মের কৃত পাপের বা পুণ্যের ফল ভোগ করে বলিয়া ইহকালের অনেক সাধুলোক দুঃখ পায় এবং অসাধুলোক সুখ ভোগ করে। এই পূর্ব-জন্ম ও কর্মবাদের উপরেই হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য সীতা ইহ-জীবনে অপাপবিদ্ধা হইয়াও পূর্বজন্মের কর্মফলের জন্য স্বামি-বিরহের কষ্ট ভোগ করেন বলিয়া মনে করেন। রামও অনুরূপ মনে করেন। কর্মফলের হাত হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই।

৪। সংসারে কিছুই চিরদিনের জন্য নহে। বৃদ্ধি হইলেই ক্ষয় আছে; উন্নতি হইলেই পতন হয়; সংযোগ হইলেই বিয়োগ ঘটে; জীবন হইলেই মরণ হইয়া থাকে।

[৫ম পরিচ্ছেদ : অনু ৪]

পরিবর্তন-ই জগৎ ও জীবনের আসল রূপ। অনবরত চলে বলিয়াই ইহা জগৎ, সর্বদা সরিয়া সরিয়া যায় বলিয়াই সংসার। সূর্য যেমন প্রভাতে পূর্বদিকে উঠিয়া ক্রমে মধ্য আকাশে আসে এবং নিজের আলোতে চতুর্দিক উত্তপ্ত ও প্রোজ্জ্বল করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে পশ্চিমে ঢলিয়া শান্তরশ্মি হইয়া অস্তমিত হয়, প্রতি মানুষও তেমনি জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া যৌবনের প্রতিষ্ঠা অন্তে বার্ধক্যে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়ে। দিনরাত্রির পর্যায় গতির মত উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখ, মিলন-বিচ্ছেদ, জন্ম-মৃত্যু লইয়াই মানুষের জীবন-যাত্রা। কেবল বৃদ্ধি, কেবল আনন্দ, কেবল উন্নতি এই পৃথিবীতে কদাচ সম্ভব নহে। মানুষের গতি যেমন একবারে হয় না— সংসারের গতি তেমনি এক বৃত্তিতে হয় না। এইজন্য সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যুকে জ্ঞানিগণ স্বাভাবিক পরিণাম বলিয়াই শান্তভাবে গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ দিনের পর রাত্রি যেমন অনিবার্য, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যুর ক্রমাবর্তনও তেমনি অনিবার্য। সুতরাং কোন কিছুরই স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস ও তাহার ক্ষয়ে শোক বীরোচিত নহে। মনে রাখিতে হইবে—"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ"।

৫। শোকের ধর্মই এই, তাহাতে অভিভূত হইলে, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইতে থাকে। [৫ম পরিচ্ছেদ : অনু ৫]

প্রিয়জনের মৃত্যু হইলে বা চিরকালের জন্য তাহার সহিত বিচ্ছেদ হইলে মনে যে গভীর দুঃখ দেখা দেয় তাহার নাম শোক। হঠাৎ ভাঙা বাঁধের জল যেমন তীব্র বেগে আসিয়া প্রবল বন্যার সৃষ্টি করে, সবদিক ভাসাইয়া নেয়, তেমনি শোকও মানুষের আর সব বৃত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে,

ঢাকিয়া ফেলে। আর নিম্নাভিগামী জলধারার মত এই শোকবেগ ক্রমশঃই বাড়িয়া চলে, বুদ্ধি, যুক্তি, সান্ত্বনার বাঁধ না দিলে কদাচ এই বেগ সংযত করা যায় না। ইহার প্রধান কারণ এই যে মানুষের মধ্যে একটি চিরন্তন অসহায়তা আছে। পরিবর্তনের মুখে আমরা অনবরত প্রাকৃতিক নিয়মে বহু প্রিয়বস্তু ও প্রিয়জনকে চিরদিনের জন্য হারাই। শুধু যুক্তি, বুদ্ধি, সান্ত্বনা ও ধৈর্যধারণ ছাড়া আর তাহাদিগকে পাইবার বা ক্ষতিপূরণের অন্য কোন উপায় নাই। শোকের আবেগে অভিভূত হইলে এই নিরুপায় অবস্থার কবলে গিয়া পড়ে বলিয়া মানুষ বেদনার দিকটা, দুঃখের দিকটাই মাত্র দেখে, অন্য দিকে বুদ্ধির দিকে, যুক্তির দিকে, সান্ত্বনার দিকে তাকাইতে অবসর পায় না এবং নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের গভীরতার হাহাকার মানুষকে একেবারে পাগল করিয়া দেয় বলিয়া সান্ত্বনা ও যুক্তির বাঁধ বা নিয়ন্ত্রণ ছাড়া শোকের হাত হইতে রেহাই পাইবার আর উপায়ান্তর নাই।

ভাবসম্প্রসারণের অনুশীলন

১। তুমি চন্দনতরু বোধে দুর্বিপাক বিষবৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলে। [২য় পরিচ্ছেদ : অনু ১১]

২। গভীর জলধি কখনও অল্পকারণে আকুলিত হয় না; সামান্য বায়ুবেগের প্রভাবে হিমাচল কখনও বিচলিত হইতে পারে না। [৩য় পরিচ্ছেদ : অনু ২]

৩। সর্বপ্রযত্নে প্রজারঞ্জন রাজার পরম ধর্ম। [৩য় পরিচ্ছেদ : অনু ৫]

৪। যাবজ্জীবন ঘৃণাস্পদ হওয়া অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল। [৩য় পরিচ্ছেদ : অনু ৮]

৫। মধ্যে মধ্যে সকলেরই চিত্তবৈকল্য ঘটিয়া থাকে। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, সকল সময়ে একভাবে থাকে না। [৪র্থ পরিচ্ছেদ : অনু ৪]

৬। যত ভাবিবেন, যত আন্দোলন করিবেন, ততই উৎকণ্ঠা ও অসুখ বাড়িবেক।

[৪র্থ পরিচ্ছেদ : অনু ৫]

৭। আমি জন্মান্তরে যেরূপ কার্য করিয়াছিলাম, এজন্মে সেইরূপ ফলভোগ করিতেছি।

[৪র্থ পরিচ্ছেদ : অনু ১৫]

৮। সকলই অদৃষ্টাধীন। [৪র্থ পরিচ্ছেদ : অনু ১৬]

৯। প্রাণান্ত স্বীকার করিয়াও অগ্রজের আজ্ঞা প্রতিপালন করা অনুজের সর্বপ্রধান ধর্ম।

[৪র্থ পরিচ্ছেদ : অনু ১৯]

১০। জনপদবাসীরা বন এই শব্দ শুনিলে ভয়াকুল হয়, কিন্তু তপোবনে ভয়ের কোন সম্ভাবনা নাই। [৪র্থ পরিচ্ছেদ : অনু ২৩]

১১। রাজত্ব কি বিষম অসুখের ও বিপদের আস্পদ; লোকে কি সুখভোগের লোভে রাজ্যাধিকার লাভের কামনা করে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

[৫ম পরিচ্ছেদ : অনু ৬]

১২। রামচন্দ্র রাজধর্ম প্রতিপালনে যেমন যত্নশীল, দাম্পত্যধর্ম প্রতিপালনেও তদনুরূপ যত্নশীল। [৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ : অনু ১২]

১৩। প্রজারঞ্জনের অনুরোধে প্রেয়সীর পরিত্যাগ ও সেই প্রেয়সীর স্নেহের অনুরোধে যাবজ্জীবন দারপরিগ্রহে বিমুখ হইয়া কালহরণ করা, এ উভয়ই অভূতপূর্ব ব্যাপার। [৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ : অনু ১২]

১৪। আমাদের গুরুদেব যেমন অলৌকিক কবিত্বশক্তিসম্পন্ন, রাজা রামচন্দ্র তেমনই অলৌকিক গুণসমুদয়ে পূর্ণ। [৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ : অনু ১৪]

১৫। রাজা রামচন্দ্রের সকলই অদ্ভুত কাণ্ড।

[৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ : অনু ১৪]

১৬। যে সঙ্গীতে এ সমুদয়ের সমবায় থাকে, তাহা শুনিয়া কাহার চিত্ত অনির্বচনীয় প্রীতিরসে পূর্ণ না হয়। [৭ম পরিচ্ছেদ : অনু ৩]

১৭। বড় লোকের রীতি চরিত্র বুঝা ভার।

[৮ম পরিচ্ছেদ : অনু ১১

১৮। আশার আশ্বাসনী শক্তির ইয়ত্তা নাই।

[৮ম পরিচ্ছেদ : অনু ১৬]

১৯। বোধ হয় বিধাতা মানব জাতিকে পবিত্রতা ধর্মে উপদেশ দিবার নিমিত্ত সীতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। [৮ম পরিচ্ছেদ : অনু ২১]

[খ] ভাবার্থ

ভাবার্থের আদর্শ

১। রাম মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে সীতা……সুখের সীমা থাকিত না। [পঃ ২ : অনু ৩-৪]

ভাবার্থ : রাম সীতার প্রেম সম্বন্ধে ভাবিতেছিলেন। তখন স্বপ্নের মধ্যে সীতা 'হা নাথ, কোথায় রহিলে' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। রাম বুঝিলেন যে আলেখ্য দর্শনে সীতা অতীত বিরহের স্মৃতিতে আচ্ছন্ন হইয়াছেন। সীতার নির্মল প্রেম সম্বন্ধে ভাবিতে ভাবিতে অকৃত্রিম প্রেমের মহিমার কথা রামের মনে উদিত হইল। নিঃস্বার্থ, অকৃত্রিম ভালবাসা অমূল্য সম্পদ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নিঃস্বার্থ প্রেম জগতে খুব বেশী দেখা যায় না। যদি সত্যই মানুষের মধ্যে এমন নির্মল নিঃস্বার্থ ভালবাসা থাকিত, তবে পৃথিবী স্বর্গভূমিতে পরিণত হইত।

২। চেতনা সঞ্চার হইলে সীতা কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া, স্নেহভরে সম্ভাষণ করিয়া…… যেখানে থাকি, তাঁহার অধিকার বহির্ভূত নই। [পঃ ৪ : অনু ১৭)

ভাবার্থ : জ্ঞানলাভ করিয়া পতিপ্রাণা সীতা লক্ষ্মণকে শোক সংবরণ করিয়া শীঘ্র রামের নিকটে যাইতে বলিলেন। কারণ সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া রাম নিশ্চয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন, কাজেই তাঁহাকে

যত্ন করা কর্তব্য। লক্ষ্মণ যেন রামকে বলেন সীতাকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার ক্ষুব্ধ হইবার প্রয়োজন নাই কারণ প্রজারঞ্জন রাজার প্রধান কর্তব্য —সীতাকে তিনি প্রজারঞ্জনের জন্যই পরিত্যাগ করিয়াছেন। লক্ষ্মণ যেন রামকে বলেন যে সীতা অযোধ্যা হইতে বিসর্জিতা হইলেও রামের অন্তর হইতে যেন অপসৃতা না হন। সীতা তপোবনে বসিয়া তপস্যা ও প্রার্থনা করিবেন যেন জন্মান্তরেও রামই তাঁহার স্বামী হন! আর রাম যেন সীতাকে একজন সামান্য প্রজা বলিয়া গণ্য করেন।

৩। সীতাকে বনবাস দিয়া, রাম যারপরনাই অধৈর্য ও শোকাভিভূত……একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। (পৃঃ ৫ ঃ অনু ১)

ভাবার্থ ঃ সীতাকে বনবাস দিয়া রাম আহারনিদ্রা, রাজকার্য সব ছাড়িয়া একা নির্জনে কাটাইতে লাগিলেন। রাম সীতাকে পবিত্রা বলিয়া জানিতেন। সীতা ও রাম ছিলেন ভিন্ন দেহ এক প্রাণ। পৃথিবীতে সীতার মত দ্বিতীয় কোন বস্তু ও মানুষ রামের কাছে প্রিয় ছিল না। রাজগৃহে যেমন তেমনি বনবাসেও দুইজন কেবল একত্র থাকাতেই প্রভূত আনন্দ পাইতেন। বনবাস হইতে ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহাদের ভালবাসা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এক মুহূর্তও একজন অপরজনকে ছাড়িয়া বাস করিতে পারিতেন না। কেবল প্রজানুরঞ্জনের জন্যই সীতাকে বনে দিয়া গভীর শোকে তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

৪। এই বলিয়া রামচন্দ্র অবনত বদনে কিয়ৎক্ষণ মৌনা-বলম্বন করিয়া রহিলেন……কলঙ্ক ঘোষণা করিবেক।

(পৃঃ ৫ ঃ অনু ৬)

ভাবার্থ ঃ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রাম কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন যে রাজা হওয়া ও রাজ্য পরিচালনা করা কি ভয়ংকর দুঃখের বিষয়। কী সুখে যে মানুষ রাজত্ব কামনা করে তাহা রামের বুদ্ধির অগম্য। কারণ রাজা হওয়ার জন্যই, কর্তব্যের অনুরোধে নিরপরাধা

সীতাকে বিসর্জন দিয়া সকল সুখের আশা ত্যাগ করিতে হইয়াছে। স্নেহ, মমতা, দয়া প্রভৃতি যাবতীয় মানসিক কোমল বৃত্তি ত্যাগ না করিলে প্রকৃত রাজা হওয়া যায় না। পরবর্তী সময়ে মনুষ্যসমাজ সীতা বিসর্জনের জন্য নিশ্চয় রামকে নিষ্ঠুর ও অপদার্থ মনে করিবে।

৫। সীতা নিতান্ত সুশীলা ও একান্ত সরলহৃদয়া......দুঃখ-ভাগিনী হইয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। [পরি ৮ : অনু ২১]

ভাবার্থ : সীতা-চরিত্র অতি অপূর্ব। তাঁহার মত সুশীলা, সরলহৃদয়া, পতিব্রতা নারীর কথা কেহ কদাচ শোনে নাই। সীতার চরিত্র দেখিয়া মনে হয় বিধাতা যেন পতিব্রতা কাহাকে বলে তাহা দেখাইবার জন্যই সীতাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সর্বগুণশালী স্বামীকে পাইয়াও এই পৃথিবীতে সীতার মত সর্বগুণসম্পন্না নারীর ন্যায় চিরদুঃখিনী রমণী আর কেহ জন্মিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

ভাবার্থের অনুশীলন

১। বিষয়ান্তরের সংঘটন দ্বারা রামের......এক একবার অবলোকন করিয়াছিলাম। (পরি ১ ; অনু ১৮)

২। কিয়ৎক্ষণ পরে চেতনা সঞ্চার হইলে রাম......জীর্ণ অরণ্যপ্রায় প্রতীয়মান হইতেছে। (পরি ২ ; অনু ১১)

৩। এইভাবে কিয়ৎদূর গমন করিলে পর সীতা......আর্যপুত্রকে দেখিতে পাইব না। (পরি ৪ ; অনু ৩)

৪। এইভাবে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে পর......তোমার মনে কি এতই ছিল। (পরি ৪ ; অনু ১৪)

৫। এই বলিতে বলিতে গেলে জানকীর......বনবাসে থাকিলেও আমার কিছুমাত্র দুঃখ হইত না। (পরি ৪ ; অনু ১৫)

৬। তিনি এইরূপ আলোচনা করিয়া বিনয়পূর্ণ·····রাজকার্যে মনোনিবেশ করুন। (পরি ৫; অনু ৪)

৭। লক্ষ্মণ এই বলিয়া বিরত হইলে রাম······কার্যালয়ে উপস্থিত থাকিবেন। (পরি ৫; অনু ৫)

৮। বাল্মীকির মুখে রামের নাম শুনিয়া সীতার······অনুরাগের অন্যথাভাব ঘটিয়াছে। (পরি ৬; অনু ১১)

৯। দেখিলাম রাজা রামচন্দ্রের সকলই অলৌকিক কাণ্ড······এ উভয়ই অভূতপূর্ব ব্যাপার। (পরি ৬; অনু ১২)

১০। রামচন্দ্র পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন······সৌভাগ্যগর্ব আবির্ভূত হইল। (পরি ৬; অনু ১৩)

১১। কুশ ও লব দূর হইতে রামচন্দ্রকে······নয়নের চরিতার্থতা লাভ করিলাম। (পরি ৬; অনু ১৪)

১২। অনন্তর তাহারা দুই সহোদরে তদীয়······অনির্বচনীয় প্রীতিরসে পূর্ণ না হয়। (পরি ৭; অনু ৩)

১৩। শ্রবণমাত্র রামের অন্তঃকরণে······চিত্রার্পিতের ন্যায় উপবিষ্ট রহিলেন। (পরি ৭; অনু ৫)

১৪। এদিকে সীতা কৌশল্যার প্রেরিত······তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। (পরি ৮; অনু ১৫)

১৫। এইরূপ বলিতে বলিতে আহ্লাদভরে······সহধর্মিণী কার্য সম্পন্ন করিতেছেন। (পরি ৮; অনু ১৬)

[গ] সংক্ষেপকরণ

সংক্ষেপকরণের আদর্শ

১। রাম শুনিয়া স্মিতমুখ ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া অষ্টাবক্রকে জিজ্ঞাসিলেন......আর্যপুত্র রঘুকুলধুরন্ধর হইবেন কেন ?
(পরি ১ ; অনু ৭)

সংক্ষেপকরণ ঃ

রামের প্রজানুরঞ্জনের প্রতিশ্রুতি

রাম কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া অষ্টাবক্র রামকে বশিষ্ঠের নির্দেশ জানাইলেন যে রাম যেন প্রজারঞ্জনরূপ রঘুবংশীয় রাজাদের ব্রত সম্বন্ধে অবহিত থাকেন। ইহাতে রাম উক্ত নির্দেশ শিরোধার্য করিয়া জানাইলেন যে প্রজানুরঞ্জনের জন্য সুখভোগ ত্যাগ করা তো সামান্য কথা প্রাণপ্রিয় সীতাকে পর্যন্ত ত্যাগ করিতে পারেন। সীতা রামের রঘুকুলোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিলেন।

২। এই বলিয়া বিদায় লইয়া লক্ষ্মণ প্রস্থানোন্মুখ হইলে প্রস্থান····· করিলেন।
(পরি ২ ; অনু ২০)

সংক্ষেপকরণ ঃ

সীতার বনগমনাভিলাষ

লক্ষ্মণ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে সীতা কহিলেন যে চিত্র দেখিয়া সীতার বনগমনাভিলাষ হইয়াছে, মুনি-পত্নীদের সান্নিধ্য ও ভাগীরথী-স্নানের আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। রাম তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মণকে অভিলাষপূরণের আদেশ দিলেন। সীতা রামকে এবং লক্ষ্মণকেও তাঁহার সহিত যাইবার অনুরোধ করিলে রাম সানন্দে স্বীকৃত হইলেন এবং আগামী প্রভাতে যাত্রা করিবার ব্যবস্থা করিতে লক্ষ্মণ চলিয়া গেলেন।

৩। **এইরূপ আক্ষেপ ও বিলাপ করিতে……নির্দয় ও নৃশংস ভূমণ্ডলে নাই।** (পরি ৪; অনু ১৬)

সংক্ষেপকরণ :

লক্ষ্মণের অনুতাপ ও আক্ষেপ

সীতা মূর্ছিত হইয়া পড়িলে লক্ষ্মণ অতিরিক্ত প্রজারঞ্জনই অনর্থের মূল বলিয়া শোক করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ বলিলেন যে এই নৃশংস কাজ করিবার পূর্বে যদি লক্ষ্মণের মৃত্যু হইত, অথবা তিনি যদি রামের আদেশ পালন না করিতেন তবে এমন সর্বনাশ হইত না। রামের আদেশানুবর্তী না হওয়ার জন্য রামের বিরাগভাজন বা নরকবাস হইলে তাহাও সহস্রগুণে ভাল ছিল। লক্ষ্মণ এখনও বাঁচিয়া আছেন বলিয়া নিজের প্রাণকে ধিক্কার দিলেন। আবার রামের নিষ্ঠুরতার নিন্দা করিয়া লংকাসমর ও সীতার উদ্ধারের অসার্থকতার কথা উল্লেখ করিলেন। লক্ষ্মণের ধারণা হইল পৃথিবীতে রামের মত কঠিনহৃদয় মানুষ আর নাই।

৪। **এই বলিয়া রাম বিরত হইলে বশিষ্ঠদেব বলিলেন… শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া মীমাংসিত হইল।** (পরি ৬; অনু ৪-৫)

সংক্ষেপকরণ :

স্বর্ণসীতা গ্রহণ সংকল্প

বশিষ্ঠদেব বলিলেন যে শাস্ত্রে আছে স্ত্রীর সহিত ধর্মাচরণ করিতে হয়, কাজেই সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। রাম ম্লানমুখে সাশ্রুনয়নে বশিষ্ঠদেবের নির্দেশ প্রার্থনা করিলেন। বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বিবাহের পরামর্শ দিলেন। এই প্রস্তাবে রাম নীরব রহিলেন। রাম সীতাগতপ্রাণ ছিলেন, সীতার মোহিনী মূর্তি তাঁহার হৃদয়ে চির অঙ্কিত ছিল, কাজেই বশিষ্ঠ কর্তৃক বারবার অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি কিছুতেই বিবাহে সম্মতি দিলেন না। তখন সীতার স্বর্ণপ্রতিকৃতি লইয়াই যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল।

৫। কিয়ৎক্ষণ পরে কৌশল্যা কিঞ্চিৎ অংশে……এ বিষয়ে আর অণুমাত্র সংশয় রহিল না। (পরি ৮ ; অনু ৭-৮)

সংক্ষেপকরণ ঃ

কুশ-লবের পরিচয় লাভ

শোক সংবরণ করিয়া কৌশল্যা কুশ ও লবকে তাহাদের পিতামাতার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। কুশ-লব বলিল যে তাহারা তাহাদের পিতার পরিচয় জানে না। মাতা তপস্বিনী, তাঁহার নামও জানে না ; তবে তাহারা বাল্মীকির শিষ্য এই মাত্র জানে। কৌশল্যা তারপর জিজ্ঞাসা করিয়া কুশলবের মায়ের আকৃতি কিরূপ জানিয়া সীতার পরিচয় বুঝিলেন এবং সীতা কৃশ ও জীবন্মৃত হইয়া আছেন শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তারপর নিঃসংশয় হইবার জন্য লক্ষ্মণকে দিয়া বাল্মীকিকে ডাকাইয়া তাঁহার কাছ হইতে কুশলবের যথার্থ পরিচয় জানিলেন, সীতার দুঃখে আকুল হইলেও সীতা বাঁচিয়া আছেন এবং কুশলব সীতার নন্দন জানিয়া আশ্বস্ত হইলেন।

সংক্ষেপকরণের অনুশীলন

১। সীতা অন্যদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া……অতিবাহিত হইয়াছিল (পরি ১ ; অনু ১৫)

২। এইরূপে গৃহান্তরে উপস্থিত হইয়া……দুর্মুখ তথা হইতে প্রস্থান করিল। (পরি ২ ; অনু ৮)

৩। দুর্মুখমুখে সীতা সংক্রান্ত……আমার মত উভয় সংকটে পড়ে না। (পরি ২ ; অনু ৯)

৪। রাম কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন……পরিত্রাণ পাই। (পরি ৩ ; অনু ৫)

৫। লক্ষ্মণের এই বিনয়পূর্ণ কথার……অসন্দিহানচিত্তে শিরোধার্য করিব। (পরি ৩ ; অনু ৭)

৬। এই ভাবে কিয়ৎদূর গমন করিলে……আর্যপুত্রকে দেখিতে পাইব না। (পরি ৪ ; অনু ৩)

৭। মহর্ষি ঋষিকুমারদিগের মুখে এই……আমার অনুগামিনী হও। (পরি ৪ ; অনু ২৩)

৮। এইরূপ আলোচনা করিয়া রাম কিয়ৎক্ষণ পরে……তাঁহার প্রবৃত্তি ও উৎসাহ রহিল না। (পরি ৫ ; অনু ৭)

৯। এদিকে কিয়ৎদিন পরে জানকী……না লোকালয়ে মুখ দেখাইতে হয়। (পরি ৫ ; অনু ৮)

১০। এদিকে মহর্ষি বাল্মীকি সীতার……কিরূপ বলেন দেখা আবশ্যক। (পরি ৬ ; অনু ৮)

১১। একদিন মহর্ষি সায়ংসন্ধ্যা……পরিষ্কৃত হইয়া আসিবেক। (পরি ৬ ; অনু ৯)

১২। অনন্তর তাহারা দুই সহোদরে…………অনির্বচনীয় প্রীতিরসে পূর্ণ না হয়। (পরি ৭ ; অনু ৩)

১৩। এই বলিয়া তাহাদের দুই সহোদরকে বিদায়……হইতে পারে না। (পরি ৭ ; অনু ৮)

১৪। এই বলিয়া একান্ত বিকলচিত্ত হইয়া……পাষাণ-হৃদয় আর কে আছে ? (পরি ৭ ; অনু ৯)

১৫। লক্ষ্মণের মুখে সবিশেষ……পরিত্রাণ বোধ করি। (পরি ৮ ; অনু ১৩)

১৬। এইরূপ বলিতে বলিতে আহ্লাদভরে……সহধর্মিণীর কার্য সম্পন্ন করিতেছেন। (পরি ৮ ; অনু ১৬)

১৭। ইহা বলিয়া বাল্মীকি বিরত হইলে……ভূতলে পতিতা হইলেন। (পরি ৮ ; অনু ১৯)

দুরূহ শব্দার্থ

(শব্দের পাশে বন্ধনীর মধ্যস্থিত—(১), (২) সংখ্যাগুলি পরিচ্ছেদসূচক। বহুশব্দ বারংবার প্রযুক্ত হইয়াছে কিন্তু পরিচ্ছেদ সংকেত করা হয় নাই।)

অপ্রতিহত (১)—অবাধ
অপত্যনির্বিশেষে (১)—সন্তানের মত
অমাত্যবর্গ (১)—মন্ত্রিগণ
অবহিত (১)—মনোযোগী
অশেষবিধ (১)—নানা প্রকার
অবিধেয় (১)—অন্যায়
অব্যবহিত (১)—সংলগ্ন
অহোরাত্র (১)—দিবারাত্র
অনবহিত (১)—অমনোযোগী
অনুগৃহীত (১)—কৃতার্থ
অবলোকন (১)—দেখা
অগ্নিপরিশুদ্ধি কাণ্ড (১)—অগ্নিপরীক্ষার ব্যাপার
অনিমেষ (১)—নিষ্পলক
অঙ্গুলি প্রয়োগ করিয়া (১)—আঙ্গুল দিয়া
অভিনব (১)—অতি নূতন
অপরাহ্ণ (১)—বৈকাল
অতিবাহিত (১)—ব্যয়
অনর্থ (১)—অঘটন
অবলোকিত (১)—দৃষ্ট
অনির্বচনীয় (১)—যাহা বলিয়া প্রকাশ করা যায় না
অবগাহন (১)—ডুব দিয়া স্নান
অন্তরাল (১)—আড়াল

অসংকুচিত (১)—বিস্তৃত

অভূতপূর্ব (১)—যাহা পূর্বে কখনো হয় নাই

অমৃতায়মান (১)—অমৃতের মত

অভিষিক্ত (১)—স্নাত

অনন্যসাধারণ (২)—অসাধারণ

অকৃত্রিম (২)—সরল

অবিকৃত (২)—বিশুদ্ধ

অপলাপ (২)—মিথ্যা

অন্বর্থ (২)—অর্থযুক্ত

অপসারিত (২)—দূরীভূত

অধোদৃষ্টি (২)—নিম্নদৃষ্টি

অনর্গল (৩)—অনিরুদ্ধ

অপ্রতিবিধেয় (৩)—যাহার প্রতিবিধান করা যায় না

অহিত (৩)—অমঙ্গল

অভিপ্রায়ে (৩)—উদ্দেশ্যে

অনর্থপাত (৩)—সর্বনাশ

অনুধাবন (৩)—বোঝা, জ্ঞান

অবস্থিতি (৩)—বাস, অবস্থান

অনুমোদন (৩)—সমর্থন

অগ্রজ (৩)—জ্যেষ্ঠ

অনুজ (৩)—কনিষ্ঠ

অভিভূত (৩)—আচ্ছন্ন

অঙ্গীকার (৩)— স্বীকার

অপবাদ (৩)—মিথ্যানিন্দা

অমূলক (৩)—ভিত্তিহীন

অণুমাত্র (৩)—বিন্দুমাত্র
অলৌকিক (৩)—অপার্থিব
অসংশয়িত (৩)—সন্দেহাতীত
অসন্দিহান (৩)—নিঃসন্দেহ
অপরিণামদর্শিতা (৩)—ভবিষ্যৎ বিচার না করা
অবিমৃষ্যকারিতা (৩)—মূর্খতা
অদৃষ্টবৈগুণ্য বশতঃ (৩)—কপাল দোষে
অবজ্ঞা প্রদর্শন (৩)—গ্রাহ্য না করা
অসতী সংসর্গী (৩)—কুলটা সংযুক্ত
অন্যথা (৩)—অন্যপ্রকার
অভিবাদন (৪)—প্রণাম
অনুকূল (৪)—সহায়ক
অন্তঃকরণ (৪)—প্রাণ
অসুখ সঞ্চার (৪)—দুঃখ সৃষ্টি
অভিলাষ (৪)—ইচ্ছা
অধিরোহণ (৪)—আরোহণ
অপসারণ (৪)—দূর করা
অধোবদনে (৪)—অবনত মুখে
অবস্থাপন্ন (৪)—অবস্থায় পতিত
অভিপ্রেত (৪)—ঈপ্সিত
অন্তঃসত্ত্বা (৪)—গর্ভবতী
অদৃষ্টচর (৪)—পূর্বে যাহা দেখা যায় নাই
অশ্রুতপূর্ব (৪)—পূর্বে যাহা শোনা যায় নাই
অভূতপূর্ব (৪)—পূর্বে যাহা হয় নাই
অবয়ব (৪)—দেহ

অনুবর্তী (৪)—অনুগামী
অঞ্জলিবদ্ধ (৪)—কৃতাঞ্জলি
অনুসারে (৪)—অনুসরণ করিয়া
অসূর্যম্পশ্যরূপা (৪)—সূর্যও যাহাকে দেখে না এমন সুন্দরী
অটবীভাগে (৪)—বনাংশে
অভাবিত (৪)—অচিন্তিত
অবলোকন (৪)—দেখা
অপত্য-সংস্কার বিধি (৪)—নবজাতকের শাস্ত্রীয় কর্ম প্রভৃতি
অকিঞ্চিৎকর (৪)—সামান্য
অর্ধাবশিষ্ট (৫)—অর্ধেক
অভিপ্রায় পরিজ্ঞান (৫)—ইচ্ছা জানা
অন্যথা ভাব (৫)—অন্য প্রকার ভাব
অনুধাবন (৫)—জানা, বিচার
অবস্থত হইয়া (৫)—অবসর গ্রহণ করিয়া
আত্মভর্ৎসনা (৫)—আত্মনিন্দা
অমৃতাভিষিক্ত (৫)—অমৃতদ্বারা সিক্ত
অনন্যমনা (৫)—অপর কিছু বিষয়ে মন না দিয়া
অন্তর্দাহ (৫)—মানসিক অশান্তি
অসংগতি (৫)—অভাব
অনায়ত্ত (৬)—আয়ত্তের বাহিরে
অতীতবেদী (৬)—অতীতজ্ঞ
অতি প্রভূত (৭)—খুব বেশী
অবধারিত (৭)—নিশ্চিত
অপ্রমেয় (৮)—অফুরন্ত
অব্যবস্থিতচিত্ত (৮)—চঞ্চলহৃদয়

আলেখ্য (১)—ছবি
আত্মপ্রশংসাবাদ শ্রবণে (১)—নিজ প্রশংসা শুনিয়া
আতপ নিবারণ (১)—রৌদ্র নিবারণ
আপ্লুত (১)—স্নাত
আপতিত (৩)—আগত
আলয় (৩)—গৃহ
আস্থা (৩)—বিশ্বাস
আপনকার (৩)—আপনার
আজ্ঞাবহ (৩)—হুকুম তামিলকারী, আদেশাধীন
আবির্ভাব (৪)—আগমন
আকর্ণন (৪)—শ্রবণ
আসন্নপ্রসবা (৪)—প্রসবের সময় নিকটে এমন নারী
আস্পদ (৫)—পাত্র
আতিশয্য দর্শনে (৬)—আধিক্য দেখিয়া
আশ্বাসনী (৮)—আশ্বাস করিবার ব্যবস্থা
ইতস্ততঃ (১)—এদিক সেদিক
ইতঃপূর্বে (৩)—ইহার আগে
ঈষৎ (১)—সামান্য
ঈদৃশ (২)—এই প্রকার
উল্লঙ্ঘন (১)—অতিক্রম
উদ্গত (১)—সৃষ্ট
উপক্রম (১)—উদ্যোগ
উপাধান স্থানীয় (১)—বালিশের সমান
উচ্ছলিত (৩)—প্রবৃদ্ধ
উৎপাত (৪)—উপদ্রব

উৎকণ্ঠিত (৪)—ব্যাকুল
উৎকণ্ঠা (৪)—ব্যাকুলতা
উন্মূলিত (৪)—উৎপাটিতমূল
উত্তরোত্তর (৫)—ক্রমে ক্রমে
উত্তরকালীন (৫)—পরবর্তী
উদ্বোধ (৬)—জ্ঞান
একতর (৩)—দুইটির একটি
একশেষ (৪)—পরাকাষ্ঠা
এতাদৃশ (৪)—এই প্রকার
ঐকান্তিক (৪)—একাগ্রভাবে
ঔদাস্য (১)—উদাসীনতা
কমনীয় (১)—সুন্দর
কর্ণকুহর (১)—কানের ছিদ্র
ক্রোড় দেশ (১)—কোল
কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনায় (২)—কার্য অকার্য বিচার
কপোল (৩) – গণ্ড
কথঞ্চিৎ (৩)—সামান্য
কলঙ্কপঙ্ক (৩)—কালিমা কর্দম
কিংকর্তব্যবিমূঢ় (৩)—কি করা উচিত সে সম্বন্ধে দিশাহারা
কার্যাবধারণ (৩)—কর্তব্য নির্ণয়
কারুণ্যরসে (৩)—করুণাধারায়
কায়মনোবাক্যে (৪)—দেহমনকথায়, সর্বতোভাবে
কমলিনীনায়ক (৪)—পদ্মপ্রিয়, সূর্য
কণ্ঠরোধ (৪)—কথা বলার বাধা

কদলী (৪)—কলাগাছ
কলেবর (৪)—দেহ
ক্লেশ পরম্পরা (৪)— কষ্টসমূহ
কৃতাঞ্জলিপুটে (৪)—জোড়হাতে
কুররী (৪)—এক শ্রেণীর পক্ষী
কামিনী (৪)—নারী
কারুণ্যরস (৪)— করুণভাব
কমলা (৪)—লক্ষ্মী
কৌতূহলাবিষ্ট (৬)—কুতূহলী
গন্ধবহ (১)—বাতাস
গুরুপরম্পরায় (১)—পরপর গুরুক্রমে
গিরিতরঙ্গিণী (১)—পাহাড়িয়া নদী
গ্রন্থি (১)—বন্ধন
গৃহান্তর (২)—অন্যগৃহ
গতচেতনা (৪)—চেতনাহীন
গলদশ্রুলোচনে (৪)—জল ঝরিতেছে এরূপ চোখে
গললগ্ন বসনে (৪)—গলবস্ত্রে
ঘনসন্নিবিষ্ট (১)—ঘন করিয়া সাজান
ঘৃণাস্পদ (৩)—ঘৃণাভাজন
চলচিত্ত (১)—চঞ্চল
চিত্ত বিনোদন (১)—মনের আনন্দ বিধান
চিত্রপট (১)—ছবি
চিরাতীত (১)—চিরদিনের জন্য পুরাতন
চিরানুকূল (১)—চিরানুরক্ত
চিত্তচকোর (১)—হৃদয়রূপ চকোর

চিত্তবৈকল্য (৪)—মনের বিকলতা
চিত্রার্পিতের (৪)—অংকিত ছবির
চিরপ্রদীপ্ত (৬)—চির উজ্জ্বল
ছন্দানুবৃত্তি (৭)—অনুসরণ
জন্মপরিগ্রহ (১)—জন্মগ্রহণ
জৃম্ভক অস্ত্র (১)—ঘুমপাড়ান অস্ত্র
জলধরমণ্ডলী (১)—মেঘসমূহ
জাগরূক (১)—জাগ্রত
জানপদগণ (২)—নাগরিকগণ
জনাপবাদ (২)—লোকের মিথ্যা নিন্দা
জলধি (৩)—সমুদ্র
জন্মান্তরে (৪)—অন্য জন্মে
জাহ্নবীজলে (৪)—গঙ্গাজলে
জীবন্মৃত (৬)—জীয়ন্তে মরা
তদনুরোধে (১)—তাহার অনুরোধে
তৎসন্নিধানে (১)—তাহার নিকটে
তৎকালে (১)—সেই সময়ে
তপোময় (১)—তপস্যাপূর্ণ
তালবৃন্ত (১)—তালের পাখা
তরঙ্গ বিস্তার (১)—ঢেউ সৃষ্টি
তাদৃশী (৩)—সেইরূপ
তদীয় (৩)—তাহার
তৎসংক্রান্ত (৩)—সেইসম্পর্কিত
তদভিমুখে (৪)—সেই দিকে
তদ্গতপ্রাণ (৪)—তাহাগত প্রাণ অর্থাৎ রামগতপ্রাণ

তূষ্ণীভাব (৭)—নীরবতা
দর্প সংহার (১)—অহংকার নাশ
দীর্ঘায়ুরস্তু (১)—দীর্ঘায়ু হউক
দুর্মনায়মানা (১)—দুঃখিতহৃদয়া
দুরূহ (১)—কঠিন
দৃষ্টিসঞ্চারণ (১)—তাকান
দ্রবীভূত (১)—বিগলিত
দৃষ্টিগোচর (১)—দর্শন
দুর্ধর্ষ (১)—প্রবল
দৃষ্টিযোজনা (১)—চক্ষুপাত
দ্বৈধ (২)—দ্বিধার ভাব
দুর্নিবার (২)—যাহা নিবারণ করা দুঃসাধ্য
দুরপনেয় (২)—দুর্মোচনীয়
দুর্বিপাক (২)—দুর্ঘটনা
দুর্বিষহ (২)—দুঃসহ
দুর্বহ (৩)—কষ্টবহ
দুষ্পরিহর (৩)—যাহা বর্জন করা কষ্টকর
দুর্বৃত্ত (৩)—দুরাচার
দশানন (৩)—রাবণ
দ্বিরুক্তি (৩)—উচ্চবাচ্য
দীনভাবাপন্ন (৫)—দরিদ্রজনোচিত
দারপরিগ্রহ (৬)—বিবাহ
দৃষ্টি বিন্যাস (৭)—দৃষ্টিক্ষেপ
ধৃষ্টতা (৭)—অশিষ্টতা
নবজলধরমণ্ডল (১)—নূতন মেঘসমূহ

নিরুদ্বেগ (২)—উদ্বেগহীন

নেত্রপথে (৩)—চোখের সামনে

নিরতিশয় (৪)—অত্যন্ত

নির্গত (৫)—বাহির

নবীভাব (৬)—নূতন ভাব

নিষ্ক্রান্ত (১)—প্রস্থিত

নিদ্রাবেশ (১)—ঘুমের ঝোঁক

নির্বন্ধাতিশয় (২)– অত্যন্ত আগ্রহ

নিঃসংশয়িতরূপে (২)—নিশ্চিতরূপে

নিঃসৃত (২)—বহির্গত

নিষ্প্রভ (৩)—জ্যোতির্হীন

নিঃসংশয়িতরূপে (৩)—সন্দেহাতীতরূপে

নিরুদ্বেগে (৩)—বিনা দুশ্চিন্তায়

নিরয়গামী (৪)—নরকগামী

নৃশংস (৪)—নিষ্ঠুর

নিরন্তর (৪)—সর্বদা

নিষ্কাশিত (৫)—দূরীভূত

নিরাস (৫)—দূর

নিবন্ধন (৬)—হেতু

নিস্পৃহতা (৭)—নির্লোভতা

পরিবৃত (১)—বেষ্টিত

প্রার্থয়িতব্য (১)—প্রার্থনার যোগ্য

প্রজারঞ্জন সম্ভূত (১)—প্রজার আনন্দের জন্য

প্রণিপাত (১)—প্রণাম

প্রসন্ন সলিলা (১)—নির্মল জলযুক্ত

পর্যটন (১)—ভ্রমণ
প্রাহ্ণে (১)—পূর্বাহ্ণে, সকালে
প্রতীয়মান (১)—অনুভূত
প্রস্থানোন্মুখ (১)—গমনোদ্যত
প্রিয়ংবদ (১)—প্রিয় কথা বলে যে
প্রফুল্ল কলেবর (২)—আনন্দিত দেহ
পরিগ্রহ (২)—গ্রহণ
পর্যালোচনা (২)—বিশেষ বিচার
পাপ পঙ্কে (২)—পাপের কর্দমে
পর্যবসিত (২)—সমাপ্ত
পরগৃহবাসিনী (৩)—অপরের গৃহে যে নারী বাস করে
পৌরবর্গ (৩)—নাগরিকগণ
প্রশস্ত (৩)—উদার
প্রতিরোধ (৩)—আটকান
প্রবৃত্ত (৩)—রত
প্রাণপ্রয়াণ (৩)—মৃত্যু
পরাঙ্মুখ (৩)—বিমুখ
প্রীতি সম্পাদন (৩)—প্রিয় কার্য
প্রীতি-প্রফুল্ল (৪)—প্রেমে উজ্জ্বল
পরিক্ষিপ্ত (৪)—নিক্ষিপ্ত
পতিবিয়োজিতা (৪)—স্বামীহারা
পূর্বজন্মার্জিত (৪)—পূর্বজন্মের ফলে প্রাপ্ত
পরাঙ্মুখ (৪)—বিমুখ
প্রজারঞ্জন (৪)—প্রজার সন্তুষ্টি বিধান
প্রোচ্ছলিত (৪)—বিশেষরূপে উচ্ছলিত

পরিতাপ (৪)—অনুতাপ

পুরঃসর (৪)—পূর্বক

পতিহিতৈষিণী (৪)—স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী

প্রণয়গর্ভ (৫)—প্রীতিযুক্ত

পরিহার মানসে (৫)—ত্যাগের ইচ্ছায়

পূর্ববৎ (৫)—আগের মত

প্রত্যবায় গ্রস্ত (৫ ,—পাপগ্রস্ত

পারদর্শী (৬)—দক্ষ

প্রতিকৃতি (৬)—মূর্তি

পরিগ্রহ প্রার্থনা (৭)—পুনরায় গ্রহণের অনুরোধ

পটমণ্ডপমণ্ডলী (৭)—তাঁবুসমূহ

পরাভব স্বীকার (৭)—হার স্বীকার

প্রতীতি (৮)—বিশ্বাস

বনপাদপসমূহ (১)—বনবৃক্ষসমূহ

বিরাগভাজন (১)—ক্রোধের পাত্র

বিয়োগ-কাতরে (১)—বিচ্ছেদ-দুঃখিনি

বৈরনির্যাতন (১)—শত্রু পীড়ন

বাষ্পবারি (১)—অশ্রুবিন্দু

বারি বিহঙ্গ (১)—জলচর পক্ষী

বিকল চিত্ত (১)—ব্যাকুল হৃদয়

বাহুবল্লী (১)—বাহুরূপী লতা

বচন পরম্পরা (১)—পরপর বাক্যসমূহ

বিমোহিত (১)—মুগ্ধ

বিন্যস্ত করিয়া (১)—রাখিয়া

বদন-সুধাকর (১)—মুখচন্দ্র

বিনিবেশিত (২)—বিন্যস্ত
বিরল (২)—অল্প
ব্যগ্রতা (২)—ঔৎসুক্য
বজ্রলেপময় (২)—বজ্র দ্বারা লেপা
বিধেয় (৩)—যুক্তিযুক্ত
বিষণ্ণ (৩)—বিষাদগ্রস্ত
ব্যপদেশে (৩)—অছিলায়, সুযোগে
বিনির্গত (৪)—বাহির
বাক্য নিঃসরণ (৪)—কথা বাহির হওয়া
বিদীর্ণ (৪)—ফাটিয়া যাওয়া
বাতাভিহতা (৪)—বাতাসে কম্পিতা
বিশীর্ণ (৪)—শুষ্ক
বাষ্পপরিপ্লুত লোচনে (৪)—অশ্রুপূর্ণ চোখে
বাৎসল্য (৪)—স্নেহ
বৈলক্ষণ্য (৪)—বিরূপতা
বিনয়নম্র (৪)—বিনীত ও কোমল
বিনিবৃত্ত (৫)—প্রত্যাগত
বিধিনির্বন্ধ (৫)—বিধাতার নির্দিষ্ট
বিষদিগ্ধ (৫)—বিষলিপ্ত
বাষ্প মোচন (৫)—অশ্রুবর্ষণ
ব্যতিরিক্ত (৫)—ভিন্ন
বাদানুবাদ (৬)—তর্কাতর্কি
বীতস্পৃহতা (৮)—নিরাসক্তি
বিস্ময়-বিস্ফারিত (৮)—অবাক হওয়ার ফলে চোখের বিস্তার

বাতাহত (৮)—বাতাসের আঘাতে পতিতা
ভূয়োভূয়ঃ (১)—পুনঃপুনঃ
ভাবান্তর সম্পাদন (১)—অন্যভাব সৃষ্টি
ভুজলতা (২)—বাহুরূপ লতা
ভবদীয় (৩)—আপনার
ভবাদৃশ (৩)—আপনার মত
ভাবান্তর (৪)—অন্যভাব
ভূতলশায়িনী (৪)—ভূলুণ্ঠিতা
মন্দ মারুত (১)—ঈষৎ হাওয়া
মানবসমাগমশূন্য (১)—মানুষের আগমন হীন
মধুকর (১)—মৌমাছি
মোহাবেশ (২)—মুগ্ধতার নেশা
মসৃণ (২)—চিকণ
মৌক্তিক (২)—মুক্তানির্মিত
মৌনাবলম্বন (২)—নীরবতা পালন
মন্ত্রভবন (৩)—মন্ত্রণা গৃহ
মার্জন (৩)—ঘষা
ম্রিয়মাণ (৩)—মৃতের মত, ম্লান
মুখারবিন্দ (৩)—মুখপদ্ম
মদীয় (৩)—আমার
মুখশোষ (৪)—মুখের শুষ্কভাব
মৃগতৃষ্ণিকা (৭)—মরীচিকা
মুক্তসংশয় (৮)—সন্দেহমুক্তা
যৎপরোনাস্তি (১)—অতিশয়, যারপরনাই
যথার্থতা (৩)—বাস্তবতা

যূথবিরহিত (৪)—দল হইতে বিচ্ছিন্ন
যদৃচ্ছালব্ধ (৮)—যেমন খুসি প্রাপ্ত
রসাঞ্জনরূপিণী (৩)—আনন্দরূপ কাজল রূপিণী
রামমুখ-বিনিঃসৃত (১)—রামের মুখ হইতে বহির্গত
রুষ্ট (৪)—ক্রুদ্ধ
লোকরঞ্জন (২)—প্রজার মঙ্গল
লক্ষিত (৩)—দৃষ্ট
লোকবিগর্হিত (৪)—লোকনিন্দিত
লোকবিরাগ-সংগ্রহ (৫)—লোকনিন্দালাভ
লোকোত্তর (৫)—মহানুভব
শিরোধার্য (১)—মাথায় করা, গ্রহণ করা
শ্বশ্রূজন-বিরহ (১)—শাশুড়ীদের বিরহ
শ্রবণগোচর (১)—শোনা
শ্রমণা (১)—সন্ন্যাসিনী
শ্রেয়স্কর (২)—মঙ্গলজনক
শশধর (৩)—চন্দ্র
শুদ্ধাচারিতা (৩)—পবিত্রতা
শপথ (৪)—প্রতিজ্ঞা
শ্বশ্রূ (৪)—শাশুড়ী
শ্রেয়কল্প (৫)—শ্রেষ্ঠ
শোকাপনোদন (৫)—শোক দূরীকরণ
শল্য (৫)—শাল, কাঁটা
সমভিব্যাহারে (১)—সঙ্গে
সর্বথা (১)—সকল প্রকারে
স্মিতমুখ (১)—হাস্যমুখ

সাষ্টাঙ্গ (১)—মাটিতে অষ্ট অঙ্গের সহিত অর্থাৎ
মাটিতে লুটাইয়া
সাতিশয় (১)—অত্যন্ত
সন্নিহিত (১)—নিকটস্থ
সমুচিত (১)—যথার্থ
সদ্বিবেচনায় (১)—মঙ্গল মনে করিয়া
সমন্ত্রক (১)—মন্ত্রের সহিত যুক্ত
স্থলান্তরে (১)—অন্যস্থানে
সময়াতিপাত (১)—কাল কাটান
সঞ্চরমাণ (১)—চলমান
সৌরভ (১)—গন্ধ
সলিল (১)—জল
সম্যক (১)—পূরাপূরি, ভালভাবে
সস্মিত (১)—সহাস্য
স্থির প্রসাদ (২)—যাহার প্রসন্নতা স্থির, চিরপ্রসন্ন
স্বপ্নভাষিত (২)—স্বপ্নের কথা
সংবরণ (৩)—দমন
সর্বতোভাবে (৩)—সকল প্রকারে
স্থিরীকৃত (৩)—যাহা স্থির করা হইয়াছে যাহা
সমাহিত (৩)—সমাপ্ত
সাধুবাদ (৩)—প্রশংসা
স্পন্দিত (৪)—কম্পিত
স্বরবৈলক্ষণ্য (৪)—বিকৃত কণ্ঠস্বর
সকল-ভুবন-প্রকাশক (৪)—পৃথিবী প্রকাশকারী
স্থৈর্য সম্পাদন (৪)—স্থিরতা বিধান

সংজ্ঞালাভ (৪)—জ্ঞান লাভ
সসাগরা (৪)—সাগরযুক্তা
সমিধ (৪)—যজ্ঞের আহুতির জন্য শাখাবিশেষ
সদসদ্‌পরিবেদনাহীন (৪)—ভালমন্দ বিচারহীন
সৌম্যমূর্তি (৪)—প্রশান্ত আকৃতি
স্বভাবসিদ্ধ (৪)—প্রাকৃত
সৌহৃদ্যভাবে (৪)—বন্ধুভাবে
সাধুশীলা (৫)—সদাচারিণী
সমভিব্যাহারী (৫)—সঙ্গী
সদ্যপ্রসূত (৫)—তৎক্ষণাৎ জাত
সন্নিবেশিত মুক্তা কল্প সদৃশ (৫)—সাজান মুক্তা শ্রেণীর মত
সংগোপিত (৫)—গুপ্ত
স্ব-সংক্রান্ত (৫)—নিজের বিষয়
সদ্বীপা (৬)—দ্বীপযুক্তা
সৌসাদৃশ্য (৬)—সম্পূর্ণ সাদৃশ্য
স্বতঃ (৬)—নিজে নিজে
সমবায়ে (৭)—যোগে
সপ্রতিভ (৭)—চটপট
সবিস্তর (৭)—বিস্তারিত ভাবে
সন্দেহভঙ্গ-মানসে (৮)—সন্দেহ ভাঙ্গিবার ইচ্ছায়
হৃষিত (১)—হৃষ্ট
হিরণ্ময় (১)—সুবর্ণ-নির্মিত
হস্তাবর্তন (২)—হাতবুলান
হতোঽস্মি (২)—মরিয়াছি, আমার মৃত্যু হইল

হাহাকার (৪)—আর্তনাদ
হতবুদ্ধি (৪)—হতভম্ব
হৃদয়বিদারণ (৫)—মর্মঘাতী
হতোৎসাহ (৮)—নিরুৎসাহ
ক্ষত্রিয়কুলান্ত কারী (১)—ক্ষত্রবংশনাশক